# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1670, Saturday, February 28, 2026 FREE www.parichoy.com

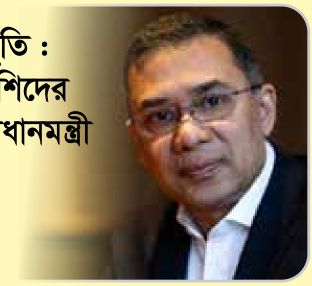

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি : প্রবাসী বাংলাদেশিদের খোঁজ নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

## আরো আছে...


- খামেনি নিহত হওয়ার পরও হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা ট্রাম্পের - ৫ম পাতায়
- সৌদি আরব-ইসরায়েলের চাপেই ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র বলেছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট - ৫ম পাতায়
- ইরান যুদ্ধে জ্বালানি তেল বাজারে অস্থিরতা, উৎপাদন বাড়ানোর আকস্মিক নিতে পারে ওপেক প্লাস - ৫ম পাতায়
- কিউবার ‘শান্তিপূর্ণ দখল’ নেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানালেন ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- প্রতি মাসে সাড়ে ৪ হাজার শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান শরণার্থী নেবে যুক্তরাষ্ট্র - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার ছায়া, তবু রেস্তোরাঁ শিল্পে বিপুল কর্মসংস্থান - ৬ষ্ঠ পাতায়
- আমি কিছু দেখিনি, ভুল কিছু করিনি:সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাক্ষ্য- ৬ষ্ঠ পাতায়
- এপস্টেইনের সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে কি-না মনে নেই হিলারির -কংগ্রেসে জবানবন্দি- ৬ষ্ঠ পাতায়
- একটা মৃত আমেরিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছি আমি, স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে ট্রাম্প - ৭ম পাতায়
- ট্রাম্পের নাটকীয় ‘স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে নেই নীতি পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত - ৭ম পাতায়
- কেবিনেটে নয়, অন্তর্বর্তী সরকারের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো বাইরে থেকে জানালেন সাবেক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত - ৮ম পাতায়


# ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রশিল্প মাটিতে মিশিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য বললেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

# মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের আঁচ বাংলাদেশেও


বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE YOUR HEALTH OUR CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
WUST
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

# প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

**পরিচয়**

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

# কে কি বললেন

● 'কিউবা সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলছে এবং তারা বর্তমানে বড় ধরনের সংকটে রয়েছে। তাদের কাছে কোনো অর্থ নেই, কার্যত কিছুই নেই। তবে তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং সম্ভবত আমরা কিউবাকে একটি শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় দখল করে নেব।'- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● খামেনিকে হত্যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন - এক্সে দেওয়া পোস্টে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ

● উত্তেজনা প্রশমনে আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতি উন্মুক্ত ইরান -ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি

● আমি কিছুই দেখিনি, আমি ভুল কিছুই করিনি। যা দেখেছি, সেটাই আমার জানা; যা দেখিনি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যা করেছি, তা জানি; যা করিনি, তা আরও গুরুত্বপূর্ণ।'-কুখ্যাত যৌন অপরাধী ও অর্থ লগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন

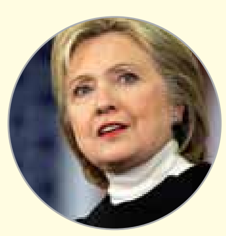

● এপস্টেইনের সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কখনো তার ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে চড়িনি কিংবা নিজস্ব দ্বীপ, বাড়ি বা অফিসেও যাইনি। - সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন

● বাংলাদেশেরসাধারণ মানুষ যেন উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পায়, সে বিষয়ে সবসময় সজাগ থাকব - স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে অভিন্ন স্বার্থ, দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তি হবে জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ, কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অন্য দেশের রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সম্পর্ক নয়। - বাংলাদেশেরস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

● 'ছোট ভাইয়ের সিট এভাবে কেড়ে না নিয়ে ছেড়ে দিলেও পারতেন।'- জামায়াতে ইসলামীর ইফতার মাহফিলে মির্জা আব্বাস এর 'দুষ্টুমি করবা না।' -র জবাবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

# ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রশিল্প মাটিতে মিশিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যৌথ হামলাকে ‘ইরানি শাসনের আসন্ন হুমকি নির্মূল’ করার লক্ষ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হামলা নিয়ে দেওয়া এক ভিডিওতে তিনি জানান, ইরানের সামরিক সক্ষমতা বিশেষ করে তাদের ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়াই এখন তাঁদের মূল লক্ষ্য।

বিবৃতিতে ট্রাম্প তাঁর পরিকল্পনা ও কঠোর অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য হলো ইরানি শাসনের হুমকিগুলো নির্মূল করার মাধ্যমে আমেরিকান জনগণকে রক্ষা করা। আমরা তাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ধ্বংস করতে যাচ্ছি এবং তাদের ক্ষেপণাস্ত্রশিল্পকে মাটির

সঙ্গে মিশিয়ে দেব।’

ইরানের নৌবাহিনী ও আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো নিয়েও চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমরা তাদের নৌবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। আমরা এটি নিশ্চিত করব যে এই অঞ্চলের “প্রক্সি সন্ত্রাসী”রা যেন আর মধ্যপ্রাচ্য বা বিশ্বকে অস্থিতিশীল করতে না বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

# খামেনি নিহত হওয়ার পরও হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা ট্রাম্পের

এক সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্লেষকরা বলছেন, একাধিক সিনিয়র নেতার মৃত্যু তেহরানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলতে পারলেও, ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরসূরি নিয়োগের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া রয়েছে। একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, নেতৃত্বের ক্ষতি সত্ত্বেও হার্ডলাইনার বা আইআরজিসি-র উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে।

মার্কিন সামরিক উদ্দেশ্য

ট্রাম্প ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে ওয়াশিংটনের লক্ষ্য হলো দেশটির পারমাণবিক, সামরিক এবং ব্যালিস্টিক- বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

# সৌদি আরব-ইসরায়েলের চাপেই ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র বলেছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরব-ইসরায়েলের চাপেই ইরানে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রোববার (১ মার্চ) এক বিশেষ প্রতিবেদনে চমকপ্রদ এ তথ্য ফাঁস করেছে প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। তারা জানিয়েছে, সৌদি আরব মুখে কূটনীতির কথা বললেও ইরানে হামলা করার জন্য গোপনে যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দিচ্ছিল।

ইরানে হামলা ইস্যুতে সৌদি আরব ও ইসরায়েলের একই ধরনের অবস্থানের জন্য তাদের ‘মধ্যপ্রাচ্যের অস্বাভাবিক মার্কিন মিত্র জুটি’ বলে উল্লেখ করেছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। চারটি সূত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সৌদি-ইসরায়েলের এই যৌথ প্রচেষ্টা ট্রাম্পকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য অভিযান চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান গত মাসে একাধিকবার ট্রাম্পকে ফোন করে ইরানে হামলার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। যদিও তিনি প্রকাশ্যে কূটনৈতিক সমাধানের কথা বলেছিলেন। একই সময়, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাপ বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

# ইরান যুদ্ধে জ্বালানি তেল বাজারে অস্থিরতা, উৎপাদন বাড়ানোর আকস্মিক নিতে পারে ওপেক প্লাস

পরিচয় ডেস্ক:বাণিজ্যিক সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, সম্ভাব্য বিঘ্নের আশঙ্কায় সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ইতোমধ্যে রপ্তানি বাড়াতে শুরু করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে ঘিরে সামরিক সংঘাত দ্রুত তীব্র আকার ধারণ করায় জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে বৈশ্বিক উদ্বেগ বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, আজ রোববারের বৈঠকে তেলের উৎপাদন (উত্তোলন) উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনায় নিতে যাচ্ছে ওপেক প্লাস জোট।

আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, এপ্রিল মাসে দৈনিক সর্বোচ্চ ৪ লাখ ১১ হাজার ব্যারেল (বিপিডি) পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ানো হতে পারেড়্যা আগে প্রত্যাশিত ১ লাখ ৩৭ হাজার ব্যারেল বৃদ্ধির তিনগুণ। এমনকি বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়লে এই বৃদ্ধি দৈনিক ৫ লাখ ৪৮ হাজার ব্যারেল পর্যন্তও হতে পারে বলে একটি সূত্র ইঙ্গিত দিয়েছে।

এটি হলে জোটের অবস্থানে স্পষ্ট পরিবর্তন আসবে। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে মৌসুমি চাহিদা হ্রাস ও আগের অতিরিক্ত সরবরাহ আশঙ্কায় উৎপাদন বাড়ানোটা স্থগিত রেখেছিল ওপেক প্লাস। কিন্তু এখন বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

# কিউবার ‘শান্তিপূর্ণ দখল’ নেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প বলেন, ‘কিউবা সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলছে এবং তারা বর্তমানে বড় ধরনের সংকটে রয়েছে। তাদের কাছে কোনো অর্থ নেই, কার্যত কিছুই নেই। তবে তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং সম্ভবত আমরা কিউবাকে একটি শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় দখল করে নেব।’ টেক্সাস সফরের উদ্দেশ্যে হোয়াইট

হাউস ছাড়ার সময় ট্রাম্প বলেন, ‘কিউবা সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলছে এবং তারা বর্তমানে বড় ধরনের সংকটে রয়েছে। তাদের কাছে কোনো অর্থ নেই, কার্যত কিছুই নেই। তবে তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং সম্ভবত আমরা কিউবাকে একটি শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় দখল করে নেব।’ কিউবাকে একটি বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

# প্রতি মাসে সাড়ে ৪ হাজার শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান শরণার্থী নেবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে ৪ হাজার ৫০০ জন শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানের শরণার্থী আবেদন প্রক্রিয়া করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত বার্ষিক শরণার্থী নেওয়ার মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। এ উদ্যোগকে সমর্থন দিতে প্রিটোরিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে ‘ট্রেইলার’ বা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে বলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৭ জানুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি অপ্রকাশিত নথিতে এই নতুন লক্ষ্য নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শরণার্থী গ্রহণের গতি বাড়ানোর চেষ্টা চলছে, যেখানে অন্যান্য অঞ্চল থেকে শরণার্থী আবেদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, ২০২৬ অর্থবছরে সারা বিশ্ব থেকে মোট ৭ হাজার ৫০০ জন শরণার্থী গ্রহণ করবে যুক্তরাষ্ট্র। তবে গত বছর অভ্যন্তরীণভাবে ৪০ হাজার থেকে ৬০ হাজার শরণার্থী নেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ২০২৫ সালের মে মাসে চালু হওয়া কর্মসূচির আওতায় ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন, যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গতি বেড়েছে।

তবে ওয়াশিংটনে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনে বিলম্ব হতে পারে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানসহ সব শরণার্থীর যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে বলে এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর এ বিষয়ে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। যদিও হোয়াইট হাউস বিষয়টি পররাষ্ট্র দপ্তরের দিকে নির্দেশ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আফ্রিকান চেম্বার অব কমার্স জানিয়েছে, গত বছর ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ পুনর্বাসনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

২০২৫ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্প অভিবাসন নীতির অংশ হিসেবে শরণার্থী গ্রহণ স্থগিত করেন। তবে কয়েক সপ্তাহ পর তিনি শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের শরণার্থী হিসেবে গ্রহণের উদ্যোগ নেন। তাঁর দাবি ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত দেশে তাঁরা সহিংস নিপীড়নের শিকার *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## রুশ নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিল গেটস

### এপস্টেইন ফাইলস

পরিচয় ডেস্ক: কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সখ্যতা ও বিতর্কিত মেলামেশার অভিযোগে মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস শেষপর্যন্ত নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি এপস্টেইন ফাইলস-সংক্রান্ত নতুন নথি ও ছবি প্রকাশিত *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## আমি কিছু দেখিনি, ভুল কিছু করিনি

### সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাক্ষ্য

পরিচয় ডেস্ক: কুখ্যাত যৌন অপরাধী ও অর্থ লগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন জানিয়েছেন, তিনি ভুল কিছুই করেননি। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারী) যুক্তরাষ্ট্রের হাউস ওভারসাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিফর্ম কমিটির সামনে এই সাক্ষ্য দেন তিনি। ক্লিনটন দাবি করেন, জেফরি এপস্টেইন যে অপরাধগুলো করেছিলেন, সেসব বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না।

ক্লিনটনের বিবৃতিতে বলা হয়ড় ‘এপস্টেইনের সঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় কয়েক বছর আগেই শেষ হয়েছিল। আমি কখনো দেখিনি বা অনুমান করতে পারিনি যে তিনি কোনো অপরাধ করছেন। আমি এখানে যা জানি তা বলছি যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি কিছুই দেখিনি, আমি ভুল কিছুই করিনি। যা দেখেছি, সেটাই আমার জানা; যা দেখিনি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যা করেছি, তা জানি; যা করিনি, তা আরও গুরুত্বপূর্ণ।’

নিউইয়র্কের চাপ্যাকুয়ায় রিফর্ম কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেন বিল ক্লিনটন। এর আগে বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) তাঁর স্ত্রী হিলারি ক্লিনটনও কয়েক ঘণ্টা ধরে একই কমিটির মুখোমুখি হন। সেখানে হিলারি জানান, তিনি কখনো এপস্টেইনের সঙ্গে দেখা করেছেন বলে মনে পরছে না। আর এপস্টেইনের সঙ্গী গিলেইন ম্যাক্সওয়েলকে তিনি শুধু সাধারণ পরিচিতি হিসেবেই জানতেন।

বিল ক্লিনটন তাঁর স্ত্রীর সাক্ষ্য নেওয়ার বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আপনারা হিলারিকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এপস্টেইনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ঠিক হয়নি।’ ১৯৯০-এর দশক থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিল ক্লিনটনের সঙ্গে এপস্টেইনের সংযোগ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার ছায়া, তবু রেস্তোরাঁ শিল্পে বিপুল কর্মসংস্থান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতি যখন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, তখন উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে রেস্তোরাঁ খাতে। খুচরা বাণিজ্যের বড় বড় প্রতিষ্ঠান হোঁচট খেলেও বসে খাওয়ার রেস্তোরাঁ এবং কিছু ড্রাইভ-থ্রু চেইনে ভিড় বেড়েছে। ভোক্তারা বড় ব্যয় বা খরচের বদলে ছোট পরিসরে ‘ট্রিট’ বা স্বল্পমূল্যের মজাদার খাবারের দিকে ঝুঁকছেনড়আর সেই প্রবণতাই যুক্তরাষ্ট্রের রেস্তোরাঁ শিল্পকে কর্মসংস্থানের এক উজ্জ্বল ক্ষেত্র হিসেবে সামনে এনেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ীড়২০২৫ সালে দেশটির রেস্তোরাঁ খাতে কর্মসংস্থান ১ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

## এপস্টেইনের সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে কি-না মনে নেই হিলারির -কংগ্রেসে জবানবন্দি

পরিচয় ডেস্ক:সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের দাবি, কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে কি-না তার মনে নেই। গতকাল মার্কিন কংগ্রেসের একটি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেয়ার সময় তিনি এ কথা বলেন। আরো জানান, এপস্টেইনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলার মতো কোনো তথ্য তার কাছে নেই।

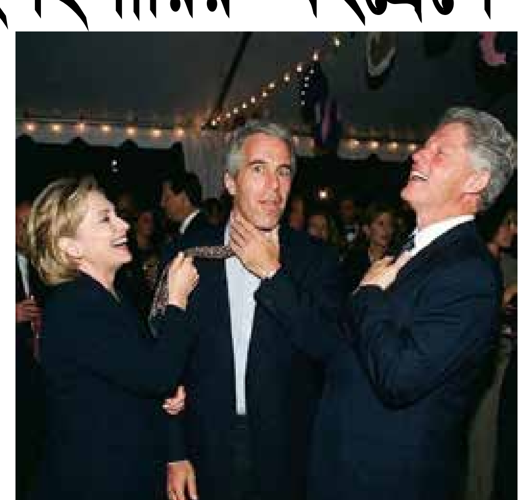

নিউইয়র্কের চাপ্পাকুয়ায় হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস ওভারসাইট কমিটির কাছে গোপনে জবানবন্দি দেন হিলারি। সেখানে তিনি বলেন, এপস্টেইনের সঙ্গে কখনো তার দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কখনো তার ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে চড়েননি কিংবা নিজস্ব দ্বীপ, বাড়ি বা অফিসেও যাননি।

প্যানেলে দীর্ঘ সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর হিলারি সাংবাদিকদের জানান, সারাদিন তাকে বারবার একই প্রশ্ন করা হয়েছে। তিনি তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে কমিটিকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি সাবেক এ ফার্স্টলেডি।

হিলারি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের শেষের দিকে পরিস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আকাশে অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু তথা ইউএফও এবং ‘পিৎজাগেট’ কেলেংকারির মতো ‘জঘন্য ও ভিত্তিহীন’ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# একটা মৃত আমেরিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছি আমি, স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের প্রথম বছরের মূল্যায়ন তুলে ধরে ঘোষণা করেছেন, ‘এটি আমেরিকার স্বর্ণযুগ।’ বার্ষিক ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে ট্রাম্প বলেন, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ‘মৃত’ দেশ পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ‘আকর্ষণীয়’ দেশ।

মার্কিন কংগ্রেসের সামনে ভাষণের শুরুতে ট্রাম্প বলেন, ‘কংগ্রেসের সদস্যরা এবং আমার সহকর্মী আমেরিকানরা, আমাদের জাতি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বড়, উন্নত, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে।’ তিনি বলেন, ‘এক বছর আগে আমরা একটি মৃত দেশ ছিলাম; এখন আমরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের তুলনায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেশ।’

প্রেসিডেন্ট মুদ্রাস্ফীতি, গ্যাসের দাম এবং কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলোতেও কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমাদের ইউনিয়নের অবস্থা এখন শক্তিশালী।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিগত প্রশাসনের দীর্ঘ চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বিনিয়োগ এসেছে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের কম... আর মাত্র ১২ মাসে আমি সারা বিশ্ব থেকে ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছি।’

ট্রাম্প বলেন, তাঁর প্রশাসন এমন এক আমেরিকা গড়ে তুলছে, যেখানে প্রতিটি শিশু উচ্চতর শিখরে পৌঁছানোর এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে, যেখানে সরকার ক্ষমতাশালীদের কাছে নয়; বরং জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে এবং যেখানে কঠোর পরিশ্রমী আমেরিকান নাগরিকদের স্বার্থই হবে আমাদের প্রথম এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি বলেন, ‘আমাদের পূর্বসূরি বীরদের কাছে এটি আমাদের ঋণ এবং আমেরিকার ২৫০তম বছরের জন্য এটিই সেই প্রতিশ্রুতি, যা আমাদের রক্ষা করতে হবে।’

ট্রাম্প তাঁর অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন না করার জন্য ডেমোক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘গত বছর আমি এই কংগ্রেসকে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় করহ্রাসের বিল পাস করে সেই অভিযান শুরু করার আহ্বান জানিয়েছিলাম এবং আমাদের রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠরা তা বাস্তবায়ন করেছে। সকল ডেমোক্র্যাট, তাদের প্রত্যেকেই এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে... তারা বড় আকারে কর বৃদ্ধি চেয়েছিল... কিন্তু আমরা আমাদের অবস্থানে অনড় ছিলাম।’

ট্রাম্প স্বাস্থ্যসেবার মূল্য বৃদ্ধি এবং ওবামাকেয়ারের মাধ্যমে বিমা কোম্পানিগুলোকে ধনী করার জন্য *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# ‘ট্রাম্পের উচিত কল্পকাহিনির জন্য নোবেল পাওয়ার চেষ্টা করা’

## স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণের প্রতিক্রিয়া

পরিচয় ডেস্ক:প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র রাজনৈতিক বিভাজন আরেক দফা সামনে এল। তবে তার প্রতিপক্ষের ব্যঙ্গাত্মক একটি মন্তব্য বেশ আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। যেখানে বলা হচ্ছে, কল্পকাহিনির জন্যই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ট্রাম্প। এ পুরস্কার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত তার।

স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ হলো মার্কিন প্রেসিডেন্টের বার্ষিক আনুষ্ঠানিক ভাষণ, যেখানে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন তিনি। গত মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্প প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ভাষণ

দেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ।

এ সময় শুল্কনীতি, সীমান্ত নিরাপত্তা, সামরিক নিয়োগ ও জ্বালানিসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন ট্রাম্প। অর্থনীতি চাঙা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দাবি করে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সামনে ‘সোনালি এক যুগ’। কিন্তু ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা এ দাবিকে পুরোপুরি অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি ব্র্যাড শারম্যান কটাক্ষ করে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত জীবনকে আলোচনায় টেনে আনেন। তিনি বলেন, ‘ট্রাম্প বললেন অর্থনীতি চাঙা ও সবকিছু সাশ্রয়ী। আপনি যদি এটা বিশ্বাস করেন, তাহলে হয়তো *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# ট্রাম্পের নাটকীয় ‘স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে নেই নীতি পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে দাবি করেছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ‘স্বর্ণযুগ’ ফিরিয়ে এনেছেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে দেয়া এক আক্রমণাত্মক ও নাটকীয় ‘স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ দাবি করেন। খবর বিবিসি।

তিনি বলেন, আমেরিকা বর্তমানে এক ঐতিহাসিক ও ‘বিপরীতমুখী পরিবর্তনের’ মধ্য *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# কংগ্রেসসদস্য ইলহান ওমর ও রাশিদা তালিবকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরোধিতা করে রোষের শিকার হলেন দুই আইনপ্রণেতা ইলহান ওমর ও রাশিদা তালিব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে তাঁদের জন্মস্থানে ফিরে যাওয়া উচিত।

গত মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারী স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণের সময় অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ট্রাম্প বলেন, কয়েকটি মার্কিন শহর অভিবাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আচরণ করছে। এসব শহরের এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ক্ষমতা বাতিল করা উচিত।

তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ইলহান ও রাশিদা চিৎকার করে বলেন, ‘আপনি মার্কিনদের হত্যা করেছেন! এর প্রতিক্রিয়ায়

নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ‘স্টেট অব দ্যইউনিয়নের মতো মার্জিত একটা আয়োজনে নির্বোধ ইলহান ওমর ও রাশিদা তালিবকে উন্মত্তের মতো চিৎকার করতে দেখছেন সবাই। তাঁদের চোখে যেন রক্ত জমে গিয়েছিল, বদ্ধ উন্মাদ ও মানসিক বিকারগ্রস্তদের মতো। দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁদের চিকিৎসা দরকার। তাঁদের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের যে ব্যবহার দেখা গেল, তাঁরা আমাদের দেশের জন্য বাজে উদাহরণ। তাঁরা যেখান থেকে এসেছেন, যত দ্রুত সম্ভব সেখানেই ফেরত পাঠানো উচিত।’ অবশ্য ট্রাম্পের কথার প্রতিবাদ করা অন্য রাজনীতিবিদদের দিকে কোনো তোপ দাগেননি তিনি। প্রসঙ্গত, ইলহান সোমালি বংশোদ্ভূত মার্কিন *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ‘খেললে’ শুল্ক আরও বাড়বে, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

বিদ্যমান বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে যে দেশগুলো ‘খেলার’ চেষ্টা করবে, তাদের ওপর শুল্ক আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘যে দেশই (যুক্তরাষ্ট্রের) সুপ্রিম কোর্টের হাস্যকর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খেলার চেষ্টা করবে, বিশেষ করে যারা বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে ‘ছিঁড়েখুঁড়ে’ ফেলার চেষ্টা করছে, তাদের ওপর শুল্ক আরও বাড়বে। এমনকি তার চেয়েও কঠিন পরিস্থিতির মুখে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# কেবিনেটে নয়, অন্তর্বর্তী সরকারের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো বাইরে থেকে

## জানালেন সাবেক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত

পরিচয় ডেস্ক: বিদায়ি অন্তর্বর্তী সরকারের বড় বড় সিদ্ধান্ত কেবিনেটে না নিয়ে বাইরে নেওয়া হতো বলে জানিয়েছেন সাবেক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেছেন, যারা ভিন্নমত পোষণ করতেন, তাদের মতামত সাধারণত ছোটখাটো বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকত। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব ছাড়ার পর একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আমরা যারা দ্বিমত করেছি, সেগুলো ছোটখাটো বিষয় ছিল। যেমন সূচি বাদ দেওয়া ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বড় সিদ্ধান্তগুলো কেবিনেটে হতো না। এগুলো কেবিনেটের বাইরে আলোচনা হতো।' তিনি বলেন, সব সরকারেরই একটি 'কিচেন কেবিনেট' থাকেড়এমন মন্তব্য শুনেছি। তবে সেখানে কারা ছিলেন, তা জানি না। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমি সেখানে ছিলাম না।

তিনি আরো বলেন, 'হয়তো ওই মনোভাবের লোক আমি ছিলাম না। তারা ধরে নিয়েছে, আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারব না। যারা এসব করেছে, তারা পরিচিত। আমি শুধু নাম শুনেছি। তারা আমার সহকর্মী ছিলেন।'

**পুলিশ পুনর্গঠন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, পুলিশের পুনর্গঠনই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। সে সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, পুলিশ মাঠে নামতে চাইছিল না। অনেক থানা লুট ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। পুলিশের কিছু দাবিদাওয়া ছিল। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। পরে অনেক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পুলিশ মাঠে নামে। ট্রাফিক পুলিশও দাঁড়াতে চাইছিল না। তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সে সময় প্রায় চার হাজার রাইফেল লুট হয়েছিল। এর মধ্যে কিছু উদ্ধার করা গেলেও প্রায় এক হাজারের বেশি রাইফেল ও পিস্তল তখনো নিখোঁজ ছিল। এসব অস্ত্র বর্তমান সরকারের জন্য *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন, কর্মসংস্থান ও দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিয়ে শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: দুর্বল বিনিয়োগ পরিবেশ ও সামষ্টিক অর্থনীতি চাপে থাকায় টানা তৃতীয় বছরের মতো কমেছে বেসরকারি বিনিয়োগ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২২ দশমিক ০৩ শতাংশে, যা গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে সরকারি বিনিয়োগও টানা তৃতীয় বছরের মতো কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে সরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৫১ শতাংশে, যা আগের বছর ছিল ৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এটি ২০১৩ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, বিনিয়োগ কমে যাওয়ার এই প্রবণতার অর্থ হলো শ্রমবাজারে প্রতিবছর যুক্ত হওয়া বিপুলসংখ্যক তরুণরা কাজ পাচ্ছেন না। এটি ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্যও বড় হুমকি। পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ড. এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে এমন একসময়ে যখন কর্মসংস্থান তৈরি ও রপ্তানি বাড়াতে আমাদের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশে শিগগিরই চালু হচ্ছে 'প্রবাসী কার্ড'

## জানালেন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল

পরিচয় ডেস্ক:প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য শিগগিরই 'প্রবাসী কার্ড' চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রবাসীদের জন্য এই কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার সিলেট সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী বলেন, সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রবাসীদের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে শিগগিরই প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সুবিধাসংবলিত প্রবাসী কার্ড চালু করা হবে। মন্ত্রী জানান, বর্তমানে স্পেনে অবস্থানরত প্রায় ২৫ হাজার অনথিভুক্ত বাংলাদেশিকে বৈধকরণের বিষয়ে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকারের নেওয়া ১৮০ দিনের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বন্ধ হয়ে থাকা শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়ে কাজ চলছে। বিশেষ করে সৌদি আরব, মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে, সেগুলো দ্রুত চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় একটি স্ট্যান্ডিং কমিটিও গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, বন্ধ শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়ে এক মাসের মধ্যে ইতিবাচক অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, বর্তমানে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতেও তা স্থিতিশীল রাখতে সরকার সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, সিলেট অঞ্চল পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জোন। সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জড় এই চার জেলায় প্রায়ই সীমান্তের ওপার থেকে ঢলের পানি এসে বন্যা সৃষ্টি করে। এ অঞ্চলে বন্যা ও নদীভাঙন মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। উল্লেখ্য, বিএনপির ইশতেহারে 'প্রবাসী কার্ড' বিষয়ে বলা হয়েছে, এই কার্ডে তথ্য, দক্ষতা ও চাকরির শর্ত সংরক্ষণ থাকবে।

# ফ্লাইট বাতিল হওয়া যাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে মন্ত্রণালয়

## প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি অবনতির কারণে কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। যার কারণে এ পর্যন্ত ২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ফ্লাইট বাতিল হওয়া যাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।'

রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২৮ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# সরকারি টাকায় না পোষালে চাকরি করার দরকার নেই, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

## আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান

পরিচয় ডেস্ক: আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, অফিস, আদালতে কোনো কাজ করতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের আঁচ বাংলাদেশেও

পরিচয় ডেস্ক:টানা কয়েক মাস ধরেই উত্তেজনা চলছিল ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন, যেকোনো সময় ইরানের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শনিবার সেই আশঙ্কা সত্যি হয়েছে ইরানের বিভিন্ন শহরে আকস্মিক যৌথ হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এর পর ইরানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলে ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোতে। এর ফলে কার্যত গোটা মধ্যপ্রাচ্যেই দেখা দিয়েছে যুদ্ধাবস্থা।

যুদ্ধের আঁচ এসে লাগছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে দূরবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশেও। কেননা সারা বিশ্বে যত প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন, তাদের বড় অংশটিই অবস্থান করছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। একটি পরিসংখ্যান মতে, মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছেন প্রায় ৬৯ লাখ বাংলাদেশি। যাদের অর্ধেকের বেশি রয়েছেন সৌদি আরবে আর চার ভাগের এক ভাগ রয়েছেন আরব আমিরাতে। সঙ্গত কারণেই স্বদেশে এদের আত্মীয়স্বজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

টানা কয়েক মাস ধরেই উত্তেজনা চলছিল ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন, যেকোনো সময় ইরানের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শনিবার সেই আশঙ্কা সত্যি হয়েছে– ইরানের বিভিন্ন শহরে আকস্মিক যৌথ হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এর পর ইরানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলে ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোতে। এর ফলে কার্যত গোটা মধ্যপ্রাচ্যেই দেখা দিয়েছে যুদ্ধাবস্থা।

যুদ্ধের আঁচ এসে লাগছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে দূরবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশেও। কেননা সারা বিশ্বে যত প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন, তাদের বড় অংশটিই অবস্থান করছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। একটি পরিসংখ্যান মতে, মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছেন প্রায় ৬৯ লাখ বাংলাদেশি। যাদের অর্ধেকের বেশি রয়েছেন সৌদি আরবে আর চার ভাগের এক ভাগ রয়েছেন আরব আমিরাতে। সঙ্গত কারণেই স্বদেশে এদের আত্মীয়স্বজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। সংবাদসুত্র দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ

# মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি : প্রবাসী বাংলাদেশিদের খোঁজ নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক:ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সেখানে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একইসঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।

সচিবালয়ে ১ সার্চরবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের নিরাপত্তা ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন সাংবাদিকদের এ সব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা সকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন। ইরানের ঘটনাবলী কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশিরা কী অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী। পাশপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দিয়েছেন"।

রুমন বলেন, "ইরানে হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রীক অনেক ফ্লাইট বাতিল হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে"।

অন্যদিকে, হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে পড়া যাত্রীদের দেখভাল কিভাবে করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সেটিও সর্বাক্ষনিক তদারিক করছেন বলে জানান অতিরিক্ত প্রেস সচিব। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিমান মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী কাজ করছেন। বিমান প্রতিমন্ত্রী সকাল থেকে বিমানবন্দরে অবস্থান করছেন। এ ছাড়া প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীও এই কাজে সর্বাক্ষনিক নিয়োজিত রয়েছেন"।

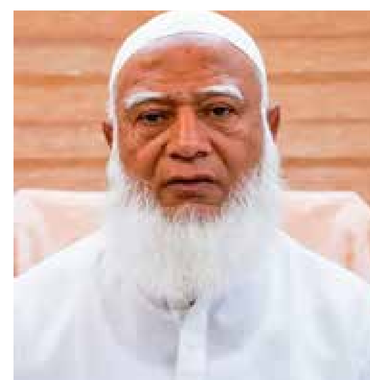

# অনেক সত্য চেপে গেছেন রাষ্ট্রপতি

## বললেন জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক:ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও ৫ই আগস্টের ঘটনাবলি নিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সাম্প্রতিক বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি অভিযোগ করেছেন, রাষ্ট্রপতি অনেক তথ্য 'চেপে গিয়েছেন' এবং তার পূর্ববর্তী ও বর্তমান বক্তব্যের মধ্যে কোনো মিল নেই। সম্প্রতি দৈনিক কালের কণ্ঠকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি অন্তর্বতী *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টাকালে ১৫৩ জন উদ্ধার, আটক ১৫

পরিচয় ডেস্ক: কক্সবাজারের টেকনাফ সেন্ট মার্টিনসংলগ্ন গভীর সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকারী অভিযোগে ১৫ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। একই সঙ্গে পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দী থাকা নারী, শিশুসহ ১৫৩ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাদের মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল।

রোববার (১ মার্চ) বিকেলে কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাগরপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশ্যে বিপুলসংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশু সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ-পশ্চিমসংলগ্ন গভীর সমুদ্রে অবস্থান করছিল পাচার চক্র। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে কোস্ট গার্ডের জাহাজ 'কামরুজ্জামান' নিয়ে সমুদ্রে অভিযান চালানো হয়। এ

সময় সন্দেহভাজন বোটকে থামার সংকেত দেওয়া হলে তা অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করেন জড়িত ব্যক্তিরা। পরে ধাওয়া করে সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ-পূর্বসংলগ্ন সমুদ্র এলাকা থেকে বোটটি আটক করা হয়। এ সময় নারী, শিশুসহ ১৫৩ জনকে উদ্ধার এবং ১৫ জন মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়।

# যে শর্তে বাংলা একাডেমি পুরস্কার নিতে রাজি হলেন কবি মোহন রায়হান

পরিচয় ডেস্ক: অবশেষে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কবি মোহন রায়হান। ১লা মার্চ রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

মোহন রায়হান বলেন, 'বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমরা স্পষ্ট বলেছিলামড় আমাদের চাওয়া একটাই, কলমের স্বাধীনতা। কথা বলার স্বাধীনতা।

তিনি বলেছিলেনড়ভালো কাজে উৎসাহ দেবেন, ভুল করলে সমালোচনা করবেন। আমি সেই প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রেখেই পুরস্কার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। তবে পুরস্কারের অর্থ আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করব না। সেটি কোনো সামর্থ্যহীন কবি, লেখক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

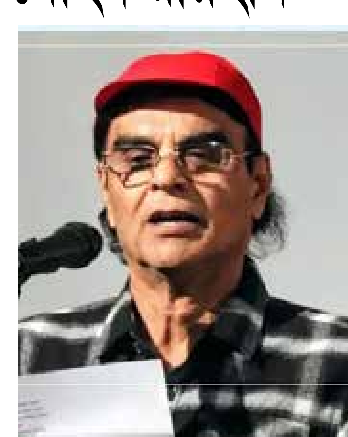

# বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ট্যাক্স বাড়াতে হবে জানালেন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের নাজুক অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ট্যাক্স বাড়ানোর মাধ্যমে বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা বলেছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় হাসপাতালের জন্য জায়গা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছে, এখান থেকে উত্তরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কী করবেনড় সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'প্রায়োরিটি তো ট্যাক্স বাড়াতে হবে। ট্যাক্স বাড়ানোর মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে হবে। দেশি-বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে হবে। আমাদের একটি অন্যতম কর্মসূচি কর্মসংস্থান। বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়বে।' শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান আসছে বাজেটের অগ্রাধিকার পাবে বলেও জানান অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানাধীন জেলে পাড়া এলাকায় প্রস্তাবিত সরকারি হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে নির্ধারিত জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন মন্ত্রী।

বিকেল ৩টায় মন্ত্রী বানৌজা উল্কার আবাদ অঞ্চল-২-এর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন মুসলিমাবাদ এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধিগ্রহণকৃত জমি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন। পরে তিনি পতেঙ্গায় একটি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে নৌবাহিনীর অধিগ্রহণকৃত মোট ১৪ দশমিক ২১৯০ একর এবং ২ দশমিক ৭ একর জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. মঈনুল হাসান মন্ত্রীকে জমির অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবকাঠামোগত সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

এ সময় অধিনায়ক বানৌজা উল্কা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), জেলা প্রশাসক কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ নিয়ে ভোলা, সদস্য সরফরাজ কাদের রাসেল।

## ৩৯ মাস পর ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল বাংলাদেশের রিজার্ভ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এর আগে সবশেষ ২০২২ সালের নভেম্বরে ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছিল দেশের রিজার্ভ।

৩৯ মাস পর গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সেই রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন (৩ হাজার ৫০৩ কোটি) ডলারে। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী, রিজার্ভের মজুদ ৩০ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার।

বছর দেড়েক ধরে রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহের কারণে দেশের ব্যাংক খাত থেকে প্রচুর ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে করে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গতকালও ৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার ক্রয় করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। সব মিলিয়ে চলতি ফেব্রুয়ারিতেই ১৫৩ কোটি ডলার ক্রয় করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ডলার ক্রয়ের এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৬ কোটি ৮৫ লাখ ডলারে।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০২০ সালের জুনে ৩৫ বিলিয়ন ডলার উচ্চতায় ওঠে রিজার্ভ। কভিড মহামারীর ওই সময়ে দেশের অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে আসায় অবৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যায়। এবার প্রবাসী আয়ের পাশাপাশি হুন্ডি ও অর্থ পাচার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উল্লেখযোগ্য হারে রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভের দেখা মেলে ২০২১ সালের আগস্টে। তবে এরপর অর্থ পাচার বেড়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে রিজার্ভ কমতে থাকে। ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের সময় রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৫ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ হিসাবায়ন পদ্ধতিতে ছিল ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার।

## রাজনীতিতে স্বস্তি ফিরলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকি বেড়েছে

### - অক্সফোর্ড ইকোনমিকস

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং এরপর বিএনপি সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বস্তি ফিরেছে। তবে গত আগস্টের পর থেকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি বেড়েছে। এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক ঝুঁকি দশমিক ৪ পয়েন্ট বেড়ে ৭ দশমিক ১এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গড় ঝুঁকি স্কোর ৫ দশমিক ১। বৈশ্বিক ঝুঁকি সূচকে ১৬৪টি অর্থনীতির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৪১তম।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন অর্থনৈতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের 'রাজনৈতিক স্বস্তি ফিরলেও রূপান্তরের ঝুঁকি এখনো আছে' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কমালেও আস্থা পুরোপুরি ফিরতে সময় লাগবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দুর্বল হয়েছে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি।

অক্সফোর্ড ইকোনমিকস পাঁচটি সূচকের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ঝুঁকি পরিমাপ করে। সেগুলো হচ্ছেড়বাজার চাহিদা, বাজার ব্যয়, বিনিময় হার, রাষ্ট্রের ঋণমান ও বাণিজ্যঋণ। ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয় ১ থেকে ১০ স্কেলে; ১০ মানে সর্বোচ্চ ঝুঁকি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বাণিজ্যঋণ সংক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে স্কোর সর্বোচ্চ ১০। বিপুল খেলাপি ঋণ, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে; দুর্বল তদারকি এবং সীমিত ঋণতথ্য পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। ব্যাংকগুলো বড় ঋণগ্রহীতা ও সেবা খাতকে বেশি ঋণ দিলেও ঝুঁকি কম থাকা সত্ত্বেও গৃহস্থালি ও আবাসন খাত তুলনামূলক কম ঋণ পায়।

উচ্চ সুদের হার ও খেলাপি ঋণের চাপে বাজারের ব্যয়ও বেশিড়এই সূচকে স্কোর ৮। বাজার *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

## বিনিয়োগকারীদের অর্থ উত্তোলনের চাপে বিটকয়েনের দরপতন

পরিচয় ডেস্ক:বিশ্ববাজারে গত সাতদিনে শীর্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের মূল্যে বড় ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা গেছে।সোমবার পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিটকয়েনের দাম ৬৮ হাজার ৯০০ ডলার থেকে কমে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা করছে সরকার

### -সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে স্বাক্ষর করা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

তিনি বলেন, 'মার্কিন নতুন বৈশ্বিক শুল্ক এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির বিষয়গুলো নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করার সময় আসেনি। পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার পরই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

সচিবালয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম এবং বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিগত সরকার কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তিটি করেছে, সে ব্যাপারে এখনো বলার মতো কোনো অবস্থা তৈরি হয়নি। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

# ভারত ‘পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে’ ইসরায়েলের পাশে রয়েছে - নেসেটে ভাষণে মোদি

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি সহিংসতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারত ‘পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে’ ইসরায়েলের পাশে রয়েছে।

দুই দিনের সফরের প্রথম দিনে বুধবার ইসরায়েলের পার্লামেন্ট ‘নেসেট’-এ ভাষণ দেন মোদি। ইসরায়েলের প্রতি ভারতের দীর্ঘস্থায়ী সমর্থনের ওপর জোর দেওয়ার পর তিনি উপস্থিত সবার কাছ থেকে দাঁড়িয়ে অভিবাদন পান।

প্রথম ভারতীয় নেতা হিসেবে নেসেটে ভাষণ দিয়েছেন মোদি। নিজের ভাষণে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি গণহত্যা নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও তিনি বলেন, ‘ভারত পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এই মুহূর্তে এবং ভবিষ্যতেও।’

তিনি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলাকে ‘বর্বর’ অভিহিত করে সেটির নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘কোনো কারণ দিয়েই বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকে ন্যায্য বলা যায় না।’

এর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সেখানে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নেসেটে দেওয়া নিজের ভাষণে ৭ অক্টোবরের ঘটনার পর ইসরায়েলের ‘পাশে দাঁড়ানোর’ জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানান নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, দুই দেশের ‘স্বার্থ অভিন্ন’। তিনি মোদিকে ‘বন্ধুর চেয়েও বেশি, একজন ভাই’ বলে অভিহিত করেন।

মোদি বলেন, নভেম্বরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদিত গাজা শান্তি উদ্যোগের প্রতি নয়াদিল্লি ‘জোরালো সমর্থন’ জানিয়েছে এবং এটি ‘সামনে এগোনোর পথ দেখায়’। তিনি আরও বলেন, ভারত বিশ্বাস করে, ‘এটি এই অঞ্চলের সব মানুষের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

## আমি নাক গলাতাম, কিন্তু পাকিস্তান বেশ ভালো করছে, পাক-আফগান যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক; যুদ্ধে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ‘শান্তি’ আনতে সব সময় এগিয়ে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলমান সংঘাত নিরসনে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। এমনকি সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়েছেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমি (হস্তক্ষেপ) করতাম, কিন্তু সেখানে চমৎকার প্রধানমন্ত্রী এবং একজন দক্ষ জেনারেল আছেন। তাঁদের নেতৃত্ব অত্যন্ত বলিষ্ঠ। দুজনকেই আমি খুব শ্রদ্ধা করি। আমার মনে হয় পাকিস্তান বেশ ভালো করছে।’

গত শুক্রবার *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## পাকিস্তান-আফগানিস্তান কেন লড়ছে, সামরিক সক্ষমতায় কে এগিয়ে

দীর্ঘদিনের সীমান্ত উত্তেজনা ও কূটনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই প্রতিবেশী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান। শুক্রবার ভোরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলসহ দেশটির একাধিক শহরে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে তারা। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তালেবান প্রশাসন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং এখন থেকে এ লড়াই যুদ্ধে রূপ নিল। তারা এ অভিযানের নাম দিয়েছে ‘অপারেশন গজব লিল হক’।কাতারভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার জানিয়েছে, ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ১টা ৫০ মিনিটে হামলা শুরু করে পাকিস্তান। জবাবে আফগান বাহিনীও বিমান বিধ্বংসী গোলাবর্ষণ করে। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার জানিয়েছেন, কাবুল ছাড়াও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ কান্দাহার ও পাক্তিয়ায় তালেবানের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের দাবি, কয়েক

ঘণ্টার এ অভিযানে তালেবানের একটি ব্রিগেড সদর দপ্তর, গোলাবারুদের ডিপো এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্ট ধ্বংস করা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের মুখপাত্র মোশাররফ জাইদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করেছেন, এ হামলায় অন্তত ২৫০ আফগান তালেবান যোদ্ধা নিহত এবং ২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। তবে তালেবান সরকার এ পরিসংখ্যান প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে, তাদের মাত্র ৮ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছে। উল্টো তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ দাবি করেছেন, ডুরান্ড লাইন বরাবর পাল্টা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## ইউরোপের বহিঃসীমান্তে ৮০ হাজারের বেশি অবৈধ ‘পুশব্যাক’

পরিচয় ডেস্ক:ইউরোপের বহিঃসীমান্তগুলোয় গত বছর অন্তত ৮০ হাজার ৮৬৫টি অবৈধ ‘পুশব্যাকের’ ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ব্রাসেলসভিত্তিক সংগঠন ১১.১১.১১-সহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর একটি জোটের প্রতিবেদনে এ তথ্য ওঠে এসেছে। ‘পুশব্যাক’ বলতে প্রতিবেদনে বোঝানো হয়েছে, অভিবাসন প্রত্যাশীদের আশ্রয়প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগ না দিয়ে জোরপূর্বক সীমান্ত পেরিয়ে ফেরত পাঠানো। এ ধরনের ঘটনায় অনেক সময় সহিংসতাও ঘটে।

বলকান রুটে পুশব্যাকের শিকার এক মিসরীয় তরুণ বলেন, ‘আমাদের ভোর তিনটার দিকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দেয়।’

৪০ জনের একটি দলের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## জনসংখ্যা কমছে, রোবটেই কি চীনের সমাধান

পরিচয় ডেস্ক: সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে চীনের জন্মহার। দেশটির বিশাল কর্মী বাহিনী ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে এবং পেনশনভোগী প্রবীণদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে, যা আগামী দশকগুলোতে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ধাক্কার আশঙ্কা তৈরি করেছে। এই জনতাত্ত্বিক ধস ঠেকাতে বেইজিং নগদ অর্থসহায়তা, কর ছাড় এবং বিয়ে সহজ করার মতো নানা নীতি গ্রহণ করলেও তা জন্মহারের নিম্নগতি থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চীনের সম্ভাব্য রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে রোবট এবং অটোমেশন।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বছরের পর বছর ধরে দেশটির ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় করার প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বেইজিংয়ের লক্ষ্য হলো চীনকে একটি স্বনির্ভর উচ্চপ্রযুক্তিগত শক্তিতে রূপান্তরিত করা।

হংকং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ স্টুয়ার্ট গি টেল-বাস্টেন বলেন, ‘চীন যদি গত ২০-৩০ বছরের মতো একই ধারায় চলতে থাকে, তবে তাদের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অমিল থাকায় একটি বিশাল সংকট তৈরি হবে।’ তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অটোমেশন এবং এআইয়ের সঠিক প্রয়োগ এই পতন ঠেকাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রোবোটিকসের তথ্য অনুযায়ী, চীন বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প-রোবট বাজার। ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে স্থাপিত মোট রোবটের অর্ধেকেরও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

# দুর্নীতি ঠেকাতে নতুন প্রধানমন্ত্রীর অনেক কিছু করার আছে

**এন এন তরুণ**

অর্থনীতি দুর্নীতিকে দেখে আমলাতান্ত্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে। যদিও মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এটাকে নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখেছে। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব। উন্নয়নের গোড়ার দিকে একটি নতুন রাষ্ট্রে দুর্নীতি থাকলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সুশাসনের অভাবজনিত সমস্যা আস্তে আস্তে দূরীভূত হয়।

উন্নয়নের ইতিহাস সে কথাই বলে। তা ছাড়া ডাচ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ দার্শনিক বার্নার্ড ম্যান্ডেভিল যেমন বলেছেন, ‘একজন দক্ষ ও সৎ রাজনীতিকের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পড়লে ব্যক্তির অসততাকে তিনি কখনো কখনো সমষ্টির জন্য হিতকর করেও তুলতে পারেন।’ প্রথম আলোতে প্রকাশিত সৌমিত জয়দ্বীপের লেখা নিবন্ধ ‘তারেক রহমানের সামনে “স্টেটসম্যান” হওয়ার সুযোগ এসেছে’ উক্তিটি এই তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি।

ইতালীয় অর্থনীতিবিদ মাওরো পাওলো ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে (করাপশন অ্যান্ড গ্রোথ) বাংলাদেশের উদাহরণ টানেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে তার বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি হারাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক মন্তব্য করেছে, বাংলাদেশে দুর্নীতি না থাকলে প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণ হতে পারত। অতএব, বোঝাই যাচ্ছে, দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অতএব, দুর্নীতির কারণগুলো সরকারপ্রধানের বোঝা দরকার। দুর্নীতির কারণ জানা গেলে, প্রতিকারও বের করা সম্ভব।

মাত্রাতিরিক্ত রেগুলেশন বা আইনকানুন দুর্নীতির একটা প্রধান কারণ। রেগুলেশন যত বেশি হবে, আমলাদের ঘুষ নেওয়ার সুযোগ তত বেশি সৃষ্টি হবে। ‘একটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো কতটা সহজ’ড়বিশ্বব্যাংক এ রকম একটা সূচক প্রকাশ করে, যার মধ্যে দুর্নীতির মাত্রা প্রতিফলিত। মালয়েশিয়া গত চার দশকে ব্যবসা-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। সহজের হিসাবে ১৯০টি দেশের মধ্যে মালয়েশিয়ার অবস্থান ১২, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮। অতএব, সরকারকে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রেগুলেশন কমাতে হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, আমলা বা রাজনীতিবিদদের হাতে বিবেচনা করতে পারার ক্ষমতা, অর্থাৎ ডিসক্রিয়েশনারি পাওয়ার দেওয়া মানে তাঁদের দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেওয়া। এই ক্ষমতাটা থাকতে হবে আইনপ্রণেতাদের হাতে, সংসদে ব্যাপক আলোচনা এবং এই আলোচনার আগে সংসদীয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট সব পার্টির কথা শুনতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আইনটি যদি গার্মেন্টসসংক্রান্ত হয়, তাহলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মতামত নিতে হবে। গুনার মিরডাল তাঁর বিখ্যাত এশিয়ান ড্রামা বইয়েও আমলাদের হাতে ডিসক্রিয়েশনারি পাওয়ার (নিজস্ব বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা) দেওয়াকে দুর্নীতির একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

সরকারের আকার যত ছোট এবং ক্ষমতা যত বিকেন্দ্রীকৃত হবে দুর্নীতির সুযোগ তত কমে যাবে। বিশেষ করে সরকারি ব্যয় বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে গেলে, দুর্নীতি অনেকটাই কমে যাওয়ার কথা।

তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকার ব্যয় কমানোর ব্যাপারটা আমলে নিয়েছে মনে হয়। মন্ত্রণালয় বা বিভাগ একীকরণ করে আকার ছোট করার, এবং ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি কেনা স্থগিত করা ও সরকারি প্লট না নেওয়ার উদ্যোগ প্রশংসনীয়, কিন্তু এতগুলো উপদেষ্টা নিয়োগ, তাঁদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কৃচ্ছ্রসাধন নীতির পরিপন্থী।

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক ও আমলা রাষ্ট্রীয় সম্পদ এমন সব অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে নিয়ে যান, যেখানে তাঁদের অর্থ আত্মসাৎ করার সুযোগ থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও তাঁদের অদক্ষতার কারণে রাষ্ট্রকে প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার গচ্চা দিতে হচ্ছে। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকও প্রায় একই মত প্রকাশ করেছে। তারা বলছে, দুর্নীতির কারণে অনুৎপাদনশীল খাতে রাষ্ট্রের সীমিত সম্পদ চলে যাওয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা বিশাল অংশজুড়ে আছে সংবাদপত্রের তথা প্রেস ও মিডিয়ার স্বাধীনতা ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থার ওপর গবেষণা। প্রেস ও মিডিয়ার স্বাধীনতা ও একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ছাড়া *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

# অন্তবর্তী সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: অর্থনীতি থেকে ভূরাজনীতির ছায়া

**দেব প্রসাদ দেবু**

সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বিস্তৃত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) স্বাক্ষর করেছে। তবে এ ধরনের চুক্তি কার্যকর হতে সাধারণত অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন, সেই প্রশ্নও এখন প্রাসঙ্গিক। এটিকে কেবল শুল্ক কমানো বা রপ্তানি বাড়ানোর খাতায় ফেলা যাবে না। এটি আসলে রাষ্ট্রের কৌশলগত অভিমুখ নির্ধারণের প্রশ্ন। কারণ আধুনিক এফটিএ আর শুধু পণ্যের বাণিজ্য নিয়ে থাকে না, এতে ঢুকে পড়ে ডিজিটাল প্রবাহ, ডেটা নিয়ন্ত্রণ, মেধাস্বত্ব, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের আচরণ, এমনকি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ও।

বাংলাদেশ এতদিন বড় শক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এগিয়েছে। অবকাঠামো, জ্বালানি ও প্রযুক্তিতে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; রপ্তানি বাজার, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই দ্বিমুখী বাস্তবতার মধ্যেই আমাদের কূটনীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু যখন একটি চুক্তি ভবিষ্যৎ বাণিজ্য-সম্পর্ক, প্রযুক্তির উৎস বা তৃতীয় দেশের সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতাকে শর্তসাপেক্ষ করে তোলে, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই ভূরাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) চীন-কেন্দ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করেছে, যেখানে বাংলাদেশ এখনও সদস্য নয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন উচ্চ মানদণ্ডের চুক্তিগুলো প্রযুক্তি ও মানদণ্ডের রাজনীতিকে সামনে এনেছে। বাংলাদেশ যদি একদিকে দৃঢ়ভাবে ঝুঁকে পড়ে, অন্যদিকের সঙ্গে আস্থার সমীকরণে টানাপোড়েন তৈরি হওয়া অবধারিত।

এই টানাপোড়েন কেবল প্রতীকী নয়, এটি বাস্তব অর্থনৈতিক প্রকল্পেও প্রভাব ফেলতে পারে। জ্বালানি অবকাঠামো, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, ৫জি বা ক্লাউড অবকাঠামোর মতো খাতে প্রযুক্তির উৎস, সাইবার নিরাপত্তা মানদণ্ড ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের বিধি এসব প্রশ্নে বড় শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট। চুক্তির শর্ত যদি বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বা নিষেধাজ্ঞা কাঠামোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্য রাখতে বাধ্য করে, তবে চীন বা অন্য অংশীদারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সহযোগিতা জটিল হতে পারে। অর্থনৈতিক চুক্তি তখন নিরাপত্তা রাজনীতির একটি উপাদানে পরিণত হয়। ডিজিটাল অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি চুক্তিতে বলা হয় যে ডেটা অবাধে বিদেশে যাবে, দেশে ডেটা সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রাখা যাবে না বা বিদেশি ডিজিটাল কোম্পানির ওপর আলাদা কর বসানো যাবে না, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের নীতি নিয়ন্ত্রণ সীমিত হতে পারে। বিশেষ করে যখন দেশের রাজস্ব আদায় এখনও সন্তোষজনক নয়, তখন দ্রুত বাড়তে থাকা ডিজিটাল খাত থেকে কর নেওয়ার সুযোগ নিজেই সীমিত করে দেওয়া কতটা বিচক্ষণ, সেটি ভাবার বিষয়। প্রশ্ন হলো, আমাদের সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা সুরক্ষা আইন ও তদারকি করার সক্ষমতা কি যথেষ্ট শক্ত? সিপিটিপিপির মতো চুক্তিতে ডেটা উন্মুক্ত রাখার নীতি আছে, তবে অনেক সদস্য দেশ নিজেদের ডেটা সুরক্ষা কাঠামো শক্ত করেছে। আমাদের ব্যাংকিং, স্বাস্থ্য বা নাগরিক তথ্য যদি বিদেশি সার্ভারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে সংকটকালে দ্রুত আইনি বা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হতে পারে। তখন ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব কেবল স্লোগান হয়ে থাকবে।

নাফটা বাণিজ্য বাড়ালেও মেক্সিকোর কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য চাপ তৈরি হয়েছিল; ভর্তুকিপ্রাপ্ত মার্কিন কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র কৃষকেরা সংকটে পড়েন। এইউএসএফটিএর পর অস্ট্রেলিয়ায় ওষুধনীতি ও মেধাস্বত্ব নিয়ে বিতর্ক ওঠে। অর্থাৎ চুক্তি নিজে উন্নয়ন নিশ্চিত করে না। শর্তের ভারসাম্য, সুরক্ষা ব্যবস্থা ও স্থানীয় সক্ষমতাই ফল নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় শিল্পায়ন এখনও অসম্পূর্ণ, কৃষি বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবিকা, আর ডিজিটাল অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ভর্তুকি, স্থানীয়করণ নীতি বা কৌশলগত খাতে সুরক্ষার সুযোগ কমে গেলে দীর্ঘ মেয়াদে নীতি স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয় ভূরাজনৈতিক চাপ, তবে অর্থনৈতিক লাভের হিসাবও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

Bangladesh Society, Inc
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
০১ মার্চ, ২০২৬, রোববার
JOYA HALL ♦ 4:00PM
63-108 Woodhaven Blvd, Rego Park, NY 11374
BANGLADESH SOCIETY, INC.
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
ব্রঙ্কস
১১ মার্চ, বোধবার
Golden Palace
1451 Unionport Rd, Bronx, NY 10462
ব্রুকলিন
১৩ মার্চ, শুক্রবার
Radhuni Restaurant
483 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
জ্যামাইকায়
০৯ মার্চ, সোমবার
Ikra Party Hall
89-16 175th St, Jamaica, NY 11432
দোয়া ও ইফতার মাহফিল ২০২৬
Scan For
Pre-Registration
আসসালামু আলাইকুম
সম্মানিত সুধী পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে প্রবাসের নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য ১০ম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার ফাইনাল, ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত।
উপ-কমিটি
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
আহ্বায়ক
৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯
ডিউক খান
প্রধান সমন্বয়কারী, ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭
অনিক রাজ
সদস্য সচিব
৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
যুগ্ম-আহ্বায়ক
৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩
হাসান খান
সমন্বয়কারী, ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮
আবুল কাশেম চৌধুরী
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৬৪৬-৫১০-৬২৪৫
আমন্ত্রণে
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩
কার্যকরী পরিষদ
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ-সভাপতি) ৯১৭-৫২৩-১০৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল (সহ-সভাপতি) ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভূইয়া (সহ-সাধারণ সম্পাদক) ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) (কোষাধ্যক্ষ), ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান(সাংগঠনিক সম্পাদক) ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ (প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক) ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারি (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল (সাহিত্য সম্পাদক) ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খান লিটন (ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক) ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) (স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক) ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, কার্যকরী সদস্য: হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

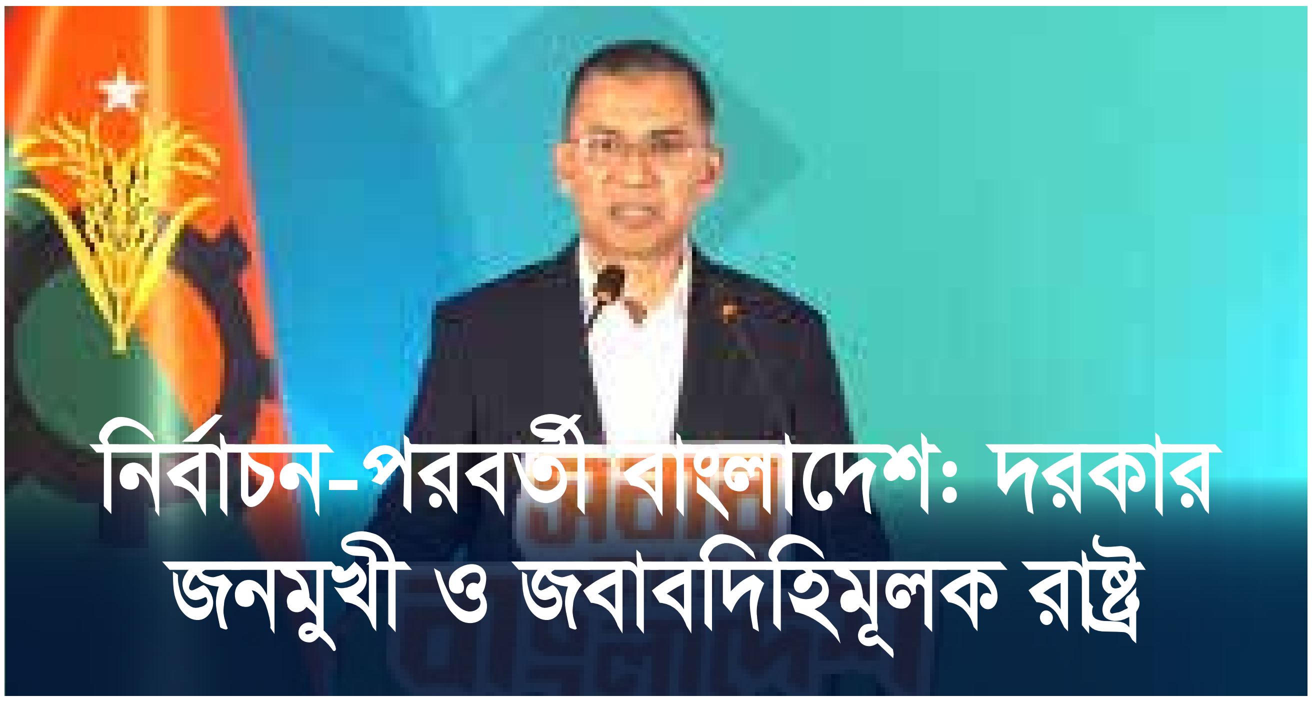

# নির্বাচন-পরবর্তী বাংলাদেশ: দরকার জনমুখী ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র

ফারাহ্ কবির

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, যা হয়ে থাকতে পারে দেশটির রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ নাগরিক তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। নানান শঙ্কা পাশ কাটিয়ে, দেশের নাগরিকদের জন্য ভোটের দিনটি কেটেছে উৎসব, উদ্দীপনা আর দেশ নিয়ে নতুন স্বপ্নে।

অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের অধীনে নির্বাচন কমিশন একটি সুশৃঙ্খল ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। এমন একটি দেশে যেখানে নির্বাচন মানেই মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হওয়া, সেখানে এটি কোনো সাধারণ অর্জন নয়।

তবে আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠান ছিল এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে সহজ অংশটুকু।

ভোট দেওয়া একটি পদ্ধতিগত বিষয়মাত্র। কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা একটি রূপান্তরমূলক কাজ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও তাদের মিত্ররা বিরোধী দলে বসছে। এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রতিযোগিতামূলক লড়াই হয়তো শেষ হয়েছে এবারের মতো, কিন্তু সুশাসনের মূল লড়াইটি কেবল শুরু।

দেশের ৪০ শতাংশ যোগ্য ভোটার এই নির্বাচনে অংশ নেননি। কেউ স্বেচ্ছায় ভোটদানে বিরত থেকেছেন, কেউ নিরুৎসাহিত হয়েছেন। আবার অনেকেই হয়তো মনে করেছেন, ভোট দিলেও মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসবে না। এই সংশয় দূর করাই হবে নতুন সরকারের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ। যে গণতন্ত্রে একটি বড় অংশের মানুষ নিজেদের রাজনৈতিকভাবে ঠিকানাহীন মনে করে, সেই গণতন্ত্র কেবল কাগজ-কলমেই স্থিতিশীল।

বাংলাদেশে কোনোকালে নীতি বা কৌশলের অভাব ছিল না। আমাদের সমস্যা হলো পুরোনো বাজে অভ্যাসের আধিক্য। দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীকরণ এবং প্রভাবশালীদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। এসব অভ্যাস আগেও সরকার পরিবর্তনের পরও টিকে ছিল। সচেতনভাবে এসবের মূলোৎপাটন করা না হলে এবারও এগুলো বহাল তবিয়তে টিকে থাকবে হয়তো।

র্ষণের শিকার একজন নারীর বিচার পাওয়া কোনোভাবেই তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর নির্ভর করতে পারে না। সালিসের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ার বিকল্প তৈরি করা যাবে না। সংস্কৃতি রক্ষার নামে নীতি পুলিশিং বা মরাল পুলিশিংয়ের কোনো সুযোগ নেই। নারী সংবেদনশীল শাসনব্যবস্থা বলতে এমন একটি বাজেট বোঝায়, যেখানে মজুরিবিহীন সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি থাকে। এমন শ্রমনীতি থাকতে হবে, যা গৃহকর্মী ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নারীদের সম্মানহানির ঝুঁকির পরিবর্তে অধিকারধারী নাগরিক হিসেবে দেখতে হবে।

এরপর আসে যুবসমাজের কথা। সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে না পারলে বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। কর্মসংস্থানহীন শিক্ষা শুধু ক্ষোভের জন্ম দেয়। যে শিশুশ্রম আইন আজও ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কিশোরদের কাজ করাকে প্রশ্রয় দেয়, তার জরুরি পর্যালোচনা প্রয়োজন। যাঁরা প্রকৃত অর্থনীতি সচল রেখেছেন, সেই লাখ লাখ অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ন্যূনতম সুরক্ষা, ন্যূনতম মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একটি আধুনিক রাষ্ট্র তার বিবেকের দায়ভার কোনোভাবেই বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে পারে না।

দেশের সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং জীবন ও স্বাধীনতার সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। এখানে আইনি কাঠামোর কোনো ঘাটতি নেই, ঘাটতি রয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার। থানাসহ অন্যান্য জরুরি সেবাপ্রাপ্তির স্থানগুলো যদি আগের মতোই দলীয় প্রভাবমুক্ত হতে না পারে, আদালতের মামলাগুলো যদি বছরের পর বছর ঝুলে থাকে এবং ক্ষমতাসীন দলের নৈকট্যই যদি বিচার পাওয়ার মাপকাঠি হয়, তবে এই নির্বাচনী গণতন্ত্র নিয়মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নতুন প্রশাসন অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কথা বলছে। ব্যাংক খাত স্থিতিশীল করা, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানো এবং প্রবৃদ্ধি *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

# চাঁদার নতুন সংজ্ঞা: তবে কি ‘সকলি গরল ভেল’!

গওহার নঈম ওয়ারা

পাঠকমাত্রই জানেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হলেন প্রাক্‌চৈতন্য যুগের দুজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্তা। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়। দুজনের মধ্যে কে যে শিরোনামের পঙ্‌ক্তিটির মূল লেখক, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর তর্কবিতর্ক মতান্তর আছে। ‘সুখের লাগিয়া’ গীতি কবিতাটির মূল রচয়িতা যিনিই হোন, এর ভাবার্থ নিয়ে কারও কোনো দোটানা নেই। পঙ্‌ক্তিতে সুখের আশায় করা প্রচেষ্টা বা অমৃত সাগরে স্নান করতে গিয়ে উল্টো বিষ বা দুঃখ পাওয়ার তীব্র হতাশাব্যঞ্জক অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। এটি মূলত চরম বিপর্যয় ও ভাগ্যের নিষ্ঠুরতাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

অনেকেই তাঁদের সদ্য নির্বাচিত জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি চেয়ারে বসতে না বসতে চাঁদাবাজির যে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা শুনে সংজ্ঞা হারিয়েছেন। দুর্নীতি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান টিআইবি সংজ্ঞা না হারালেও শঙ্কা প্রকাশ করেছে। সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যেই ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমা এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, চাঁদাবাজির মতো একটি অপরাধকে ভিন্ন ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করে বৈধতার আবরণ দেওয়ার চেষ্টা দুর্নীতিবিরোধী ঘোষিত অবস্থানের পরিপন্থী। এতে শুধু পরিবহন খাত নয়, রাষ্ট্রীয় সেবা ও উন্নয়নব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও দুর্নীতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রবণতা শক্তিশালী হতে পারে। টিআইবি বেশ জোরেশোরেই জানায়, নবগঠিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু সেই ঘোষণার অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবহন খাতে বহুল আলোচিত চাঁদাবাজিকে ‘সমঝোতা’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সরকারের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

অবৈধকে বৈধতার আবরণ দেওয়ার পূর্ব নজির

একদা অন্য সরকারের সবচেয়ে প্রবীণ, মেধাবী ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী (রাবিশ ও বোগাস শব্দ দুটো তাঁর ট্রেডমার্ক হয়ে গিয়েছিল) আদর করে ঘুষের নাম দিয়েছিলেন ‘স্পিড মানি’। তিনি কথা বলতে পছন্দ করতেন। বেশি বলার ঝোঁক থেকেই হোক বা মশকরা করার লোভ থেকেই হোক বলে ফেলেছিলেন, ঘুষ তেমন খারাপ কিছু নয়। তৈরি পোশাক কারবারিদের যে অনুষ্ঠানে (নভেম্বর ২০১৪) তিনি এটা বলেছিলেন, সেদিন তিনি বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ছিলেন। পোশাক কারবারিদের মাত্র ২ শতাংশ সুদে ইমারত নির্মাণের ঋণ সমঝোতা স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে সবারই বাকবাকুম অবস্থা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, সেখানে অনেক কাজ করতে গেলে তা এজেন্টের মাধ্যমে করতে হয় এবং এজেন্টরা এ কাজ অর্থের বিনিময়ে করে থাকেন; যা সেখানে স্পিড মানি হিসেবে পরিচিত। এটা সে দেশে অবৈধ নয়। সেখানে সেবার পরিবর্তে দাম দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

ওই রাতে একটি অনলাইন পত্রিকায় অর্থমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে ‘ঘুষ অবৈধ নয়’ নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। রাতে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের আলোচনায় মন্ত্রীর ওই মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা হয়। প্রবীণ মেধাবী অভিজ্ঞ মন্ত্রী মেজাজ হারান।

তিনি পরের কয়েক সপ্তাহ সব সভায় অতিথির ভাষণে বিষয়টি ‘ক্লিয়ার’ করতে থাকেন। বলতে থাকেন, ‘ঘুষ অবৈধ নয়, এ কথা আমি বলিনি, বলতে পারি না। আমার মূল বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে মনগড়া, অবান্তর কথাবার্তা অত্যন্ত অশালীন ও নোংরাভাবে মিডিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে। রাবিশ! আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি সব সময়ই সোচ্চার ছিলাম, আজীবন থাকব। আমার মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা বের হওয়ার প্রশ্নই আসে না।’

তাঁর নেকনজরে পড়ার জন্য ওই সময় কতিপয় আমলাও তাঁকে উদ্ধারের জন্য গামছা গলায় নেমে পড়েন। বোমা ফাটানো মত দেন ওই সময়কার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান। বলেন, ‘সরকারি কর্মকর্তারা সরল বিশ্বাসে ঘুষ খেলে অপরাধের মধ্যে পড়বে না, সেটা পেনাল কোড সিআরপিসিতে আছে।’ তাঁর এ মন্তব্য নিয়েও বিস্তর রঙ্গব্যঙ্গ হয়। কোনো কোনো রসিক মিডিয়াকর্মী প্রস্তাব করেন, সুইস ব্যাংক, কানাডার বেগমপাড়াসহ বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারকে ‘পাচার’ না বলে ‘লেনদেন’ বলা হোক। মজার পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কেউ কেউ বলছিলেন, পাচার-লেনদেন না বলে ‘টাকা রপ্তানি’ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

# LAW OFFICES

## Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
## Cell: 917-282-9256

**(To schedule appointment only)**

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
**বিনামূল্যে পরামর্শ**
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

**ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি**

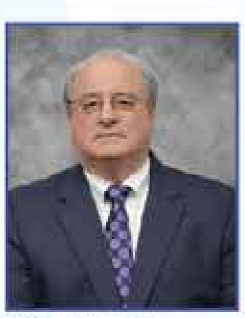
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

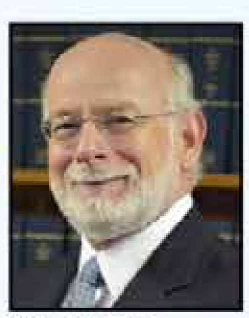
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

**WWW.MOINLAW.COM**

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

# প্রতিদিন মাথাব্যথা?

## কখন সতর্ক হওয়া জরুরি

পরিচয় ডেস্ক: মাথাব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা, তবে প্রতিদিন মাথাব্যথা হলে তা বিপদজনক । ঘন ঘন মাথাব্যথা গুরুতর অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে। ভারতীয় নিউরো বিশেষজ্ঞ ডা. নীতিন কে. শেঠির মতে, যদি মাথাব্যথা ঘন ঘন হয়, তীব্র হয় এবং এর পাশাপাশি কিছু লক্ষণ থাকে তাহলে তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। এমন হলে মাথাব্যথার কারণগুলো দ্রুত চিহ্নিত করা এবং সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেসব কারণে মাথাব্যথা হতে পারে:

মাইগ্রেন: মাথাব্যথার সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল মাইগ্রেন। মাইগ্রেনের ফলে মাথার এক অংশে তীব্র ব্যথা হয়। এর সাথে বমি, বমি বমি ভাব এবং আলো বা জোরে শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতার মতো লক্ষণও থাকতে পারে। হরমোনের পরিবর্তন, মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব বা নির্দিষ্ট কিছু খাবারের কারণে মাইগ্রেন হতে পারে।

অতিরিক্ত চাপ: টেনশন বা দুশ্চিন্তার কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে। এমন হলে মাথার উভয় পাশে ভারী বা চাপ অনুভূত হয়। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিন দেখা, উদ্বেগ, মানসিক চাপের কারণে মাথাব্যথা হয়। ব্যথা হালকা থেকে মাঝারি হতে পারে, তবে এটি স্থায়ীও হতে পারে।

সাইনাস সংক্রমণ: সাইনাস সংক্রমণের ফলেও মাথাব্যথা হতে পারে। যখন সাইনাস ফুলে যায় বা সংক্রামিত হয়, তখন কপাল, চোখ এবং গালের চারপাশে ব্যথা অনুভূত হয়। এর সাথে নাক বন্ধ হওয়া, জ্বর বা মুখেও জড়তা থাকতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ: উচ্চ রক্তচাপের কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে, বিশেষ করে যখন রক্তচাপ খুব বেশি বেড়ে যায়। মাথার পিছনে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এর সাথে মাথা ঘোরা বা ঝাপসা দৃষ্টির মতো লক্ষণও থাকতে পারে। তাই, নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রেন টিউমার, মেনিনজাইটিস, বা ব্রেন হেমোরেজ: কখনও কখনও মাথাব্যথা মস্তিষ্কের টিউমার, মেনিনজাইটিস, বা ব্রেন হেমোরেজ এর মতো গুরুতর অবস্থার লক্ষণ হতে পারে। যদি মাথাব্যথা হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে, আপনার আগে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার থেকে আলাদা হয়, সাথে দুর্বলতা, কথা বলতে অসুবিধা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, খিঁচুনির মতো লক্ষণগুলি থাকে তাহলে দ্রুত একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

যদি সপ্তাহে বেশ কয়েকবার মাথাব্যথা হয়, ওষুধ খেলেও না কমে অথবা দৈনন্দিন জীবনে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহলে একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা উচিত। সঠিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে বেশিরভাগ মাথাব্যথা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

# ভরা পেটে লেবু পানি পানের উপকার

পরিচয় ডেস্ক: লেবু ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর। নিয়মিত লেবু পানি পানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফ্রি র্যা ডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়তেও সাহায্য করে লেবু পানি।

উপকারী এ পানীয় কখন খাওয়া ভালো? খালি পেটে না ভরা পেটে?

খালি পেটে লেবু পানি পানের উপকার তো আছেই। পুষ্টিবিদরা বলছেন ভরা পেটে লেবু পানি পান করলে আরও কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন

ভারী খাবার বা তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার পর লেবু পানি পান করলে হজম প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। পেট ফুলে যাওয়া বা অস্বস্তির ভাব কমে যায়। যাদের খালি পেটে লেবু পানিতে সমস্যা হয়, তাদের জন্য ভরা পেটে লেবু পানি পান করা নিরাপদ। এতে এসিডিটির সমস্যা কমে। বদহজম বা অম্বলের মতো সমস্যা দূর করতে পারে লেবু পানি।

লেবু পানি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন দূর করে লিভার পরিষ্কার রাখে। একইসঙ্গে বিপাক হার বাড়াতে সাহায্য করে।

লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড খাবার ভাঙতে সহায়ক। পুষ্টি উপাদান শোষণেও সহায়তা করে লেবু পানি। শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও সহায়ক লেবু পানি।

তবে জেনে রাখুন লেবু পানি পানের সঠিক কোনো নিয়ম নেই। যেকোনো সময় পান করতে পারেন। তবে একদম খালি পেটে লেবু পানি না খাওয়া ভালো। লেবুর অম্লতা ভালোর বদলে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

# ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণে কী খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: শরীর সুস্থ রাখতে সব ধরনের ভিটামিন ও খনিজ খুবই জরুরি। তার মধ্যে ম্যাগনেশিয়ামও রয়েছে। এই খনিজ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়াতে বেশ কার্যকর। শরীরে এই খনিজের ঘাটতি থাকলে অনেক সময় মানসিক অবসাদেও ভুগতে হয়। অনেকেই ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণে নিয়মিত সাপ্লিমেন্ট খান। চাইলে অনেক খাবারের মাধ্যমেই ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণ করা যায়। সাধারণত প্রতিদিন এক মুঠো কাঠবাদাম খেলেই ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণ হবে। এক মুঠো কাঠবাদামে প্রায় ৮০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। এছাড়াও কয়েক ধরনের খাবারে এই পুষ্টি পাওয়া যায়।

কুমড়োর দানা : ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণে এক চামচ কুমড়োর দানা খেতে পারেন। মাত্র ৫০ গ্রাম কুমড়োর দানায় ১৩১ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়, যা কাঠবাদামের চেয়ে দ্বিগুণ। তা ছাড়া এই বীজে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, যা হৃৎপিণ্ড ও মেটাবলিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

পালংশাক : পালংশাকে ম্যাগনেশিয়ামের পাশাপাশি আয়রন, ক্যালশিয়াম এবং অন্যান্য ভিটামিন পাওয়া যায়। এক কাপ রান্না করা পালংশাকে প্রায় ১৫৭ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়।

কালো রাজমা : যে কোনও ধরনের রাজমা, ডাল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি মেটাতে কালো রাজমা খেতে পারেন। এক কাপ রান্না করা কালো রাজমার মধ্যে ১২০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। তা ছাড়া রাজমায় কাঠবাদামের মতো প্রোটিনও পাওয়া যায়।

ডার্ক চকোলেট : ১ আউন্স বা ২৮ গ্রাম ডার্ক চকোলেটের মধ্যে ৬৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। তাই আমন্ড ও ডার্ক চকোলেট

একসঙ্গে খেতে পারেন।

ওটস : রোজ এক বাটি করে ওটস খেতে পারেন। এক কাপ রান্না করা ওটসের মধ্যে ৫৭-৬০ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম থাকে। ওটসের সঙ্গে আমন্ড, কুমড়োর দানা ইত্যাদি মিশিয়ে খেলে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণও বাড়বে। তা ছাড়া এই খাবার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

# কোন বয়সে প্রোটিনের চাহিদা কতটুকু

পরিচয় ডেস্ক: এখনকার মানুষ আগের চেয়ে বেশি ফিটনেস সচেতন। আর ফিটনেসের জন্য অনেকেই প্রতিদিন অনেক ধরনের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খেয়ে থাকেন। ডিমের সাদা অংশ, প্রোটিন শেক, সাপ্লিমেন্টসহ নানানকিছু একদিনে খান। প্রশ্ন হলো, শরীরের জন্য কি আসলেই একদিনে এতটা প্রোটিন প্রয়োজন? না। প্রয়োজন নেই। বয়স অনুযায়ী প্রোটিনের চাহিদা আলাদা। প্রয়োজনের বেশি প্রোটিন গ্রহণ করলে উপকার নয়, বরং ক্ষতিই হতে পারে।

পুষ্টিবিদদের মতে, সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজন শরীরের প্রতি কেজি ওজন অনুযায়ী প্রায় ০.৮ গ্রাম। অর্থাৎ ৭০ কেজি ওজন হলে দিনে ৫৫ু৫৬ গ্রাম প্রোটিন যথেষ্ট। অথচ অনেকেই ফিটনেসের নামে এর চেয়ে অনেক বেশি প্রোটিন খান, যা কিডনি ও লিভারের উপর চাপ ফেলতে পারে।

শিশু ও কিশোরদের শরীরের বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে। ৪-৮ বছর বয়সে দিনে প্রায় ২০-২৫ গ্রাম, ৯-১৩ বছরে ৩০ু৩৫ গ্রাম প্রোটিন দরকার। ১৪-১৮ বছর বয়সে ছেলেদের প্রয়োজন ৫০-৫৫ গ্রাম, মেয়েদের ৪৫-৫০ গ্রাম। এই সময় ডিম, দুধ, ডাল, মাছ খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

২০-৫০ বছর বয়সে কাজের চাপ ও শারীরিক সক্রিয়তা বেশি থাকে। পুরুষদের দিনে গড়ে ৫৫-৬০ গ্রাম, নারীদের ৪৫-৫০ গ্রাম প্রোটিন যথেষ্ট। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাদের প্রয়োজন কিছুটা বেশি হতে পারে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রোটিন চাহিদাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

৬০ বছরের পর পেশি ক্ষয় শুরু হয়। তাই এই বয়সে প্রোটিন কম হলে দুর্বলতা বাড়ে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে শরীরের প্রতি কেজিতে ১-১.২ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন।

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার

ডিম, মাছ, মুরগির মাংস, দুধ, দই, পনির, ডাল, ছোলা, সয়াবিন, বাদাম ও বীজ প্রোটিনের ভালো উৎস। প্রোটিনের চাহিদা পূরণে এ খাবার খান। তবে, বেশি প্রোটিন মানেই বেশি সুস্থতা নয়। বয়স ও শরীরের প্রয়োজন বুঝে খাবার খেতে হবে।

# দুধের সঙ্গে খাবেন না যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: পুষ্টিগুণের কারণে দুধকে বলা হয় ‘সুষম খাদ্য’। ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিনে ভরপুর এই পানীয় আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু অনেকেরই এঃযতো জানা নেই, ভুল খাবারের সঙ্গে দুধ পান করলে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানড়ঁউভয় শাস্ত্রই কিছু নির্দিষ্ট খাবারের সঙ্গে দুধ মেশানোকে বিপজ্জনক মনে করা হয়। কারণ ভুল খাবারের সঙ্গে খেলে হজমের সমস্যা, ত্বকের রোগ এমনকি দীর্ঘমেয়াদী বিষক্রিয়া হতে পারে। দুধের সঙ্গে যেসব খাবার খাওয়া ঠিক নয়-

টক জাতীয় ফল : কমলালেবু, লেবু, আনারস বা আঙুরের মতো টক ফলের সঙ্গে দুধ খাওয়া ঠিক নয়। লেবুতে থাকা অ্যাসিড দুধকে শরীরের ভেতরেই দইয়ে পরিণত করে। এর ফলে পেটে ব্যথা, গ্যাস এবং বুক জ্বালাপোড়া হতে পারে। এমনকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অন্তত ২ ঘণ্টা পর দুধ পান করা উচিত।

মাছ ও মাংস : মাছ ও মাংসে প্রচুর প্রোটিন থাকে। আবার দুধেও প্রোটিন থাকে । এই দুই ধরণের প্রোটিন একসঙ্গে হজম করা শরীরের পক্ষে

# ফ্রিজে রেখে দেওয়া ভাত খাচ্ছেন? যা মেনে চলা জরুরি

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই গ্যাসের অপচয় কিংবা সময় বাঁচাতে দু’বেলার ভাত একসঙ্গে রান্না করেন। খাওয়ার পর অনেকটা ভাত ফ্রিজে রেখেও দেন কেউ কেউ। তারপর সেই ভাত গরম করে খান। অনেকেই হয়তো জানেন না, এ অভ্যাসটি অজান্তেই আপনার শরীরের ক্ষতি করে দিতে পারে। কারণ ভাত বেশি দিন রেখে দিলে তাতে ব্যাসিলাম সিরিয়াস নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। এর পাশাপাশি রান্না ভাত যদি ঠিকমতো সংরক্ষণ করা না-হয় বা সঠিক পদ্ধতিতে গরম করে না-খাওয়া হয়, তা হলেই ওই ব্যাকটেরিয়া শরীরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পুষ্টিবিদদের মতে, ভাত যদি ভাত তিন থেকে চার দিন বা তার বেশি ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়, তা হলে সেই ভাতে প্রচুর পরিমাণে ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। সেই ভাত গরম করার পরও জীবাণু নষ্ট হয় না । বরং তা থেকে এক রকম টক্সিন বের হয়। সেই টক্সিন ভাতের সঙ্গে মিশে পেটে গেলে বিষক্রিয়াও হতে পারে।

তা হলে কি ফ্রিজে ভাত রেখে খাওয়াই যাবে না? এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পুষ্টিবিদ অ্যামি শাহ জানান, রান্নার পর ভাত ঠান্ডা করে সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজে রেখে দেওয়া যেতেই পারে সারা রাতের জন্য। পরের দিন সেই ভাত খেলে ভাতের মধ্যে থাকা কিছু শর্করা পেটের জন্য উপকারী রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চে পরিণত হয়। এতে রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

# লাউ চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক: অল্প সময়ে, অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে রান্না করতে পারেন খুবই স্বাদের লাউ চিংড়ি।
উপকরণ: লাউ ৫০০ গ্রাম, চিংড়ি মাছ আড়াইশো গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো একটি, কাঁচা মরিচ ৬-৭টি, ধনেপাতা কুচি এক টেবিল চামচ, হলুদ-মরিচ-ধনিয়া-জিরার গুড়া এক চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ
প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে লাউ ও চিংড়ি মাছ কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে পেঁয়াজ ভাজা হলে লাউ, চিংড়ি মাছ, ধনেপাতা বাদে সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন। চিংড়ি মাছ তুলে লাউগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দশ মিনিট রান্না করুন। লাউ সিদ্ধ হয়ে আসলে চিংড়ি, ধনেপাতা দিয়ে এক মিনিটের মত ঢেকে রাখুন। হয়ে গেলে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন।

# দই চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক: লাউ চিংড়ীর মতো অল্প সময়ে, অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে রান্না করতে পারেন খুবই স্বাদের দই চিংড়ি।
উপকরণ: ডিমসহ চিংড়ি মাছ ছয়টি, টক দই দুই টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ফালি ছয়-সাতটি, বাদাম তেল দুই টেবিল চামচ, এলাচ ও দারচিনি দুই-তিন পিস, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চা চামচ।
প্রস্তুত প্রণালি: চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। টক দই, কাঁচামরিচ ফালি, লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে বাদাম তেল গরম করুন। এলাচ ও দারচিনি, লবঙ্গের ফোড়ন দিন। পরে মাখিয়ে রাখা চিংড়ি মাছ ও চিনি দিয়ে দুই-তিন মিনিট রান্ন করুন। মাছ সেদ্ধ হলে তেল ভেসে এলে নামিয়ে নিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

## খাসির মাংসের রসল্লা

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালির রসনা তৃপ্তির তালিকায় উজ্জ্বল একটি সুস্বাদু খাবার হলো খাসীর মাংসের রসল্লা। পোলাউ অথবা বাসমতি চালের ভাতের সঙ্গে খুবই সুস্বাদু এই পদ।

উপকরণ: খাসির মাংস এক কেজি, টক দই এক কাপ, আদা ও রসুন বাটা এক টেবিল চামচ, মরিচ বাটা এক চা চামচ, ধনিয়া বাটা এক টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ফালি ১০-১২টি, পেঁয়াজ কুচি ২৫০ গ্রাম, তেজপাতা দুটি, ঘি ১০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালি: খাসির মাংস বড় টুকরা করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার পাত্রে মাংস, ঘি, দই, পেঁয়াজ কুচি, মরিচ বাটা, আদা ও রসুন বাটা, লবণ, তেজপাতা একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে অল্প আঁচে হাঁড়িতে বসান। মাঝেমধ্যে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন। মাংস দইয়ের পানিতে সেদ্ধ না হলে অল্প পানি দিন। পানি শুকিয়ে ঘি ওপরে এলে নামিয়ে নিন।

## চিকেন মোমো

পরিচয় ডেস্ক: মোমো অনেকেরই পছন্দের খাবার।  খেতে সুস্বাদু এই খাবারে রয়েছে পুষ্টিকর সব উপাদান,যা শরীরে শক্তি জোগায়। সবসময় দোকান থেকে না কিনে বাড়িতেও তৈরি করতে মজার এই খাবার।

উপকরণ : চিকেন কিমা ১কাপ, ময়দা ১কাপ, আদা বাটা ১/৪ চা চামচ,রসুন বাটা ১/৪ চা চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ, সয়া সস ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১/২ চা চামচ

পানি ১/৪ কাপ, তেল ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে ময়দা তেল আর লবণ দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে।  এরপর মিশ্রণটি এক ঘণ্টার জন্য রেখে দিন। এবার প্যানে তেল দিয়ে একটু গরম করে তাতে কিমা আর বাকি সব উপকরণ একে একে দিয়ে একটু  একটু করে নাড়তে থাকুন। একটি বাটিতে কিমা ঢেলে ঠান্ডা করুন।

এবার ময়দা দিয়ে লুচির মতো ছোট ছোট লেচি কেটে বেলতে থাকুন। এবার ভিতরে একটু করে কিমার পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে। এরপর চুলায় স্টিমারে পানি দিয়ে ফুটতে দিন।  পানি ফুটে উঠলে তাতে মোমোগুলো সাজিয়ে ঢাকনা দিয়ে ১০/১২ মিনিট ভাপ দিন। ভাপ হয়ে গেলে প্লেটে সাজিয়ে দিন। গরম গরম সস বা চাটনি দিয়ে পরিবেশন করুন।


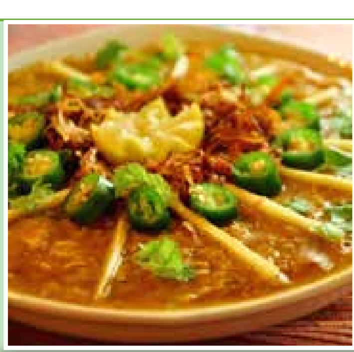

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com

Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION

Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL
20 YEARS OF EXCELLENCE
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
MACAULAY HONORS COLLEGE
NYU
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY
Penn
Northeastern University
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
Northwestern University
RIT
BINGHAMTON UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

# NY HOME CARE

*Get paid to take care of your loved ones*

## আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

**718-874-0047**

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

**M AZIZ**
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

**We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES**

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jamaica Office:** 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054 | **Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047 | **Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047 | **Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115 |
| **Ozone Park Office** 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047 | 1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432 | **Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657 | **Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069 |
| Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699 | **Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047 | 1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446 | **Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061 |



# SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

## বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

**Sonali Exchange Mobile App**

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

## সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
## SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

# নির্বাচন-পরবর্তী বাংলাদেশ

১৬ পৃষ্ঠার পর

ত্বরান্বিত করার মতো বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এসব অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া কেবল প্রবৃদ্ধির হিসাব কষলে তা ক্ষমতাশালীদের পকেটই ভারী করে। বাংলাদেশে বৈষম্য দূর না করেই অর্থনীতির আকার বড় হওয়ার অতীত ইতিহাস রয়েছে। তাই এখন মূল প্রশ্ন হলো, অর্থনীতির এই পুনরুদ্ধার কি জনমুখী হবে, নাকি ক্ষমতামুখী?

শুরুটা করতে হবে নারীদের দিয়ে। তাঁরা মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র গঠনের অংশীদার হিসেবে মর্যাদা পান না। তাঁদের শুধু ভোটব্যাংক হিসেবেই দেখা হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় নারী ও কন্যারা জনপরিসরে নিরাপত্তাহীনতা, সহিংসতা এবং প্রকাশ্য বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন। এ ধরনের সহিংসতাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা অনিবার্য হিসেবে দেখার যে সহজাত প্রবৃত্তি, তা এবার বন্ধ করতে হবে।

এই সবকিছুর ভিত্তি হলো প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর মানুষের আস্থা তলানিতে ঠেকেছে। বিচারিক দীর্ঘসূত্রতা মানুষের বিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে। দলীয় আনুগত্যকে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সমার্থক হিসেবে দেখার প্রবণতা প্রশাসনের ভেতরটাকে ধ্বংস করে দেয়। বড় বড় মেগা প্রকল্প ঘোষণার চেয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন করে গড়ে তোলা অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছাড়া যেকোনো উন্নয়নই আসলে একটি ভ্রান্তিবিলাস।

এই সবকিছু ঘটছে ক্রমাগত বাড়তে থাকা বাহ্যিক চাপের মধ্যে। বাংলাদেশ এখন একটি জটিল ভূরাজনৈতিক বলয়ের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত প্রতিযোগিতা এখন আর কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। এটি আমাদের বাণিজ্য পথ, জ্বালানি সরবরাহ, অবকাঠামো অর্থায়ন এবং কূটনৈতিক পছন্দকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। নতুন সরকারকে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে শক্তিশালী প্রতিবেশী এবং বিশ্বশক্তির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। পররাষ্ট্রনীতি কোনোভাবেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের বিষয় হতে পারে না। একে স্বচ্ছ জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করাতে হবে।

এর পাশাপাশি জলবায়ু সংকট দ্রুত ঘনীভূত হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে বাংলাদেশের মতো খুব কম দেশই রয়েছে। জলবায়ুর এই ঝুঁকি কোনো সুদূরপ্রসারী পূর্বাভাস নয়, এটি উপকূলীয় জেলা এবং শহরের বস্তিগুলোতে বসবাসকারী মানুষের প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। জলবায়ু অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ, সঠিক পরিকল্পনা ও সততা। এখানে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেই অর্থ যেন পরিচিত দুর্নীতিবাজ চক্রের পকেটে না গিয়ে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছায়, তার জন্য দেশের ভেতরে জবাবদিহি নিশ্চিত করা আরও বেশি জরুরি।

যেকোনো কৌশলের চেয়ে চর্চা বা সংস্কৃতি অনেক বেশি শক্তিশালী। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপরেখা, জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা বা নারী নীতিসহ নানা কৌশল রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের চর্চায়। বাস্তবতার দোহাই দিয়ে দুর্নীতিকে মেনে নেওয়া, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাকে ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বলে স্বাভাবিকীকরণ করা, সুযোগ পেতে দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা মেনে নেওয়া এবং মিত্রদের রক্ষা করে সমালোচকদের শাস্তি দেওয়ার যে সংস্কৃতি, তা থেকে আমাদের বের হতে হবে।

নতুন সরকার এখন একটি কঠিন পছন্দের মুখোমুখি। তিনি কি অনুগতদের একটি সুরক্ষিত বলয় থেকে দেশ শাসন করবেন, নাকি নীতিগত উন্মুক্ততার জায়গা থেকে দেশ পরিচালনা করবেন? চাটুকার পরিবেষ্টিত থাকাটা নিরাপদ মনে হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তা অত্যন্ত ঠুনকো। টেকসই নেতৃত্বের জন্য ভিন্নমতের কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন। ক্ষমতাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না করে জবাবদিহিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া জরুরি।

তবে এই হিসাব-নিকাশ শুধু সরকারের একার নয়। নাগরিকদেরও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁরা সত্যিই কাঠামোগত পরিবর্তন চান কি না। ব্যবসায়ী নেতারা কি অবৈধভাবে লেনদেনের সংক্ষিপ্ত পথ এড়িয়ে চলবেন? দলীয় সমর্থকেরা কি সুবিধা আদায়ের জন্য কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা বন্ধ করবেন? অপরাধী নিজেদের লোক হলেই সমাজ কি তার সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করবে? সমাজ যদি প্রকাশ্যে যে বিষয়গুলোর নিন্দা করে, গোপনে আবার সেগুলোর সঙ্গেই আপস করে, তবে কোনো কাঠামোগত সংস্কারই টিকবে না।

২০২৬ সালের নির্বাচন প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক ভোটের আয়োজন করতে সক্ষম। এ জন্য সংশ্লিষ্টরা সাধুবাদ পেতেই পারেন। কিন্তু কেবল ব্যালট পেপার অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে পারে না। এটি কেবল একটি সম্ভাবনা তৈরি করে মাত্র। এখন আসল প্রশ্ন হলো, শান্তিপূর্ণ ভোটের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় ফেরার মুহূর্তটি কি কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? নাকি এটি অন্তর্ভুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক সততা এবং জেন্ডার সমতাভিত্তিক ন্যায়নিষ্ঠ শাসনের দিকে একটি সত্যিকারের বাঁকবদল হবে?

সবচেয়ে সহজ কাজটুকু শেষ হয়েছে। আসল হিসাব-নিকাশ শুরু এখন। ফারাহ্ কবির কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড বাংলাদেশ। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

# চাঁদার নতুন সংজ্ঞা: তবে

১৬ পৃষ্ঠার পর

বলে দেওয়া আরও ভালো।

কবিযশ প্রার্থী আমলাদের একজন তাঁর বেনামি ফেসবুকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন, 'যেখানে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই বুদ্ধিমান লোকটি লিখে গেছেন যে ঠোঁটের ডগায় যদি মধু ধরা হয়, তো সেই মধু একবার চেখে দেখবে না, এমন মানুষ ভূ-ভারতে নেই।'

বলে রাখা ভালো, এই বিশ্লেষণে কৌটিল্য যে বার্তা বা পরামর্শ দিতে চেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে, দেশের রাজার কাজ হলো যাতে সরকারি কর্মচারী, রাজসভাসদ ও সীমান্ত প্রহরীরা তাঁদের ইচ্ছামতো টুপাইস হাতিয়ে না নেন, তা নিশ্চিত করা।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রায় একই সময়ে দুর্নীতি আর হরিলুট বিষয়ে আপডেট তত্ত্ব জানিয়েছিলেন আরেক সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। বাঁধ নির্মাণ বা মেরামতের কাজে দুর্নীতির বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বন্যাপরবর্তী সংস্কারকাজ নিয়ে লুটপাট হতে পারে, তবে হরিলুট হবে বলে আমি মনে করি না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজে কোনো দুর্নীতি হয় নাড়এমন কথা আমি বলব না। কিন্তু দুর্নীতির কারণে বাঁধ ভেঙে বন্যা হয়েছে, এটা আমি মানতে রাজি না।'

সহনীয় ঘুষের ফতোয়া

সাবেক কমিউনিস্ট এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ই নাহিদ ২০১৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর কর্মকর্তাদের 'সহনীয় মাত্রায় ঘুষ' খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেদিন শিক্ষা ভবন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে দুর্নীতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ পরামর্শ দেন। মান্যবর অর্থমন্ত্রীর কথার ওপর কথা চলে না। তিনিই যখন স্পিড মানি মেনে চলার পক্ষে, তখন সাদাসিধা শিক্ষামন্ত্রীর আর কী করার থাকে। কর্মকর্তাদের উদ্দেশে শেষমেশ বলেই ফেলেন, 'আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা ঘুষ খাবেন, তবে সহনশীল হইয়্যা খাবেন। যদি বলি, আপনারা ঘুষ খাইয়েন না, তাহলে সেটা অর্থহীন কথা হবে।"

নুরুল ই নাহিদ বলেন, 'স্কুলে খাম তৈরি করা থাকে, আপনার কাজ হলো আপনি গেলেন, গেলে আপনার খামটা আপনার হাতে ধরাইয়া দিলে আপনি খাইয়্যা-দাইয়্যা তারপরে আসার সময় চলে আসবেন। আইস্যা রিপোর্ট দেবেন ঠিক আছে।' সেদিন তিনি মন খুলেই বলেছিলেন, 'খালি যে অফিসার চোর তা না, মন্ত্রীরাও চোর, আমিও চোর। সবাইকে পরিবর্তন করতে হবে।'

ছায়া সরকারের কায়া কই?

নির্বাচনের আগে (২৯ জানুয়ারি) ঢাকার কোনো একটি তারকা হোটেলে আলোচনায় বসেছিলেন বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা। তারকা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সেই আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, 'ঘুষকে 'স্পিড মানি' নামে বৈধ করার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, সেটিই শিল্প খাতকে প্রথম ধাক্কা দেয়। আমরা এটা হতে দেব না। এই কালচার চিরতরে বদলাতে হবে।' এ সময় চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রিয় জনগণ, চাঁদার কালো থাবা থেকে বাঁচতে হলে লড়তে হবে। এ লড়াইয়ে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, ইনশা আল্লাহ।'

চাঁদাবাজির নতুন সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ফেসবুক পোস্টে প্রশ্ন রেখে জামায়াতের আমির বলেছেন, তাহলে কি নবগঠিত সরকারের সড়ক ও সেতুমন্ত্রীর মাধ্যমে চাঁদাকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়া হলো? তাহলে কীভাবে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরা হবে? ব্যাকরণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সূচনাতেই বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে?

ঘুষ, ঘুষি, দুর্নীতি, লেনদেন, বিনিময়, হাদিয়া, নজরানা, স্পিড মানি, গিফটের ধামাকা, টুকটাক লুটপাট সমঝোতার লেনদেন ওরফে চাঁদাবাজি কি সামনে আরও বাড়বে? অফিস-আদালতে ঘুষের আলগা কামাই, সরল বিশ্বাসে ঘুষ, অর্ঘ, উপরি, ইনাম, গিফট, উপহার ইত্যাদি সোহাগি নামে ভেসে যাবে। নতুনদের প্রতিটি পদক্ষেপে পলাতক আর পতিত পেছনের সরকারের পদধ্বনি মানুষের পছন্দ হবে কি। জনগণ নতুন কায়ায় আগের ছায়া দেখলে হতাশ হবে, মন খারাপ করবে। হয়তো আবার পথে নামবে। গওহার নঈম ওয়ারা লেখক ও গবেষক

# আমি কিছু দেখিনি, ভুল

৬ পৃষ্ঠার পর

ছিল বলে সম্প্রতি প্রকাশিত নথি থেকে জানা যায়। ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় এপস্টেইন হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন, আর ক্লিনটন এপস্টেইনের প্লেনে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। তাঁদের একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। ক্লিনটন দাবি করেছেন, সংযোগ থাকলেও তিনি কখনো এপস্টেইনের কুখ্যাত দ্বীপে যাননি।

ক্লিনটন বলেন, 'যদি আমি কিছু জানতাম, আমি কখনো তাঁর প্লেনে যেতাম না। আমি ন্যায়ের পক্ষে কাজ করতাম।' এর আগে হিলারি ক্লিনটন সাংবাদিকদের জানানড়তিনি বিশ্বাস করেন, বিল ক্লিনটন এপস্টেইনের অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

হাউস ওভারসাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিফর্ম কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কোমার জানিয়েছেন, হিলারির সাক্ষ্য তাঁদের প্রশ্নের রূপরেখা তৈরি করেছে।


Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com



সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

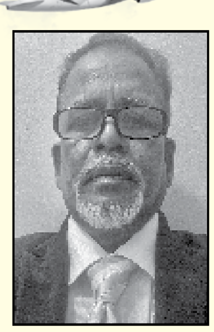

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

## আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

### কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

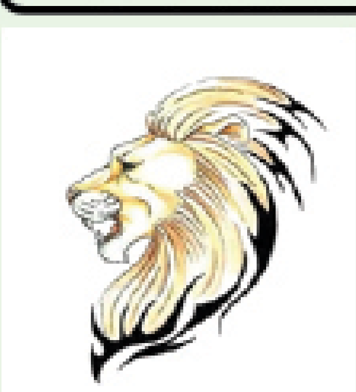

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

# দুর্নীতি ঠেকাতে নতুন প্রধানমন্ত্রীর

১৪ পৃষ্ঠার পর

দুর্নীতি প্রতিরোধ অসম্ভব। শ্রমের বাজারে, পার্লামেন্টে ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য বিভাগে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ দুর্নীতি কমাতে সহায়তা করতে পারে।

সরকারপ্রধানের ও ক্ষমতাসীন দলের অন্য সব সদস্যের লক্ষ্য সাধারণত ভিন্ন হয়। কারণ, সরকারপ্রধানের স্টেটসম্যান হওয়ার বা ইতিহাসে স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। অন্যদিকে দলের অন্যদের লক্ষ্য অর্থ উপার্জন বা ক্রমাগত ক্ষমতায় থাকা। এই কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট দুর্নীতি রোধের একটি প্রধান উপায়। এ ক্ষেত্রে সরকারপ্রধানের জন্য কার্যকর টুল তথা দুর্নীতি রোধের উপায় হলো, ১. মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, পুলিশ বিভাগ, বিচার বিভাগ ইত্যাদির নিয়োগ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করা; ২. সব সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান বিরোধী দল থেকে করা; ৩. বিরোধী দল, মিডিয়া, পুলিশ, বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন পূর্ণ শক্তি নিয়ে স্বাধীনভাবে যাতে আবির্ভূত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। এটা করা গেলে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে এই পদক্ষেপ। কারণ, এই ব্যবস্থা শুধু ক্ষমতাসীন রাজনীতিক ও আমলাদের দুর্নীতিই রোধ করবে না, রাষ্ট্রে 'চেকস অ্যান্ড ব্যালান্সেস'-এর কাজও করবে। কারণ নিজ দলের মন্ত্রী, এমপি, নেতা-কর্মীদের লাগাম টানার কাজটা সরকারপ্রধান একা করতে পারবেন না। বিরোধী দল ও এসব স্বাধীন সংস্থা ওয়াচ ডগের ভূমিকা পালন করে নিজ দলের দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে পারবে।

সরকারপ্রধানের একটি লক্ষ্য থাকতে হবে, রাজনীতিকে বিশুদ্ধ রাজনীতিকদের হাতে রাখতে। ধনিক ব্যবসায়ী শ্রেণির হাতে রাজনীতি থাকলে কোনোভাবেই জনকল্যাণ সর্বাধিক করা যাবে না। যেমন ধরুন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কর্তাব্যক্তি মানে মন্ত্রী, এমপি যদি ব্যবসায়ী হয়, তাহলে কনফ্লিক্টিং অব ইন্টারেস্ট হবে এবং শ্রমিক ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে। সমাজে কিছু মানুষ আছেন, জনকল্যাণের প্রতি যাঁদের একটি গভীর প্রেষণা, যাঁরা পরার্থে জীবন যাপন করেন এবং রাজনীতিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। সরকারপ্রধানের কর্তব্য খুঁজে খুঁজে তাঁদের হাতে রাজনীতি অর্পণ করা। রাজনীতি এখন টাকার খেলা। অতএব, টাকা ছাড়া নির্বাচিত হওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে, এই প্রকৃত রাজনীতিকদের দল থেকে অর্থ জোগান দিতে হবে। রাজনীতিক সাধারণ জীবন যাপন করবে এবং দেশ সেবার আনন্দ ও জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভক্তি উপভোগ করবেন। আর ব্যবসায়ী-শিল্পপতি বিলাসবহুল জীবন যাপনের আনন্দ লাভ করবেন। একজন নাগরিককে দুটোর একটা বেছে নিয়ে হবে। আরেক দিকে থাকবে শিল্পী, সাহিত্যিক, বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংযোগ ও দুর্নীতি বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় পারমিট, কন্ট্রাক্ট, লাইসেন্স ও সরকারি অফিসের কাজকর্ম হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হতে বাধ্য, কারণ যেসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বাজারে আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষগুলো রাজনৈতিক সংযোগ না থাকায় বঞ্চিত হতে পারে, আর যারা বাজারে নতুন ঢুকতে চাচ্ছে, তারা সিন্ডিকেটের কারণে ঢুকতেই পারবে না। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে করপোরেশনগুলো যে যুক্ত হতে চায়, তার বিরাট প্রণোদনা আছে। তার মধ্যে আছে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা, যেমন সরকারি মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান পানির দরে সে কিনে ফেলবে, সে সহজেই ব্যাংকঋণ পেয়ে যাবে, অপেক্ষাকৃত কম করের বোঝা অথবা কোনো করই দিতে হবে না তাকে, সরকার তার বেলায় আইনগত বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করবে ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসাগুলো যে ফায়দা লোটে, তার একটা অংশ রাজনীতিকেরা নিজেরাই নিয়ে নেয়। দুর্নীতির সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে অর্থনীতিতে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। দুর্নীতি রোধ করতে চাইলে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন করতেই হবে। বিশেষ করে, পুলিশ যে একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান, তা এ দেশের মননে আর কাজই করে না। সরকার নিজের স্বার্থে পুলিশ ব্যবহার করলে কখনোই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। পুলিশ বিভাগের ও তদন্ত সংস্থাগুলোর নিয়োগপ্রক্রিয়াও হতে হবে স্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে 'যত অন্যায়ই করি না কেন, কোনো না কোনোভাবে পার পেয়ে যাওয়া যাবে'ড়এই ধারণার অবসান ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীই নয়, সমাজের যেকোনো অসৎ ব্যক্তি এবং অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ব্যক্তি খাতের এমন ব্যবসায়ীড়সবাইকে সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে। সরকারপ্রধানও সমাজেরই একজন। অতএব, তাঁকেও এই একই নিয়ম মেনে চলতে হবে। অতীতে যাঁরা দুর্নীতি বা অপরাধ করেছেন, তাঁদের কোনোভাবেই আর কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। দিলে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি থাকবেড়কোনোভাবেই রোধ করা যাবে না। এন এন তরুণ অর্থনীতির অধ্যাপক, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর-সৌজন্যে

# অন্তবর্তী সরকারের বাণিজ্য চুক্তি

১৪ পৃষ্ঠার পর

অতএব, প্রশ্নটি কেবল 'চুক্তি ভালো না খারাপ' এত সরল নয়। প্রশ্ন হলো, একটি সীমিত ম্যান্ডেটের অন্তর্বর্তী সরকার কি এমন দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অঙ্গীকারে দেশকে আবদ্ধ করতে পারে? জাতীয় ঐকমত্য, সংসদীয় পর্যালোচনা ও খাতভিত্তিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়া স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকারের নীতিগত পরিসর সংকুচিত করতে পারে। এই বাস্তবতা জেনেও অন্তর্বর্তী সরকার এমন পদক্ষেপ নিল কেন, সেই প্রশ্ন উঠছেই।

শেষ পর্যন্ত মুক্ত বাণিজ্য হয়তো দরজা খুলে দেয়। কিন্তু কোন দরজা খুলছে, আর কোন জানালা বন্ধ হচ্ছে সেই হিসাব না করলে লাভের আলোয় ক্ষতির ছায়া ঢাকা পড়তে বাধ্য। বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির জন্য তাই প্রয়োজন হবে কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও পুনর্বিবেচনার সাহস। জাতীয় স্বার্থে চুক্তির শর্তগুলো খোলামেলা পর্যালোচনা করাই এখন সময়ের দাবি। দেব প্রসাদ দেবু: সাবেক ছাত্রনেতা। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

# যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি

১০ পৃষ্ঠার পর

আমরা দেখছি, এর পক্ষে-বিপক্ষে কী আছে। একটি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দিকই থাকবে, সেটা স্বাভাবিক। আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখছি। এরপর করণীয় ঠিক করব।' অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে তড়িঘড়ি বা চুক্তির বিষয়গুলো গোপন করেছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'চুক্তিতে কিছু নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট (তথ্য প্রকাশ না করার চুক্তি) ছিল, সেটা চুক্তির আলোচনার সময়। তবে এ চুক্তিটা একটি সেনসেটিভ (সংবেদনশীল) ইস্যু ছিল। যাদের সঙ্গে চুক্তি সে দেশটাও আমাদের জন্য সেনসেটিভ। বিভিন্ন কারণেই এ বিকাশমান পরিস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না।' বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের এ বিষয়টি আসলে এখনো বিকাশমান। যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি 'ইভলভিং সিনারিও'। কারণ দেশটির সর্বোচ্চ আদালত আগের ধার্যকৃত ট্যারিফ মেইনটেইনেবল না বলে ঘোষণা করেছে। এরপর তারা সব দেশের জন্য প্রথমে ১০ শতাংশ, পরে ১৫ শতাংশ ট্যারিফ নির্ধারণ করেছে। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে শুধু ঘোষণা শুনছি, কিন্তু সরকারি পর্যায়ে এখনো লিখিত কিছু পাইনি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, ১২২ আইনি ব্যাখ্যায় যা আছে, তা ১৫০ দিনের মধ্যে দেশটির কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ফলে সিনারিওটা আবারো আমি বলব ইভলভিং।' শুল্ক ও চুক্তি বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মন্তব্য প্রসঙ্গে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের ডেকেছি, অনেক বড় রেঞ্জের আলোচনার জন্য। চুক্তিসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কোন খাতের কী সমস্যা সেগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

বর্তমান দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি নিয়ে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যেসব পণ্য আমদানি তদারকি করে, সেগুলোর দাম স্বাভাবিক রয়েছে বাজারে। তবে কিছু পণ্য একসঙ্গে অনেকে কেনায় দাম বেড়ে গেছে, এগুলো সবজি জাতীয়।'

# বিনিয়োগকারীদের অর্থ উত্তোলনের

১০ পৃষ্ঠার পর

৬৪ হাজার ৫০০ ডলারে নেমে আসে। পরবর্তী সময়ে ১০ ঘণ্টার ব্যবধানে বিটকয়েনের দাম ওঠে প্রায় ৬৬ হাজার ২০০ ডলারে, যা রোববারের তুলনায় ২ দশমিক ৮৫ শতাংশ কম। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের স্পট বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ) থেকে ক্রমাগত বিনিয়োগ তুলে নেয়া বা পুঁজি সরিয়ে নেয়াই সাম্প্রতিক এ দরপতনের প্রধান কারণ। বিটকয়েনের পাশাপাশি একই সময়ে দরপতন হয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি ইথেরিয়ামেরও।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

## ট্রাম্পের নাটকীয় 'স্টেট অফ

৭ পৃষ্ঠার পর

দিয়ে যাচ্ছে। ভাষণে ট্রাম্প মূলত অর্থনীতির দিকেই বেশি নজর দেন। তিনি বলেন, তার আমলে মূল্যস্ফীতি কমেছে, শেয়ারবাজার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে, কর কমেছে সেইসঙ্গে ওষুধের দামও কমেছে।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ লিখিত ভাষণের সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক আছে। জিনিসপত্রের দাম, বাড়ি ভাড়া, বিমা, সবকিছুর ব্যয় আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ৩৬ শতাংশ মানুষ ট্রাম্পের অর্থনীতি নিয়ে সন্তুষ্ট।

নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে একাধিক জনমত জরিপ যখন মার্কিন জনগণের অসন্তোষ ও ট্রাম্পের নেতৃত্বের প্রতি আস্থার সংকটের কথা বলছে, তখন দীর্ঘ এ ভাষণে নীতি পরিবর্তনের কোনো বিশেষ ইঙ্গিত মেলেনি। ভাষণে ট্রাম্প তার পুরোনো বক্তব্যই বহাল রেখেছেন। অভিবাসন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি।

রিয়েলিটি শো-এর সাবেক সঞ্চালক ট্রাম্প তার পুরো ভাষণজুড়ে বেশ কিছু নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি মার্কিন পুরুষ হকি দলকে গ্যালারিতে স্বাগত জানান। তাদের স্বর্ণপদক প্রদর্শনের সময় রিপাবলিকানরা ইউএসএ ইউএসএ স্লোগান দিতে থাকে।

১০৭ মিনিটের দীর্ঘ এ ভাষণটি মূলত দেশপ্রেম ও আমেরিকার অর্জনের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছিল। কিছু বিচ্ছিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে ছিলড় শ্রমজীবী আমেরিকানদের জন্য নতুন অবসর সঞ্চয় হিসাব চালু করা ও কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কোম্পানিগুলোর সঙ্গে এমন একটি চুক্তি করা, যাতে তাদের কারখানার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

এছাড়া তিনি ভোটারদের নাগরিকত্ব প্রমাণ বাধ্যতামূলক করা, অবৈধ অভিবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নিষিদ্ধ করা এবং তার বিতর্কিত ট্যারিফ (শুল্ক) ব্যবস্থা বহাল রাখার অঙ্গীকার করেন। গত শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তার অনেকগুলো শুল্ক সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলেও ট্রাম্প তার অবস্থানে অনড় থাকার ঘোষণা দেন। এ সময় সামনের সারিতে বসে থাকা প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসসহ অন্য বিচারপতিদের অভিব্যক্তি ছিল নিরুত্তাপ।

ভাষণের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তটি ছিল অভিবাসন ইস্যু। ট্রাম্প যখন অবৈধ এলিয়েনদেরচ হুমকির কথা বলেন, তখন রিপাবলিকানদের তুমুল করতালি এবং ডেমোক্র্যাটদের ক্ষুব্ধ চিৎকার ও শীতল দৃষ্টির বিনিময় ঘটে। মিনিয়াপলিসে ফেডারেল এজেন্টদের গুলিতে দুই মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্পের অবস্থান কিছুটা দুর্বল হলেও, ভাষণে তিনি সে ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি। বরং তিনি অভিবাসীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের খতিয়ান তুলে ধরে ইস্যুটিকে পুনরায় নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করেন। আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তিনি বলেন, আমেরিকা ও উন্মুক্ত সীমান্তের মাঝে একমাত্র দেয়াল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প।চ

প্রথা অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি এ ভাষণে খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। ইরানের কাছে মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হলেও তিনি কোনো দীর্ঘমেয়াদী সামরিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত বলেননি। শুধু জানিয়েছেন, ইরানকে তিনি কখনোই পরমাণু অস্ত্রধারী হতে দেবেন না।

## 'ট্রাম্পের উচিত কল্পকাহিনির জন্য

৭ পৃষ্ঠার পর

এটাও বিশ্বাস করবেন যে তিনি তিন স্ত্রীর প্রতিই বিশ্বস্ত ছিলেন।'

ম্যাসাচুসেটসের প্রতিনিধি জিম ম্যাকগভর্ন বলেন, 'বিপুল পরিমাণ অসত্য তথ্য ছড়িয়ে দেয়াটাই ট্রাম্পের কৌশল। অন্য কোনো প্রেসিডেন্ট এমন হাস্যকর ও ভিত্তিহীন দাবি করলে তা বড় কেলেংকারিতে পরিণত হতো। কিন্তু ট্রাম্প এমনভাবে মিথ্যার স্রোত বইয়ে দেন যে সত্য অনুসরণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে।'

ডেলাওয়ারের সিনেটর ক্রিস কুনসের মতে, ঐক্যের সুযোগ হারিয়েছেন ট্রাম্প। তার ভাষ্যে, 'দেশকে এক করার বদলে আমরা একটি নির্বাচনী সমাবেশের ভাষণ শুনলাম।'

সবচেয়ে তীব্র বাক্যবাণ ছোড়েন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিনিধি রাউল রুইজ। মূল্যস্ফীতি থেকে স্বাস্থ্যসেবা, অবসরভাতা থেকে সামাজিক নিরাপত্তা পর্যন্ত ট্রাম্পের একের পর এক দাবিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন তিনি।

রুইজ বলেন, 'মূল্যস্ফীতি নিয়ে আমাদের কাছে মিথ্যা বলেছেন, অথচ তার শুল্কনীতি সবার খরচ বাড়িয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে মিথ্যা বলেছেন, অথচ তার নীতির কারণে লাখো মার্কিন কভারেজ হারিয়েছে। অবসরভাতার সুরক্ষা নিয়ে মিথ্যা বলেছেন, অথচ সামাজিক নিরাপত্তা ও মেডিকেয়ার ভাঙার চেষ্টা করছেন।'

এরপরই আসে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যটি, 'ট্রাম্প মরিয়া হয়ে নোবেল পুরস্কার চান। এত মিথ্যার পর, তার উচিত কল্পকাহিনির জন্য একটা নোবেল পাওয়ার চেষ্টা করা।'

মন্তব্যটি দ্রুতই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডেমোক্র্যাটদের ক্ষোভের প্রতীক হয়ে ওঠে।

ভাষণ চলাকালেই কংগ্রেস কক্ষে উত্তেজনা দেখা যায়। টেক্সাসের প্রতিনিধি আল গ্রিন 'ব্ল্যাক পিপল আর নট এপস!' লেখা প্ল্যাকার্ড তুললে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মিনেসোটার ইলহান ওমর চিৎকার করে বলেন, 'আপনি মার্কিনদের হত্যা করেছেন।' মিশিগানের রাশিদা তালেব বলেন, 'এপস্টাইন ফাইল প্রকাশ করুন।'

পরদিন ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে ওমর ও তালেবকে নিয়ে কটূক্তি করেন। তাদের 'পাগল' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত পাঠানো উচিত ওদের।' এ মন্তব্যও নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

অন্যদিকে রিপাবলিকানরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখেন। ফ্লোরিডার প্রতিনিধি বায়রন ডোনাল্ডসে এক্সে লেখেন, 'মাত্র এক বছরে নজিরবিহীন পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতি চাঙা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে, সীমান্ত সুরক্ষিত, সামরিক নিয়োগ রেকর্ড পর্যায়ে।'

ওকলাহোমার সিনেটর মার্কওয়েইন মুলিন বলেন, ট্রাম্প 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির এক নির্ভীক যোদ্ধা। উইসকনসিনের প্রতিনিধি টনি উইড শিল্লায়ন পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

ট্রাম্পে স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ ও এর প্রতিক্রিয়া মার্কিন রাজনীতির সাম্প্রতিক মেরুকরণকে আরেকবার স্পষ্ট করেছে। কারণ ডেমোক্র্যাটদের মতে, ভাষণে যে সমৃদ্ধির ছবি আঁকা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। অ্যারিজোনার প্রতিনিধি আদেলিতা গ্রিজালভা পুরো সন্ধ্যার সারসংক্ষেপ টানেন এভাবে, 'দুই ঘণ্টার অসংলগ্ন কথা, বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রেসিডেন্সির এক বছরের বেশি সময় পর যুক্তরাষ্ট্র আগের তুলনায় কম নিরাপদ, বেশি বিভক্ত এবং বেশি ব্যয়বহুল।' খবর দ্য গার্ডিয়ান।

## রুশ নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে

৬ পৃষ্ঠার পর

হওয়ার পর তৈরি হওয়া বিতর্কের মুখে গেটস ফাউন্ডেশনের কর্মীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ওই বৈঠকে বিল গেটস স্বীকার করেন, এপস্টেইন ফাইলের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দুই রুশ নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তবে তিনি দাবি করেছেন, ওই নারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সঙ্গে এপস্টেইনের যৌন নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীদের কোনো যোগসূত্র নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত নথিতে এপস্টেইনের সঙ্গে গেটসের একাধিক বৈঠক এবং কয়েকজন নারীর সঙ্গে তোলা ছবি প্রকাশের পর এই নতুন বিতর্ক শুরু হয়। এপস্টেইনের সঙ্গে সময় কাটানো ও ফাউন্ডেশনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের তাঁর সঙ্গে বৈঠকে যুক্ত করাকে 'বিরাট ভুল' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিল গেটস। তিনি কর্মীদের বলেন, 'আমি আমার ভুলের জন্য দুঃখিত এবং আমার এই ভুলের কারণে যাঁরা বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

যেকোনো ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে গেটস কর্মীদের বলেন, 'আমি বেআইনি কিছু করিনি এবং তেমন কিছু আমার চোখেও পড়েনি। আমি এপস্টেইনের আশপাশে থাকা কোনো ভুক্তভোগী নারীর সঙ্গে কখনো সময় কাটাইনি। আমার এই সম্পর্ক (দুই নারীর সঙ্গে) এপস্টেইনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিল না।'

এদিকে এই বিতর্কের জেরেই চলতি মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬' থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন বিল গেটস। গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই, ওপেনএআইয়ের স্যাম অল্টম্যানের সঙ্গে এই সম্মেলনে তাঁর মূল ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। তবে গেটস ফাউন্ডেশন এক বিবৃতিতে জানায়, মূল আয়োজন থেকে যেন নজর সরে না যায় এবং বিতর্ক যেন সম্মেলনকে ছাপিয়ে না যায়, সে জন্যই তিনি এই অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গেটস ফাউন্ডেশন জানিয়েছিল, তারা কখনো জেফরি এপস্টেইনকে কোনো অর্থ দেয়নি বা তাঁকে নিয়োগ দেয়নি।

## প্রতি মাসে সাড়ে ৪ হাজার শ্বেতাঙ্গ

৬ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ক্রিসপিন ফিরি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় কাঠামোগত নিপীড়নের শিকারের দাবি ভিত্তিহীন। তবে তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসূচি আইনগত সীমার মধ্যে থাকলে তাঁদের সরকার এতে হস্তক্ষেপ করবে না।

সরকারি ডেটাবেইস প্রকাশিত চুক্তি-সংক্রান্ত নথিতে বলা হয়েছে, একটি নিরাপদ স্থান জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই 'ট্রেইলার' স্থাপনের চুক্তি দেওয়া হয়েছে।

জোহানেসবার্গে একটি বাণিজ্যিক ভবনে পরিচালিত আগের শরণার্থী প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটিতে দক্ষিণ আফ্রিকান কর্তৃপক্ষের অভিবাসন অভিযান চালানোর পর নতুন ও নিরাপদ স্থান বিবেচনা করা হয়। সেখানে 'কার্যক্রম বিঘ্নিত' হয়েছিল বলে নথিতে উল্লেখ করা হয়। নথিতে আরও বলা হয়, প্রতি মাসে প্রায় ৪ হাজার ৫০০ আবেদনকারীকে নিরাপদভাবে প্রক্রিয়াকরণে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্টের অগ্রাধিকার পূরণে ব্যর্থতা ঘটবে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে জারি করা ট্রাম্পের শরণার্থী নিষেধাজ্ঞার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও এবং স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তাসচিব ক্রিস্টি নোয়েমের পৃথক অনুমোদন প্রয়োজন হচ্ছে।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, মার্কিন স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা দপ্তর অনুমোদনে বিলম্ব করায় প্রশাসনিক জট তৈরি হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২৩ থেকে মার্চ ৯ পর্যন্ত সব শরণার্থীর ভ্রমণ বাতিল করা হয়েছে বলে আবেদনকারীদের পাঠানো এক ই-মেইলে জানানো হয়।

স্থগিতাদেশের আগে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে প্রায় ১ হাজার ৫০০ দক্ষিণ আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন, যেখানে আগের সাড়ে ছয় মাসে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি জোহানেসবার্গে মার্কিন কর্মীদের কার্যক্রম পরিচালিত বাণিজ্যিক ভবনে দক্ষিণ আফ্রিকান কর্তৃপক্ষ অভিযান চালালে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সেখানে মার্কিনভিত্তিক একটি শরণার্থী সংগঠনের হয়ে কাজ করা সাতজন কেনীয় ঠিকাদার ভিসা শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এবং দুজন মার্কিন শরণার্থী কর্মকর্তা অল্প সময়ের জন্য আটক হন। পরে দুই দেশের কর্মকর্তারা এক বৈঠকে প্রক্রিয়াকরণ চালু রাখার বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছান।

চুক্তি-সংক্রান্ত নথি অনুযায়ী, প্রিটোরিয়ায় দূতাবাসের সম্পত্তিতে 'অস্থায়ী মডুলার গ্রাম' নির্মাণের অংশ হিসেবে ১৪টি প্রিফ্যাব্রিকেটেড মডুলার ভবন স্থাপনের জন্য একটি দক্ষিণ আফ্রিকান কোম্পানিকে ৭ লাখ ৭২ হাজার ডলারের চুক্তি দেওয়া হয়েছে।

একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আবেদনকারীদের একজন জানিয়েছেন, তিনি দূতাবাস চত্বরে ট্রেইলার সদৃশ কাঠামোতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং আরও ট্রেইলার প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, নতুন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। - রয়টার্স

## কংগ্রেসসদস্য ইলহান ওমর ও

৭ পৃষ্ঠার পর

নাগরিক। আর রাশিদা তালিবের দেহে বইছে ফিলিস্তিনি রক্ত।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইলহান লেখেন, 'ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর আমার দুই ভোটারকে হত্যায় তাদের দায় রয়েছে।'

মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসে গত মাসে অভিবাসন কর্মকর্তাদের গুলিতে দুই শ্বেতাঙ্গ নাগরিক প্রাণ হারান।

ট্রাম্পকে 'মাজনুন' (উন্মাদ) উল্লেখ করে রাশিদা বলেন, 'তাঁর বিরুদ্ধে দুই মুসলিম নারী কথা বলেছেন। তিনি এটা হজম করতে পারেননি।'

## ফ্লাইট বাতিল হওয়া যাত্রীদের থাকা

৮ পৃষ্ঠার পর

ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। এর আগে তিনি ফ্লাইট বাতিল হওয়ার কারণে বিদেশগামী যাত্রীদের দুর্ভোগ পরিদর্শন করেন এবং দুর্ভোগ লাঘব করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে না হলে তাৎক্ষণিক আরও হোটেলের ব্যবস্থা করা হবে।' তিনি বলেন, 'সর্বশেষ একটি ফ্লাইটে ৫৩ জন যাত্রী ছিল। তাদের আমরা হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি। রাতে তাদের সেহরি খাওয়ানোর পর পরদিন আমরা এসি বাসে করে সিলেটে পৌঁছে দেব।'

মন্ত্রী বলেন, 'এখন সৌদি আরবে একটা ফ্লাইট যাওয়ার কথা। সৌদি যদি অপারেট করে তাহলে তো ভালো। না হলে তাদেরকেও আমরা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করব এবং তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মিশন ও দূতাবাসগুলোকে বলে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশিদের যেন নিরাপদ জায়গাতে নিয়ে আসা হয়।'

বিদেশে বাংলাদেশি হতাহতের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'কুয়েত বিমানবন্দরে হামলায় তিনজন বাংলাদেশি আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুইজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন এবং একজন চিকিৎসাধীন। আমাদের দূতাবাস তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।'

## সরকারি টাকায় না পোষালে চাকরি

৮ পৃষ্ঠার পর

গেলে যদি আপনার কাছে কোনো টাকা দাবি করে, দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সেগুলো দেখব। যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তার সরকারি টাকায় না পোষায়, তাহলে চাকরি করার দরকার নেই। যদি কারও দল করতে এসে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্ন থেকে থাকে, তাহলে তার দল করার দরকার নেই। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করার জন্য।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহের শৈলকুপা সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে উপজেলা বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় বিএনপির নেতা-কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আইনকে তার গতিতেই প্রয়োগ করব। কেউ যদি ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করেন, অশান্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেন, তাহলে আমরা আইনের কঠোর প্রয়োগের দিকে যাব। ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সার নিয়ে একটা বদনাম আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সারের কোনো কালোবাজারি থাকবে না। কঠিন হস্তে দমন করা হবে।'

মো. আসাদুজ্জামান বলেন, 'আপনার চারপাশে যদি মাদকসেবী, মাদক কারবারিড়এ রকম কারও সন্ধান পান, তাহলে প্রশাসনকে জানাবেন। তাদেরকে যদি ভরসা না পান, তাহলে আমাকে এসএমএস করে জানাবেন। আগামী ৬ মাসের মধ্যে শৈলকুপা থেকে মাদকের বিষদাঁত আমরা ভেঙে ফেলতে চাই।'

## যে শর্তে বাংলা একাডেমি পুরস্কার

৯ পৃষ্ঠার পর

বা সাংস্কৃতিক কর্মীর কল্যাণে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

মোহন রায়হান বলেন, 'আমি জানিড়এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক থাকবে। তবুও আমি বিশ্বাস করি, বিভাজনের চেয়ে ঐক্য, প্রতিহিংসার চেয়ে প্রজ্ঞা, এবং অপমানের চেয়ে মর্যাদা বেছে নেওয়াই আমাদের কর্তব্য। আমি নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এই পুরস্কার গ্রহণ করছি।'

সংবাদ সম্মেলনে কবি আরও বলেন, 'আমরা "জাতীয় কবিতা পরিষদ"-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতড়পুরস্কার গ্রহণের পক্ষে। যুক্তি ছিল, ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করা মানে অপশক্তিকে জয়ী হতে দেওয়া। আবার অনেকে মত দেনড়এই অপমানের প্রতিবাদে পুরস্কার বর্জনই নৈতিক অবস্থান হবে। আমি গভীরভাবে ভাবলাম। আমি কোনো পদক বা অর্থের কাঙাল নই। জীবনের সায়াহ্নে এসে সামান্য স্বীকৃতি ও সম্মানের প্রত্যাশাই আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।'

মোহন রায়হান বলেন, 'আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাইড়নিয়ম অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকেই যেন আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারি। যদি প্রয়োজন হয়, দিন পরিবর্তন করা হোকড়কিন্তু প্রক্রিয়াটি মর্যাদাপূর্ণ হোক।'

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫এর জন্য মনোনীত হয়েছিলেন মোহন রায়হানসহ নয়জন। গত বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যদের এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হলেও মোহন রায়হানকে দেওয়া হয়নি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছিল, মোহন রায়হানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ আছে। এসব বিষয় খতিয়ে দেখে আবার পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। পরে জানানো হয়, ২ মার্চ বাংলা একাডেমিতে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

## কেবিনেটে নয়, অন্তর্বতী সরকারের

৮ পৃষ্ঠার পর

বড় ধরনের ঝুঁকি।

কেন দায়িত্ব ছাড়লেন

কেন তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলোড়এ বিষয়ে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সে সময় কিছু বক্তব্য দিয়েছিলাম, যা তখনকার প্রেক্ষাপটে সঠিক মনে হয়নি। আমি যে কথাটা বলেছিলাম, তা খণ্ডিতভাবে গণমাধ্যমে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতি তার চেয়েও বেশি খারাপ হয়েছে।

নিজে দায়িত্ব ছাড়তে চাইলেও অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তখন তাকে অনুমতি দেননি জানিয়ে তিনি আরো বলেন, '৭-৮ দিনের মধ্যে চলে গেলে খারাপ বার্তা যাবেড়এই কথা বলে আমাকে থাকতে বলা হয়েছিল।'

৭.৬২ বুলেট ও অস্ত্র বিতর্ক

৭.৬২ বুলেট ও চাইনিজ টাইপ-৩৯ রাইফেল প্রসঙ্গে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বিষয়টির এখনো সমাধান হয়নি। আনসার সদস্যদের ওপর হামলার ভিডিওতে দেখা গেছে, কিছু ব্যক্তি পুলিশের রাইফেল নিয়ে গুলি চালাচ্ছে। এগুলো খুব মারাত্মক অস্ত্র, যা সাধারণত সমরাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুলিশের কাছে এসব থাকার কথা নয়। কবে ও কেন এসব অস্ত্র পুলিশের কাছে দেওয়া হলো, তা তদন্ত করা প্রয়োজন ছিল। তবে দায়িত্বে না থাকায় তিনি সে উদ্যোগ নিতে পারেননি।

তিনি জানান, তার কাছে কিছু সন্দেহজনক ছবি রয়েছে, যেখানে দেখা যায় কয়েকজনের চেহারা ও গঠন স্থানীয়দের মতো নয়। কয়েকজনকে হেলিকপ্টারে ওঠাতেও দেখা গেছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গ

নির্বাচন প্রসঙ্গে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কোনো নির্বাচনই শতভাগ নিখুঁত হয় না। পৃথিবীর কোথাও একশ ভাগ খাঁটি নির্বাচন হয় না। আমাদের দেশেও হয় না। আমাদের দেশে টানা তিনটি নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। এ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ৭৭টি আসন পেয়েছে, যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বড় ঘটনা।

চুক্তি ও বিনিয়োগ

বিভিন্ন চুক্তি নিয়ে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কোনো গোপন চুক্তি হয়নি। এসব চুক্তি সাধারণত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পিপিপি অথরিটি বাংলাদেশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এসব চুক্তিতে সাধারণত 'নন-ডিসক্লোজার ক্লজ' থাকে, যা প্রকাশ করা যায় না। আমেরিকান কম্পানির শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ৫ শতাংশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তার তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল।

বিদেশি প্রভাব ও পররাষ্ট্রনীতি

বিদেশি প্রভাব প্রসঙ্গে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সব ক্ষেত্রে নয়, তবে কিছু বিষয়ে চাপ ছিল। বিশেষ করে বাণিজ্য আলোচনায় বড় ধরনের চাপ ছিল। আগের সময়ে নীতিনির্ধারণ ছিল অনেকটাই দিল্লিকেন্দ্রিক। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পেছনেও এই প্রভাব স্পষ্ট। সংবাদসুত্র দৈনিক কালের কণ্ঠ

## বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ

৮ পৃষ্ঠার পর

বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।'

চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ, যা কোভিডকালীন ২০২০ সালের পর সর্বনিম্ন। এই প্রবৃদ্ধি মূলত বেসরকারি খাতের চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ কমে যাওয়ার অর্থ হলো, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিনিয়োগ হচ্ছে না।

বেসরকারি বিনিয়োগ কমার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছেন মাসরুর রিয়াজ। তিনি বলেন, আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশ দুর্বল। প্রায় এক দশক আগেই এই সমস্যা চিহ্নিত হয়েছিল। কত সহজে ব্যবসা করা যায় তা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৬তম।

তিনি বলেন, 'সে সময় থেকেই সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সংস্কার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়েছে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে।' লাইসেন্সপ্রাপ্তি, নীতিগত ধারাবাহিকতা, জমি, জ্বালানি এবং বাণিজ্য সহজীকরণড় বিনিয়োগের জন্য এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মাসরুর রিয়াজ আরও বলেন, ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া সামষ্টিক অর্থনীতির সংকট বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে। দুর্বল অভ্যন্তরীণ চাহিদা, ডলার সংকটের কারণে আমদানি সংকোচন এবং নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অস্থিরতাড়সবই নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'একটি দেশে যখন সামষ্টিক অর্থনীতির সংকট চলে, তখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সে দেশকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন।' ২০২৪ সালের জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'আমরা বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখেছি। নীতিগত পর্যায়েও এটার প্রভাব চ ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরই ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলো আগস্টে এসে।'

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর অপসারণ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যা ঘটেছে, তা আন্তর্জাতিক মহলে নেতিবাচক বার্তা দিতে পারে। এতে বোঝা যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া দুর্বল ও শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান বলেন, দুর্বল ব্যবসায়িক পরিবেশ, অবকাঠামোগত জটিলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাওয়া বিনিয়োগ কমার অন্যতম কারণ। সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটায় উৎপাদন খরচও বেড়েছে।

তিনি বলেন, ২০২০ সাল থেকে ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের অভাবে ঋণ বিতরণে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। 'উৎপাদনশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ না দিয়ে আর্থিক খাতকে কুক্ষিগত করে রেখেছে কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। বড় অঙ্কের ঋণ কেলেঙ্কারি এবং তদারকির দুর্বলতা প্রকৃত উদ্যোক্তাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে।'

আশিকুর রহমান আরও বলেন, কর্মসংস্থান তৈরির মূল চালিকাশক্তি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'এর ফলে এমন এক অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা লাভবান হয়েছে আর প্রকৃত উদ্যোক্তারা উপেক্ষিত হয়েছে।'

জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিনিয়োগ হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি ও উন্নয়নের ইঞ্জিন। বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে কমলে অর্থনীতি তরুণদের কর্মসংস্থান তৈরির সক্ষমতা হারায়।'

তিনি বলেন, 'শক্তিশালী বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধি হয়ে পড়ে ভোগনির্ভর এবং সরকারের ওপর নির্ভরশীল। এটি টেকসই নয়। বিশেষ করে এলডিসি উত্তরণের পথে থাকা বাংলাদেশের জন্য এটি বড় চ্যালেঞ্জ। আজকের দুর্বল বিনিয়োগ মানে আগামীর জন্য ধীর প্রবৃদ্ধি। আর ধীর প্রবৃদ্ধি মানে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মতো সমস্যা বেড়ে যাওয়া।'

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সাবেক রেগুলেটরি রিফর্মস বিশেষজ্ঞ সৈয়দ আখতার মাহমুদ বলেন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার কারণে বিনিয়োগের হার কমছে। সরকার বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের চেষ্টা করলেও নিয়ন্ত্রণমূলক বাধা ও ঋণের অপ্রতুলতার মতো মৌলিক সমস্যাগুলো রয়েই গেছে।

উচ্চ সুদহার, ব্যাংকে তারল্য সংকট এবং ঝুঁকি না নেওয়ার প্রবণতা ঋণের জোগান কমিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'বিনিয়োগকারীরা উচ্চ সুদে ঋণ নিতে চাইলেও পাচ্ছেন না। অনেক বড় বিনিয়োগকারী কম সুদের সময় বিপুল ঋণ নিয়ে এখন অতিরিক্ত ঋণের বোঝায় জর্জরিত। ভালো বিনিয়োগ সম্ভাবনা থাকলেও নতুন করে বড় ঋণ নেওয়ার অবস্থায় নেই তারা।'

জ্বালানি সংকট ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের আস্থায় চিড় ধরিয়েছে উল্লেখ করে সৈয়দ আখতার মাহমুদ বলেন, 'বিনিয়োগ কম মানে আমাদের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ছে না এবং বিদ্যমান সক্ষমতাও পুরোপুরি কাজে লাগছে না।'

তর মতে, এটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নতুন পণ্য তৈরির পথ রুদ্ধ হচ্ছে, যা রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জরুরি।

তিনি বলেন, 'বিনিয়োগকারীরা যখন সাধারণ বিনিয়োগেও হিমশিম খাচ্ছেন, তখন অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক করতে প্রয়োজনীয় খাতে তারা বিনিয়োগ করবেন, এমনটা আশা করা কঠিন। - সংবাদসুত্র ডেইলী স্টার

## অনেক সত্য চেপে গেছেন রাষ্ট্রপতি

৯ পৃষ্ঠার পর

সরকারের সময়কার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন এবং কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় ডা. শফিকুর রহমান রাষ্ট্রপতির অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেন

ফেসবুক পোষ্টে জামায়াত আমির লেখেন, "৫ই আগস্ট ২০২৪ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি অনেক কিছুই চেপে গিয়েছেন। পতিত পলাতক প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়ে উনি উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে যা বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতিকে যা জানিয়েছিলেন তার বর্তমান বক্তব্যে তিনি তা স্বীকার করেননি। আর এখন যা বলছেন সেদিন তার কিছুই তিনি বলেননি"।

তিনি প্রশ্ন করেন, "কোটি-কোটি মানুষ যা শুনলো এবং সেদিন তিনি যা বললেন আর এখন যা বলছেন তার হিসেব রাষ্ট্রপতি মিলিয়ে দেবেন কি?

"জাতি অবুঝ নয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে এ রকম আচরণ অগ্রহণযোগ্য" মন্তব্য করেন শফিকুর রহমান।

## খামেনি নিহত হওয়ার পরও হামলা

৫ পৃষ্ঠার পর

মিসাইল সক্ষমতা স্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দেওয়া।

অ্যাক্সিওস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প সম্ভাব্য পথগুলো তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'আমি দীর্ঘ পথ বেছে নিয়ে পুরো বিষয়টি দখল করে নিতে পারি, অথবা দুই-তিন দিনের মধ্যে এটি শেষ করে ইরানিদের বলতে পারিড়যদি তোমরা আবার (পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি) পুনর্গঠন শুরু করো তবে কয়েক বছর পর আবার দেখা হবে।'

একই সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, 'যেকোনো অবস্থাতেই, এই আক্রমণ থেকে সেরে উঠতে তাদের কয়েক বছর সময় লাগবে।'

ইরানের প্রতিক্রিয়া

শীর্ষ নেতাদের হারানো সত্ত্বেও ইরান দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে, যাকে ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ ওয়ার (আইএসডব্লিউ) 'দ্রুততম পাল্টা আঘাত' হিসেবে বর্ণনা করেছে। ইসরায়েল এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুগুলোতে ৩৫টি মিসাইল নিক্ষেপের কথা উল্লেখ করে আইএসডব্লিউ বলেছে, দইরান নজিরবিহীন দ্রুততার সাথে মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার জবাব দিয়েছে।'

ইরান ইসরায়েলের পাশাপাশি বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট জানা যায়নি। ইরান এর আগেই তাদের কমান্ড চেইন বা নেতৃত্ব কাঠামোকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছিল। কর্মকর্তাদের মতে, এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছিল যাতে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালানো হলেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ট্রাম্প এই সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বেশ কিছু সম্ভাব্য 'অফ র্যাম্প' বা বিকল্পের ইঙ্গিত দিয়েছেনড়যার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘায়িত সামরিক অভিযান থেকে শুরু করে কয়েক দিনের মধ্যে হামলা বন্ধ করা, যদি ইরান তাদের কৌশলগত কর্মসূচিগুলো পুনর্গঠনের চেষ্টা না করে। উভয় পক্ষ সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ায় তেহরান কীভাবে উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে বা আরও উত্তেজনা এড়ানো সম্ভব কি না, তা এখনও অস্পষ্ট। পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, 'পুরো সপ্তাহজুড়ে বোমা হামলা চলবেড়ভারী এবং নিখুঁত এই বোমা হামলা পুরো সপ্তাহজুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে অথবা যতক্ষণ না মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বে আমাদের শান্তির লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে, ততক্ষণ এটি অব্যাহত থ াকবে!'

## ইরান যুদ্ধে জ্বালানি তেল বাজারে

৫ পৃষ্ঠার পর

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং তার জবাবে তেহরানের পাল্টা আঘাতেড়আঞ্চলিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় জোটটি মূল্য নিয়ন্ত্রণের কৌশল থেকে সরে এসে সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার দিকে ঝুঁকছে।

বাণিজ্যিক সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, সম্ভাব্য বিঘ্নের আশঙ্কায় সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ইতোমধ্যে রপ্তানি বাড়াতে শুরু করেছে। ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরবের অপরিশোধিত তেল রপ্তানি প্রায় তিন বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এপ্রিল থেকে আমিরাতের প্রধান মুরবান ক্রুডের রপ্তানিও বাড়তে যাচ্ছে। ইরাক, কুয়েত ও আমিরাতের সম্মিলিত রপ্তানিও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে।

এতকিছুর পরেও বিশ্বের জ্বালানি তেলের বাজারে ঝুঁকির মাত্রাও কম নয়। ইরান প্রতিদিন প্রায় ৩৩ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন করে এবং এর মধ্যে ২০ লাখ ব্যারেলের বেশি রপ্তানি করে, যার বড় অংশই যায় চীনে। ইরানের প্রধান রপ্তানি কেন্দ্র খার্গ দ্বীপে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে শঙ্কা দেখা দিয়েছেড়যেখানে দিয়ে বৈশ্বিক তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ পরিবাহিত হয়।

## কিউবার 'শান্তিপূর্ণ দখল' নেওয়ার

৫ পৃষ্ঠার পর

ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, দেশটির এখন পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি কিউবার নানা সমস্যার কথা শুনে আসছেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমি এটি ঘটতে দেখছি। মার্কো রুবিও বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছেন। কিউবার কাছে এখন কোনো অর্থ নেই, তেল নেই এবং খাবারও নেই। দেশটি বর্তমানে গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আমাদের সহায়তা চায়।'

হাভানা জানিয়েছে, কোনো উচ্চপর্যায়ের আলোচনা চলছে না  এদিকে, কিউবার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক উত্তেজনা আরও বাড়ছে। চলতি সপ্তাহে ফ্লোরিডায় নিবন্ধিত একটি স্পিডবোট কিউবার জলসীমায় ঢুকে পড়ে, যেখানে চারজন নির্বাসিত কিউবান নাগরিক নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত এবং আরও ছয়জন আহত হন।

কিউবার দাবি, ওই আরোহীরা প্রথমে তাদের টহল দলের ওপর গুলি চালিয়েছিল। তবে মার্কো রুবিও স্পষ্ট জানিয়েছেন, এটি মার্কিন কোনো অভিযান ছিল না এবং এতে মার্কিন সরকারের কোনো কর্মী জড়িত ছিলেন না। এমন এক সময়ে এই ঘটনা ঘটল যখন যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় প্রায় সব ধরনের তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, যা দেশটির কমিউনিস্ট সরকারের ওপর চাপ আরও বাড়িয়েছে। গত মাসে মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার পর কিউবা তার এক গুরুত্বপূর্ণ মিত্রকে ক্ষমতা হারাতে দেখেছে।

রুবিও সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কিউবা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতিকে 'অসহনীয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে কিউবায় 'আমূল' পরিবর্তন প্রয়োজন।

মিয়ামিতে বসবাসরত নির্বাসিত কিউবানরা দীর্ঘদিন ধরে কিউবা সরকারের পতন দেখার স্বপ্ন দেখছেন। অতীতে তারা প্রয়াত বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে নানা পরিকল্পনাও করেছেন।

## সৌদি আরব-ইসরায়েলের চাপেই

৫ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছিলেন।ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন বলেছিল, ইরানের বাহিনী আগামী এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের জন্য তাৎক্ষণিক কোনো হুমকি তৈরি করবে না। তবুও সৌদি-আরব ইসরায়েলের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রভাবিত হয়ে ট্রাম্প ব্যাপক হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন, যার শুরুতেই খামেনি ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ইরানি কর্মকর্তাদের মৃত্যু হয়।

সৌদি কেন হামলার পক্ষে?

ওয়াশিংটন পোস্টের খবর অনুসারে, সৌদি নেতৃত্ব মূলত নিজ দেশের তেল অবকাঠামোকে রক্ষা করতে চাইছিল। তারা তেহরানকে শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখার কারণে হামলার পক্ষে অবস্থান নেয়।

হামলার পরে ইরান সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে প্রতিশোধ নেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় রিয়াদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইরানের বিরুদ্ধে সব ধরনের প্রয়োজনীয় ও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

## ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রশিল্প মাটিতে

৫ পৃষ্ঠার পর

পারে।' ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি প্রসঙ্গে ট্রাম্প তাঁর দীর্ঘদিনের অনড় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করব যেন ইরান কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে। এটি একটি অত্যন্ত সহজ ও পরিষ্কার বার্তা। তারা কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র পাবে না।' বর্তমান ইরানি সরকারকে মার্কিন সামরিক শক্তির কঠোর বার্তা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'এই শাসনব্যবস্থা শিগগিরই বুঝতে পারবে যে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্যকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস কারও দেখানো উচিত নয়।' প্রসঙ্গত, পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই ২৮ ফেব্রুয়ারী  শনিবার যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে আক্রমনচালিয়েছে। এখন পর্যন্ত এই আক্রমনে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ইসরায়েলি বিমানহামলায় অন্তত ৫১ জন শিক্ষার্থীর নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৬০ জন। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা এ তথ্য জানিয়েছে।

حلال
HALAL
সানাই
Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL
Ramadan kareem
IFTER CATERING
Appetizer
Chicken lollipop
Dates
Cucumber
Egg chop
Chili pakora
Peyaju
Shami kebab
Malta
Angur (Grapes)
Jalebi
Chicken samosa \Spring Rolls
Chola boot
Dinner Combo
Fried Rice+Chili Chiken
OR
Polao + Rost
OR
Khichuri+Chiken/Beef Curry
OR
Any Biryani
$13.99 Only
37-43 74TH STREET, JACKSOII HEIGHTS, IIY 11372
718-255-1235 | 646-371-3614
570-592-2567
To Go Ifter Box $9.99
In House Ifter $13.99 PP

## জনসংখ্যা কমছে, রোবটেই কি চীনের

১২ পৃষ্ঠার পর

বেশি ছিল চীনে। দেশটির কারখানাগুলোতে এখন রোবোটিক বাহুগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং এবং অ্যাসেম্বলির কাজ করছে। এমনকি অনেক 'ডার্ক ফ্যাক্টরি' বা অন্ধকার কারখানা তৈরি হয়েছে, যেখানে মানুষের চোখের প্রয়োজন নেই বলে আলো জ্বালানোরও দরকার পড়ে না।

হিউম্যানয়েড রোবট ও প্রবীণদের সেবা

বেইজিং এখন হিউম্যানয়েড বা মানুষের মতো দেখতে রোবটের ওপর বড় বাজি ধরছে। বর্তমানে চীনে ১৪০টিরও বেশি কোম্পানি সরকারি ভর্তুকি নিয়ে এই রোবট তৈরিতে কাজ করছে। যদিও এগুলোকে এখনো প্রযুক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, তবে কিছু রোবটকে ইতিমধ্যে অ্যাসেম্বলি লাইন এবং সায়েন্স ল্যাবে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করতে দেখা গেছে।

জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২১০০ সাল নাগাদ চীনের অর্ধেকের বেশি মানুষের বয়স হবে ৬০ বছরের ওপরে। এই বিশাল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবার জন্য চীন হিউম্যানয়েড রোবট, ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস, এক্সোস্কেলেটন রোবট এবং মাসল স্যুট তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে। এক সন্তান নীতির প্রভাবে বর্তমান প্রজন্মের তরুণেরা ভাইবোনহীন হওয়ায় তাঁদের একাই বাবা-মায়ের সেবার ভার বইতে হচ্ছে, যা এই রোবট প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

পেনশন-ব্যবস্থার ঝুঁকি ও উৎপাদনশীলতা

এদিকে চীনের রাষ্ট্রীয় পেনশন-ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ঘাটতির মুখে পড়ারও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের বিশ্লেষক তিয়ানজেং জু বলেন, যদি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কর্মক্ষম মানুষের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, তবে প্রতিটি কর্মী বর্তমানের চেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারবেন এবং এতে পেনশন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০৭০ সালের পর যখন কর্মীবাহিনীর হ্রাসের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে, তখন এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার পর্যাপ্ত না-ও হতে পারে।

চাকরি হারানো ও সামাজিক চাপ

তবে অটোমেশন যেমন সমাধান দিচ্ছে, তেমনি এটি স্বল্প মেয়াদে মানুষের কর্মসংস্থান কেড়ে নেওয়ার ঝুঁকিও তৈরি করছে। ধারণা করা হচ্ছে, চীনের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রায় ৭০ শতাংশ কর্মী রোবট ও এআই দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুওজুন হে বলেন, দীর্ঘ মেয়াদে অটোমেশন সমাধান হলেও স্বল্পমেয়াদে এটি শ্রমিকদের স্থানচ্যুত করার ঝুঁকি তৈরি করে, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের কারণ হতে পারে। এটি মোকাবিলায় কর্মীদের নতুন করে দক্ষ করে তোলা এবং শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা বলয় নিশ্চিত করা জরুরি।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিলিপ ওকিফ বলেন, জন্মহার কম হওয়ার বড় প্রভাব সমাজে থাকলেও মোট জনসংখ্যা ও কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা কমার বিষয়টি সময় নিয়ে ঘটবে, যা খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ দেবে। তবে এর জন্য কেবল সন্তান জন্মদানের নীতি নয়, বরং অবসরের বয়স বাড়ানো, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ এবং পেনশন সংস্কারের মতো সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

চীনের এই 'প্রযুক্তি বনাম জনসংখ্যা'র লড়াই কেবল দেশটির নিজস্ব বিষয় নয়, বরং এর ফলাফল বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং আগামী প্রজন্মের জীবনের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। চীন যদি তার বিশাল কর্মীবাহিনীর ঘাটতি রোবট দিয়ে সফলভাবে পূরণ করতে পারে, তবে তা বিশ্বের অন্য দেশগুলোর জন্যও একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

## আমি নাক গলাতাম, কিন্তু পাকিস্তান

১২ পৃষ্ঠার পর

২৭ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প এসব কথা বলেন। একদিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'ওপেন ওয়ার'-এর ঘোষণা দিয়েছেন। অন্যদিকে ট্রাম্পের এই বক্তব্য।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান দাবি করে, তারা কান্দাহার, কাবুলসহ আফগানিস্তানের ২৯টি স্থানে আকাশপথে হামলা চালিয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র দাবি করেন, তাঁদের হামলায় ২৯৭ জন আফগান তালেবান ও জঙ্গি নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের দাবি, আফগান বাহিনী ৫৫ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছে এবং আরও কয়েকজনকে আটক করেছে। ২০২১ সালে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে এটিই পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় হামলা।

শুক্রবার হামলার কয়েক ঘণ্টা পর প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেন, যেকোনো আগ্রাসন 'গুঁড়িয়ে দেওয়ার' সক্ষমতা পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর রয়েছে। তিনি বলেন, 'যেকোনো আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পূর্ণ সামর্থ্য আমাদের বাহিনীর আছে। সমগ্র জাতি পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তালেবানের হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 'আত্মরক্ষার অধিকার' সমর্থন করে ওয়াশিংটন। সন্ত্রাসবাদ দমনে তালেবানের ভূমিকার সমালোচনা করে মুখপাত্র বলেন, 'তালেবানরা সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। তারা সন্ত্রাসীদের আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে।'

পরিস্থিতির জটিলতা বাড়তে থাকায় উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটেন। অন্যদিকে চীন যুদ্ধবিরতির তাগিদ দিয়েছে এবং ইরান মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে।

পাকিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে দেশটির দূতাবাস। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দপ্তর, সামরিক স্থাপনা এবং বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে এসব এলাকায় চলাচলের ক্ষেত্রে মার্কিন নাগরিকদের সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি হলেও দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসে ট্রাম্প সেই দৃশ্য পাল্টে দিয়েছেন। ইসলামাবাদও প্রায়ই বিভিন্ন দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করার জন্য ট্রাম্পের প্রশংসা করে আসছে এবং বলেছে, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। উল্লেখ্য, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান 'নন-ন্যাটো' মিত্র, অন্যদিকে আফগান তালেবানকে ওয়াশিংটন একটি 'সন্ত্রাসী' সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে।

## ইউরোপের বহিঃসীমান্তে ৮০

১২ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন ওই তরুণ, যাদের মধ্যে ১২ জন ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাদের মারধর করা হয়, পোশাক খুলে নেয়া হয়। তারপর বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা সীমান্ত এলাকায় একটি নদীতে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউরোপীয় আইন এবং জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনের অধীনে এ ধরনের আচরণ পুরোপুরি অবৈধ। পুশব্যাক 'নন-রিফাউলমেন্ট' নীতির লঙ্ঘন। এ নীতি অনুসারে, কারো সুরক্ষা প্রয়োজন আছে কি-না তা যাচাই না করে তাকে ফেরত পাঠানো নিষিদ্ধ।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পুশব্যাক কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি একটি 'পদ্ধতিগত নীতি' হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস নিশ্চিত করে, গ্রিসে অবৈধ পুশব্যাক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং একটি পদ্ধতিগত কৌশলের অংশ। এছাড়া সমুদ্রপথে প্রাণঘাতী ঘটনাসহ সহিংসতার অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। গ্রিক কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজের সঙ্গে চলতি মাসের শুরুর দিকে অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি নৌকা ধাক্কা খায়, এতে ১৫ জন নিহত হন। জীবিতরা দাবি করেন, উপকূলে পৌঁছাতে নৌকাটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধেও প্রাণঘাতী পুশব্যাকের অভিযোগ উঠেছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, নথিভুক্ত পুশব্যাকের সংখ্যা প্রকৃত পরিস্থিতির তুলনায় কম হতে পারে। অনেক ঘটনা দুর্গম সীমান্ত এলাকা বা সমুদ্রে ঘটে, যা সহজে সামনে আসে না।

১১.১১.১১-এর অভিবাসন নীতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফ্লর ডিডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) অভিবাসনবিরোধী অভিযানগুলো সাধারণত সংবাদমাধ্যম থেকে বিভিন্ন সংস্থার নজরদারিতে থাক। এ বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়। অন্যদিকে অভিবাসন বিষয়ে ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ততটা গুরুত্ব পায়নি।


সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771-4529
info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

CHEF'S MAHAL
BY Mannan
Iftar Special
Ramadan Mubarak
$20
Iftar buffet
IFTAR BOX
SPECIAL
$7.99
TO GO
Iftar Box
Jilapi
$8/lb
$8
BEST IFTAR IN TOWN
3719 73rd st, 2ND FLOOR, Jackson Heights, NY 11372
HMS HALAL
HALAL MONITORING SERVICES
CERTIFIED HAND ZABIHA

# রাজনীতিতে স্বস্তি ফিরলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে

১০ পৃষ্ঠার পর

চাহিদায় স্কোর ৭, যেখানে আঞ্চলিক গড় ৫ দশমিক ১। রাজনৈতিক অস্থিরতা, নিয়মকানুনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, উন্নয়ন প্রকল্পে অনিশ্চয়তা এবং প্রবাসী আয়ের বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা বাজার চাহিদায় ঝুঁকি বাড়িয়েছে। মুদ্রা বিনিময় হার মাঝারি ঝুঁকিতে রয়েছেড়স্কোর ৫। ভাসমান বিনিময় হার চালু হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করছে। গত বছরের শুরুতে বড় অবমূল্যায়নের পর টাকা কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। রিজার্ভ ঘুরে দাঁড়ালেও মহামারিপূর্ব অবস্থার নিচে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্মসূচির আওতায় সংস্কার অব্যাহত থাকলে মধ্যমেয়াদে স্থিতিশীলতা বাড়তে পারে।

রাষ্ট্রের ঋণমান এখনো উচ্চ ঝুঁকিতে। ব্যাংক খাতের দুর্বলতা, কম মাথাপিছু আয়, প্রতিষ্ঠানগত উদ্বেগ ও প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ স্কোরকে নিচের দিকে টানছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি দীর্ঘ মেয়াদে সরকারের ঋণমানকে প্রভাবিত করতে পারে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কমলেও কাঠামোগত দুর্বলতা ও সংস্কারুসংক্রান্ত ঝুঁকি রয়ে গেছে।

প্রবৃদ্ধি কমার পূর্বাভাস

ব্যবসুাবাণিজ্যের শ্লথগতি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে চলতি ২০২৫ু২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৪ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ করেছে অক্সফোর্ড ইকোনমিকস। আগামী ২০২৬ু২৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৭ শতাংশে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে।

২০২৪ু২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ শতাংশড়করোনা মহামারি ছাড়া গত কয়েক দশকের মধ্যে দুর্বলতম। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণুঅভ্যুত্থানে পটপরিবর্তন, বিভিন্ন জেলায় ভয়াবহ বন্যা এবং বৈদেশিক চাহিদার মন্দা এতে ভূমিকা রেখেছে।

মূল্যস্ফীতি এখনো বড় বাধা। সাময়িকভাবে কমার পর আবার বেড়ে জানুয়ারিতে ৮ দশমিক ৬ শতাংশে (বার্ষিক) উঠেছে, যা অক্টোবরে ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও রিজার্ভ বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে। তবে মজুরি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮ শতাংশ হওয়ায় ক্রয়ক্ষমতা কমেছে এবং ভোক্তা চাহিদা সীমিত রয়েছে।

বাহ্যিক চাপ বাড়ছে

রপ্তানি খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক নতুন চাপের মুখে। গত বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ঘুরে দাঁড়ালেও চতুর্থ প্রান্তিকে রপ্তানি কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রে আগাম ক্রয়াদেশ কমে আসা এবং জার্মানিসহ ইউরোপে চাহিদা হ্রাসের কারণ। মোট পণ্য রপ্তানির একুপঞ্চমাংশের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। সেবা রপ্তানি কমায় প্রভাব আরও বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তুলনামূলক কম শুল্ক ও নতুন বাণিজ্যচুক্তি স্বল্প মেয়াদে স্বস্তি দিলেও আগামী নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ মধ্যমেয়াদে চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। উত্তরণের পর পণ্য রপ্তানিতে ৯ু১২ শতাংশ শুল্ক বসতে পারে, যা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমাবে।

তবে চলতি বছর দেশে রপ্তানি বাড়তে পারে বলে মনে করছে অক্সফোর্ড ইকোনমিকস। নতুন বাণিজ্যচুক্তি ও যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণার ফলে ক্রয়াদেশ বাড়তে পারে। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নত হওয়া এবং এলডিসি উত্তরণের আগে বাণিজ্যুসুবিধা বহাল থাকাও সহায়ক হতে পারে।

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিয়োগ

কঠোর মুদ্রানীতি ও আইএমএফ সহায়তায় রিজার্ভ গত বছরের মাঝামাঝি ২২ বিলিয়ন ডলারে ওঠে, যা ২০২৪ সালে ছিল প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার। তবু বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে মাত্র চার মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

সরকারি ব্যয় সংকোচন ও ঋণের উচ্চ খরচে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি দুর্বল থাকার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে না নামা পর্যন্ত নীতি সুদহার ১০ শতাংশে রাখতে চায়। জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ৬ শতাংশ থাকায় শিগগিরই স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার সম্ভাবনা কম।

অক্সফোর্ড ইকোনমিকস বলেছে, দীর্ঘ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পর আস্থা পুনর্গঠনে সময় লাগবে। ফেব্রুয়ারির নির্বাচন একটি অনিশ্চয়তার উৎস দূর করলেও সংকটে থাকা ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্যসহায়তা মুদ্রানীতির কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন করেছে।

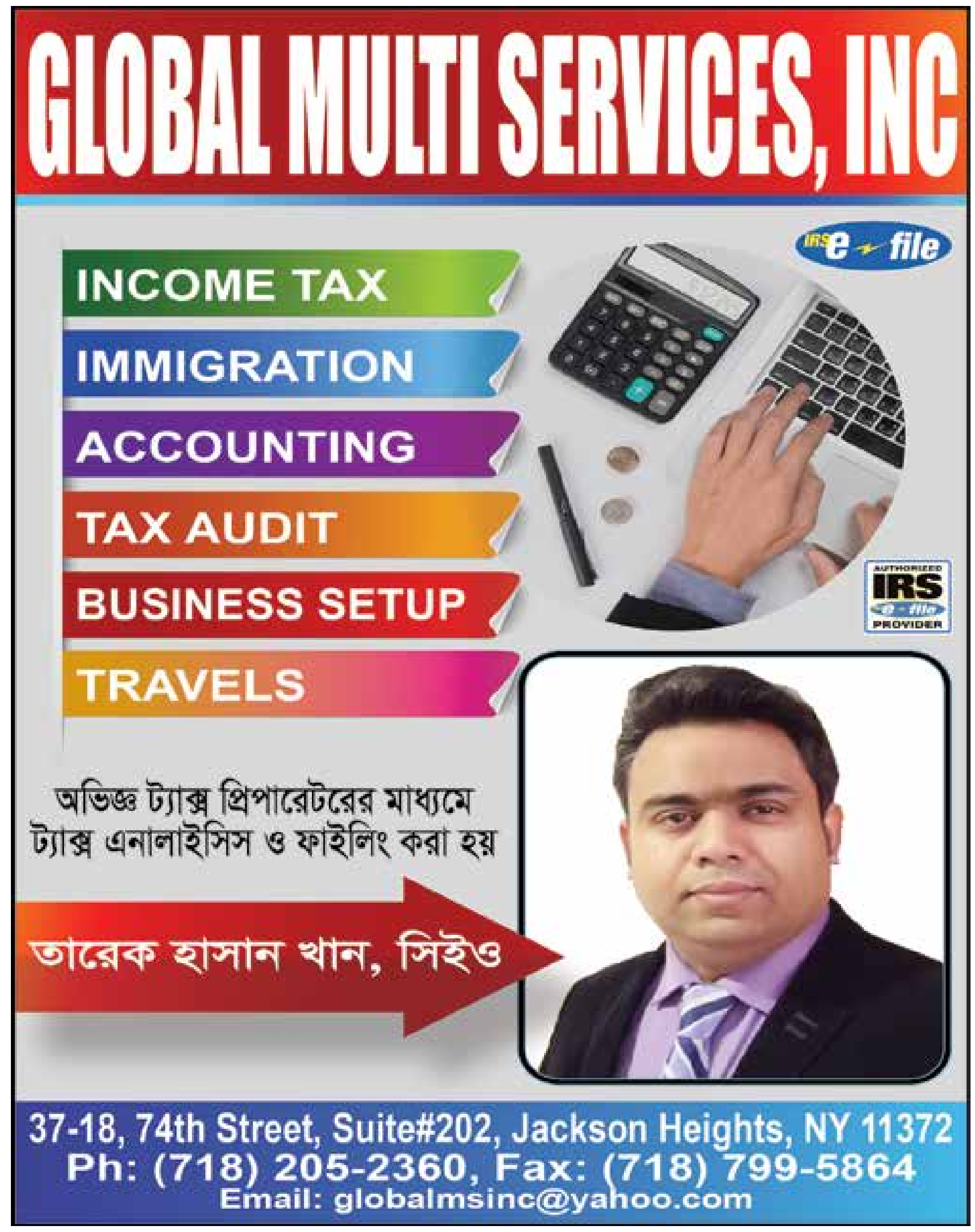

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

# রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক
# Ruposhi Chandpur Foundation Inc.

## ইফতার ও দোয়া মাহফিল

**তারিখঃ** ৯ই মার্চ ২০২৬
রোজঃ সোমবার, বিকেলঃ ৫ টায়

**স্থানঃ** কুইন্স প্যালেস
37-11 57th St, Woodside, NY 11377
Between 37Ave - 39 Ave

সম্মানিত সুধী,
আসসালামু আলাইকুম।
আগামী ৯ই মার্চ ২০২৬ রোজ সোমবার, বিকেল ৫ টায় পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রবাসের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সংগঠন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক এর উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

**ইফতার পার্টি আয়োজক কমিটি**

মোঃ নুরুল আমিন
আহ্বায়ক (347-935-5074)

এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী
প্রধান সমন্বয়কারী (929-832-7735)

ফয়সাল পাটোয়ারী
সদস্য সচিব (917-528-3625)

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া, মামুন মজুমদার, ফয়েজ আহমেদ, ওসমান ওমর ফারুক ও মাহমুদুল হাসান

**কার্যকরি কমিটিঃ** সাইফুল ইসলাম, এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী, লুৎফুর রহমান চুন্নু, নুরুল আলম মজুমদার, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সাকিল মিয়া, এড. নুবায়রা ইবনাত, সাইফুল ইসলাম লিটন, মোহাম্মদ আজাদ, মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, ফয়সাল আহমেদ (রিপন), নুরুল ইসলাম মিলন, গোলাম আজম রকি, মামুন মজুমদার, মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী, ফজলুল হক, ফয়সাল পাটোয়ারী, আনিসুজ্জামান রাসেল, ফয়েজ আহমেদ, মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক, শাহাদাত হোসেন, হুমায়ূন কবীর ঢালী, ফারহানা আক্তার শিমু, শেখ সায়েম উল্লাহ্‌, মাওলানা আঃ রহমান, ওসমান ওমর ফারুক, মোঃ নিয়াজ মোরশেদ, আবু বকর, মোঃ মোস্তাক আহমেদ, এস এম মাহবুবুর রহমান টিটু, আলমগীর হোসেন, গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ, আহ্‌নাফ আলম, মোঃ বোরহান উদ্দিন, মোঃ আবু ইউসুফ, মাহমুদুল হাসান, ইমাম সোহেল, মোঃ আবু তাহের গাজী, মোঃ ইকবাল হোসেন, আবু বি সিদ্দিক (মশিউর), মোমিন হোসেন মিন্টু, মোঃ সামসুল আলম, পীরজাদা মেহদী হাসান, মোঃ মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ, মোঃ তানভীর হোসেন রনি, মানিক রাজা ও শাহাদাত হোসেন।

**পৃষ্ঠপোষকতায়**

হারুন ভূঁইয়া, মোস্তফা হোসেন মুকুল, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজী, খোরশেদ আলম খোকন, প্রফেঃ শাহাদত হাসান, মনির হোসেন, মাজাহারুল ইসলাম চৌধুরী মুসা, জামান তপন, রফিকুর রহমান মিয়া, হাবিব খন্দকার, ডা. জাহাঙ্গীর আলম, নূর মোহাম্মদ ও হুমায়ূন কবির।

**অনুরোধক্রমে**

রাজু সাহা (বিপ্লব)
সভাপতি
347-738-7196

সোহেল গাজী
সাধারণ সম্পাদক
646-461-0919

## ভারত ‘পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে’

১২ পৃষ্ঠার পর

জন্য ন্যায়সঙ্গত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতি বহন করে’।

মোদি দুই দেশকে ‘বিশ্বস্ত অংশীদার’ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বাণিজ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্পর্ককে ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’ হিসেবে বর্ণনা করেন। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দুই দেশের ‘সমন্বয়’-এর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন খাতে এই সম্পর্ককে আরও সুসংহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’।

২০১৪ সালে বিজেপির ক্ষমতায় আসা এবং নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর দুই দেশের সম্পর্কে দৃঢ়তা এসেছে। ২০১৭ সালে মোদি প্রথমবারের মতো ইসরায়েল সফর করেন এবং ২০১৮ সালে নেতানিয়াহু ভারত সফর করেন।

ইসরায়েলের হারেৎজ পত্রিকার সাংবাদিক গিডিয়ন লেভি আল জাজিরাকে বলেন, ‘ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। ভারতের জনমত যখন ইসরায়েল সম্পর্কে খুবই সমালোচনামুখর, ঠিক সেই সময়ে [মোদির] সেখানে উপস্থিত হওয়া এমন এক পদক্ষেপ, যাকে খাটো করে দেখা যায় না’। তিনি আরও বলেন, দুজন নেতা ‘জাতীয়তাবাদী, একদিকে পপুলিস্ট, বেশ রক্ষণশীল এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাবের’।

ভারত ইসরায়েলের অস্ত্রের বড় ক্রেতা। ২০২০-২০২৪ সালের মধ্যে তারা ২০.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। ২০২৪ সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩.৯ বিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশই প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত।

গাজায় ইসরায়েলের হামলার পরও দেশটিকে সমর্থন জানানোর কারণে মোদি সমালোচনার মুখে পড়েছেন। ভারতের সাংসদ ইমরান মাসুদ মোদিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘যদি কোনো নৈতিকতা থাকে, তবে তার উচিত গাজায় শিশুদের মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলা। ভারতের অবস্থান পরিষ্কার; ভারত ফিলিস্তিনকে সমর্থন করে’।

কমিউনিস্ট নেতা মারিয়ান আলেকজান্ডার বেবি বলেন, মোদির ইসরায়েলকে কাছে টানা হলো ‘ভারতের উপনিবেশবিরোধী ঐতিহ্য এবং ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সমর্থনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা’।

## বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ‘খেললে’ শুল্ক

৭ পৃষ্ঠার পর

পড়তে হতে পারে তাদের। নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ স্যোশালে এক পোস্টে ট্রাম্প এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, ‘ক্রেতারা সাবধান।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরপরই বাণিজ্যযুদ্ধে নেমেছেন। তিনি বিশ্বের প্রায় প্রতিটা দেশের ওপরই পাল্টা শুল্ক চাপিয়েছেন। তাঁর দাবি, এই দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দশকের পর দশক সুবিধা নিলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করেছে। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের পর তাঁর আহ্বানে বিভিন্ন দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তি করেছে। এর মধ্যেই সম্প্রতি মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এক আদেশে বলেন, ট্রাম্প যে আইন ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক বসিয়েছেন, তা সংবিধান পরিপন্থী। আদালতের এই রায়ের পরপরই ট্রাম্প অন্য একটি আইনে সব দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। পরে শুল্ক ১৫ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এরপরই এই হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

## এপস্টেইনের সঙ্গে কখনো দেখা

৬ পৃষ্ঠার পর

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করা নিয়ে অভিযোগ তোলেন তিনি। মূলত ২০১৬ সালে হিলারির বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ডিসির একটি পিৎজা রেস্তোরাঁকে ব্যবহার করে শিশু পাচারচক্রের বিষয়ে অভিযোগ আনা হয়। এমনও শোনা যায়, পরে ওই চক্রের সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পায় নিউইয়র্ক পুলিশ।

পাশাপাশি হিলারি তার লিখিত সাক্ষ্যে রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন প্যানেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, এপস্টেইনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে সম্পর্ক ছিল, তা থেকে নজর সরাতেই এ প্যানেল চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক যৌন পাচার রোধে কাজ করা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি শাখাকে অকার্যকর করে দিয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন।

এদিকে হিলারির সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্পকে প্যানেলের সামনে হাজির করার বিষয়টি নাকচ করে দেন হাউজ ওভারসাইট কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কোমার।

এ রিপাবলিকান প্রতিনিধি বলেন, এপস্টেইন ইস্যুতে হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ডোনাল্ড প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এমনকি নথি প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছেন।

হিলারি এরই মধ্যে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০০৮ সালে অপরাধ স্বীকার করার আগে এপস্টেইনের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ছিল, তাদের অধিকাংশই এ যৌন অপরাধীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতেন না। বিল ক্লিনটন ঠিক এ বিষয়েই কমিটিতে সাক্ষ্য দেবেন।

এর বিপরীতে কোমার বলেছেন, এপস্টেইনের সঙ্গে হিলারির কোনো যোগাযোগ ছিল কি-না, ক্লিনটনদের দাতব্য কার্যক্রমে কোনো সম্পৃক্ততা ছিল কি-না এবং কারাগারে থাকা সহযোগী গিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে হিলারির কোনো সম্পর্ক ছিল কি-না এসব বিষয়ে কমিটি তথ্য খুঁজবে। সঙ্গে ক্লিনটন দম্পতির সাক্ষাৎকার এবং ভিডিও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

ক্ষমতা ছাড়ার পর বিল ক্লিনটন বেশ কয়েকবার এপস্টেইনের উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেছেন, এমন তথ্য রয়েছে। তবে তিনি কোনো ধরনের অন্যায়ের কথা অস্বীকার করেছেন এবং এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।

কোমারের তথ্যমতে, ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এপস্টেইন ১৭ বার হোয়াইট হাউজে গিয়েছিলেন। বিচার বিভাগও তাদের প্রকাশিত নথিতে ক্লিনটনের ছবির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল।

কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য রবার্ট গার্সিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিকের সাক্ষ্য দেয়া উচিত। কারণ লুটনিক প্রথমে বলেছিলেন তিনি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কিন্তু এর কয়েক বছর পরেও তিনি এপস্টেইনের দ্বীপে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

এদিকে গার্সিয়া ও অন্য ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, ট্রাম্পকে রক্ষা করতেই বিচার বিভাগ এপস্টেইনের ৩০ লাখ প্রকাশিত নথি থেকে বেছে বেছে কিছু তথ্য গোপন করেছে। গার্সিয়া বলেন, এর মধ্যে এমন এক নারীর রেকর্ড আছে, যিনি অভিযোগ করেছিলেন নাবালিকা অবস্থায় ট্রাম্পের যৌন নির্যাতের শিকার হয়েছিলেন।

বিচার বিভাগ জানিয়েছে, কোনো নথি অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে কি-না, তা তারা পর্যালোচনা করে দেখছে এবং উপযুক্ত মনে হলে সেগুলো প্রকাশ করা হবে। খবর রয়টার্স।

## একটা মৃত আমেরিকাকে আকর্ষণীয়

৭ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটদের দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি বড় বিমা কোম্পানিগুলোকে দেওয়া সমস্ত অর্থ বন্ধ করতে চাই এবং তার পরিবর্তে সেই অর্থ সরাসরি জনগণকে দিতে চাই, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের স্বাস্থ্যসেবা কিনতে পারে, যা হবে কম খরচে আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা।’

৭৯ বছর বয়সী এই নেতা আশা প্রকাশ করেন, এই প্রাইম-টাইম মঞ্চটি ভোটারদের কাছে তাঁর অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং গভীরভাবে বিভক্ত প্রথম বছরের সাফল্যগুলো তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

বর্তমানে মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিষয়ে জনমত জরিপগুলোতে ট্রাম্প এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি বেশ পিছিয়ে আছে এবং রিপাবলিকানরা ভয় পাচ্ছেন, তাঁরা হাউসে তাঁদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ডেমোক্র্যাটদের কাছে হারিয়ে ফেলতে পারেন, যা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের বাকি সময়কে স্থবির করে দিতে পারে এবং তাঁকে সম্ভাব্য তৃতীয় অভিশংসনের মুখে ফেলতে পারে।


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

**Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.**

**Queens Main Office:**
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

**Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC**
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

**Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.**
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# ইউনুস কহে

## লুৎফর রহমান রিটন

আইউব পারেনি এহিয়া পারেনি
পারেনি নিয়াজি টিক্কা,
আমিই পেরেছি বাঙালিকে দিতে
যথা সমুচিত শিক্ষা।

বাঙালির নেতা শেখ মুজিবেরে
ভাঙিয়া করেছি চূর্ণ,
মিটে নাই তবু পুষে রাখা ক্রোধ
আশা হয় নাই পূর্ণ।

মুছিয়া দিয়াছি মার্চের সাত,
পনেরো আগস্ট, হেঁইয়ো...
দিবস পালনে মুজিব আর নাই!
মুজিবর নাই, নেই ও...

বত্তিরিশের মুজিব বাড়িটা
ভাঙিয়া দিয়াছে কাহারা?
আমি ভাঙিয়াছি, ওয়াকার আর
আর্মি দিয়াছে পাহারা...

ভাঙিবার কালে অতি নিকটেই
পুলিশও ছিলো রে দাঁড়ায়ে,
আমার ইশারা, মব বাহিনিকে
দেয় নাই তাই তাড়ায়ে...

বাঙালিরা অতি উজবুক জাতি
এ জাতি মানুষ হইবে?
তবুও গাধারা আমার পক্ষে
অবিরাম কথা কইবে! ...

অভিশপ্ত এ জাতির স্কন্ধে
ঝুলায়ে দিয়াছি ঝোল্লা...
তাহারা খাইবে ভিক্ষার দানা
আর আমি রসগোল্লা! ...

বাঙালির সব অর্জনগুলো
মুছিয়াছি নিজ হস্তে।
তবুও,
(আমাকে লইয়া মাতিয়া থাকিবে
বেকুব আর ক্ষতিগ্রস্তে....)

অটোয়া ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

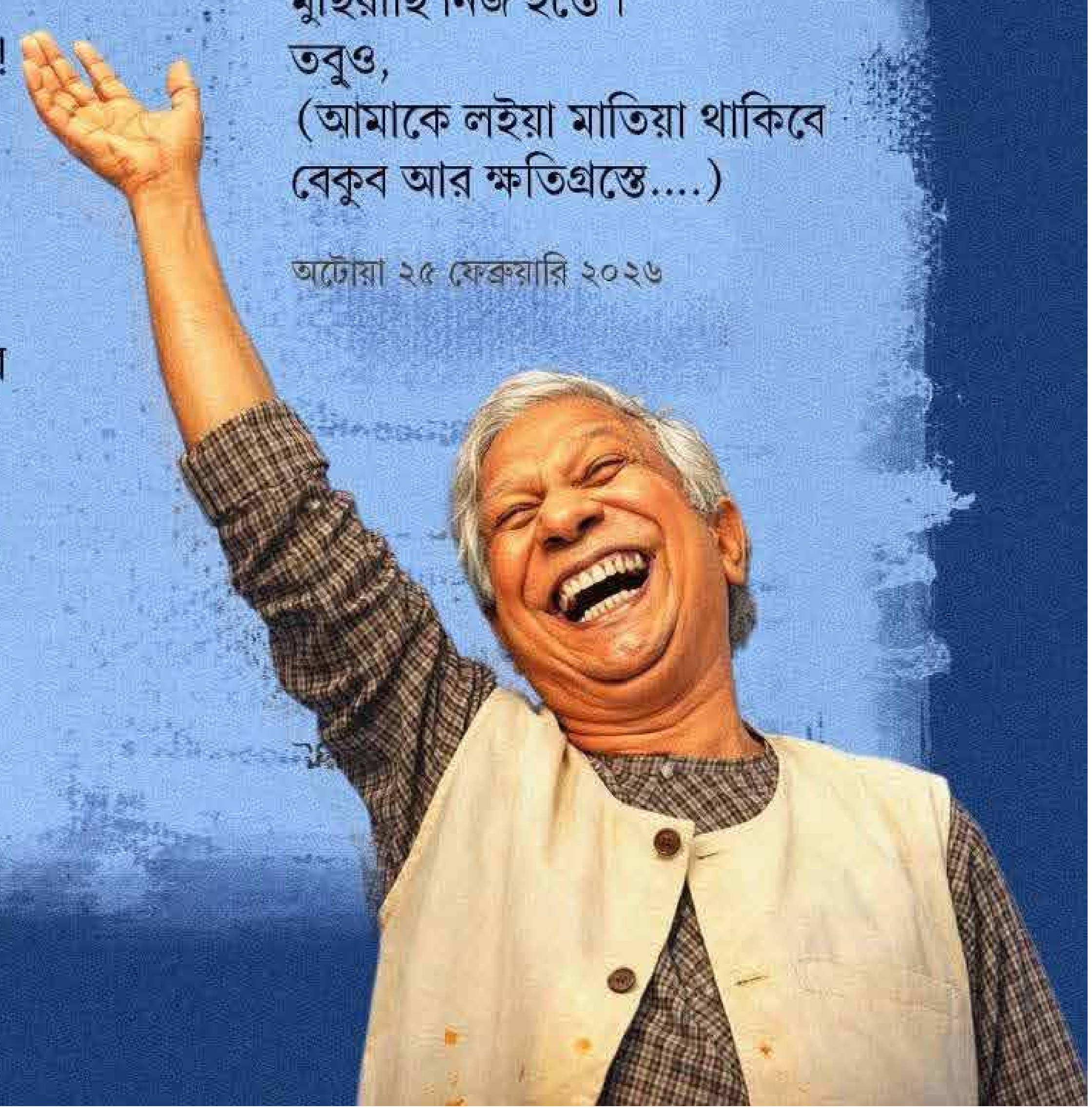

# পাকিস্তান-আফগানিস্তান কেন লড়ছে, সামরিক সক্ষমতায় কে এগিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

হামলায় তারা ৫৫ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছে এবং দুটি সামরিক ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে।

কেন সংঘর্ষ?

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তকে ডুরান্ড লাইন বলা হয়, যার দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৬১১ কিলোমিটার।আফগানিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে এ সীমান্ত স্বীকৃতি দেয় না, কারণ তাদের মতে এটি ঔপনিবেশিক যুগের আরোপিত বিভাজন। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সেনা প্রত্যাহারের পর থেকে এ দুই প্রতিবেশীর মধ্যে প্রায় ৭৫টি সংঘর্ষ হয়েছে বলে আল জাজিরাকে জানিয়েছেন স্থানীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক সামি ওমারি।

পাকিস্তানের অভিযোগ, পাকিস্তান তালেবানকে (টিটিপি) আশ্রয় দিচ্ছে আফগানিস্তান। ২০০৭ সালে গঠিত টিটিপি আফগান তালেবান থেকে আলাদা হলেও আদর্শগত ও সামাজিকভাবে ঘনিষ্ঠ। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তানে টিটিপি ও বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মির হামলা বেড়েছে।

সিঙ্গাপুরের এস রাজরত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের গবেষক আবদুল বাসিত বলেন, আফগান তালেবানের সামরিক সক্ষমতা পাকিস্তানের তুলনায় দুর্বল। তাদের আত্মঘাতী হামলাকারী ও কামিকাজে ড্রোন রয়েছেড়সম্ভবত সেগুলোই বেশি ব্যবহার করবে।

এদিকে, আফগানদের বিমানবাহিনী নেই। ফলে আকাশপথে পাকিস্তানেরই সুবিধা বেশি। তবে পাকিস্তানি সেনারা স্থলসীমান্ত অতিক্রম করবে এমন সম্ভাবনা কম। যদিও ভারী আর্টিলারি দিয়ে গোলাগুলি অব্যাহত থাকতে পারে।

পাকিস্তানের ‘সরাসরি যুদ্ধ’ ঘোষণার অর্থ কী?

কাবুলসহ তিনটি প্রদেশে পাকিস্তানের বিমান হামলার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘সরাসরি যুদ্ধ’ ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। তিনি বলেন, আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষের প্রতি ইসলামাবাদের ‘ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে’। দুই দেশ এখন ‘উন্মুক্ত যুদ্ধে’ জড়িয়ে পড়েছে। এখন প্রশ্ন উন্মুক্ত যুদ্ধের অর্থ কী?

এ প্রসঙ্গে আফগানিস্তান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আমিন সইকাল বিবিসির নিউজ-ডে প্রোগ্রামে বলেছেন, এটি একটি ‘অত্যন্ত গুরুতর অগ্রগতি’। ইসলামাবাদ ইঙ্গিত দিচ্ছে, পাকিস্তানে সাম্প্রতিক হামলার নেপথ্যে থাকা সশস্ত্র গোষ্ঠীকে মদদ দেয়ার অভিযোগে তারা আফগান তালেবানদের ‘শাস্তি’ দিতে চায়।

তার মতে, আফগানরা নিজেরাই অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। এমন পরিস্থিতিতে এ উত্তেজনা বৃদ্ধি আফগানিস্তানের জনগণের জন্য বিপর্যয়কর হবে।

আফগানিস্তানের কোন কোন এলাকা লক্ষ্যবস্তু?

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার জানান, কাবুল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাকতিয়া প্রদেশ ও দক্ষিণের কান্দাহারে ‘আফগান তালেবানের প্রতিরক্ষা লক্ষ্যবস্তুতে’ হামলা চালানো হয়েছে। তালেবান মুখপাত্র মুজাহিদও এ তিন প্রদেশে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে দুই পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাতে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে বলা হয়, আফগানিস্তানের দুটি ব্রিগেড ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম পাকিস্তান টিভি দাবি করছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একাধিক তালেবান স্থাপনা ‘ধ্বংস’ করা হয়েছে। হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল কান্দাহারের একটি ব্রিগেড সদরদপ্তর ও গোলাবারুদ ডিপো, বাজার ও আংগুর আড্ডাসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি সেক্টর।

পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রণালয় আরো জানায়, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের চিত্রাল, খাইবার, মোহমান্দ, কুররম ও বাজাউর জেলাতেও আফগান তালেবান বাহিনীকে লক্ষ্য করে অভিযান চলছে।

শুক্রবার সকালে আফগানিস্তান-পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ তোরখাম সীমান্ত ক্রসিংয়ের কাছে গোলাগুলি ও ভারী গোলাবর্ষণের খবর পাওয়া যায়। আল জাজিরা ও এএফপি জানায়, আফগান সেনারা সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। যদিও অক্টোবরের সংঘর্ষের পর থেকে স্থলসীমান্ত মূলত বন্ধ, তবু পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা আফগানদের জন্য তোরখাম খোলা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

এ ঘটনাকে পাকিস্তানের ‘অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা’ বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, রমজান মাসে নারী ও শিশুসহ বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে আফগান ভূখণ্ডে পাকিস্তানের বিমান হামলা আমরা তীব্র নিন্দা জানাই।

উভয় পক্ষকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস। আর রমজানের প্রেক্ষাপটে সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ মেটানোর আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচী।

এদিকে, অবিলম্বে সীমান্তপারের হামলা বন্ধ করে কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া। প্রয়োজনে মধ্যস্থতা করতে চায় মস্কো।

সামরিক সক্ষমতায় কে এগিয়ে

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বর্তমান সামরিক শক্তির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ ও সামরিক সক্ষমতায় আফগানিস্তানের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। তবে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় গেরিলা যুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষ তালেবান। ২০২১ সালে ক্ষমতায় ফেরার আগে তারা কয়েক দশক ধরে সশস্ত্র লড়াই চালিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (আইআইএসএস) তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে প্রায় ৬ লাখ ৬০ হাজার সদস্য রয়েছে। অন্যদিকে তালেবান সরকারের অধীনে আফগানিস্তানে যোদ্ধা রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭২ হাজার। সামরিক অস্ত্রের সংখ্যায়ও অনেক এগিয়ে পাকিস্তান। দেশটিতে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার সাঁজোয়া যান এবং ৪ হাজার ৬০০টির বেশি আর্টিলারি বা ভারী কামান রয়েছে। অন্যদিকে, তালেবানের কিছু সাঁজোয়া যান থাকলেও সেগুলোর অধিকাংশ পুরোনো। সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত নয়।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কাছে অন্তত ৪৬৫টি যুদ্ধবিমান ও ২৬০টি হেলিকপ্টার রয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানের কার্যকর কোনো বিমান বাহিনী নেই। তাদের কাছে কিছু পুরোনো বিমান ও হেলিকপ্টার থ াকলেও সেগুলো কতটা সক্রিয়, তা স্পষ্ট নয়। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফেলে যাওয়া সামরিক সরঞ্জাম তালেবান বাহিনী হাতে পেলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর সক্ষমতা কমে গেছে। বর্তমানে ওইসব সরঞ্জামের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট নয়।

আর আইআইএসএসের তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের কাছে আনুমানিক ১৭০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই।

সামনে কী?

বিশ্লেষকদের মতে, আফগান তালেবান যদি টিটিপির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে পরিস্থিতির আরো বড় ধরনের অবনতি হতে পারে। দুই দেশের পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র যুদ্ধ আফগানিস্তানের জন্য অনুকূল হবে নাড়কারণ সামরিক শক্তিতে পাকিস্তান এগিয়ে। তবে সীমান্তজুড়ে গোলাগুলি ও পাল্টা হামলা অব্যাহত থাকলে উত্তেজনা দ্রুত আরো ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে।

# বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

**Ultracare Family Wellness of NY, Inc.**
**Diana's Angels Home Care Inc.**

# PCA/HHA HOME CARE
## Service Provider

**Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
**Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
**We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
**We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান?
## আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower:**
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**

**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

# নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com



# Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com



# WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

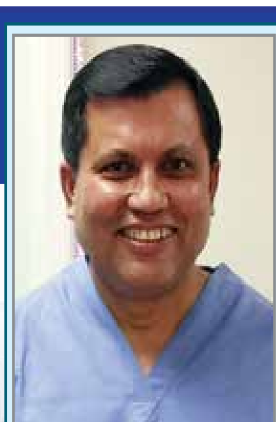

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি



# ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com



# WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

# যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার ছায়া, তবু রেস্তোরাঁ

৬ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ বেড়েছে, যা প্রায় ১ লাখ ৮ হাজার নতুন চাকরি যোগ করেছে। আর একই সময়ে পুরো মার্কিন অর্থনীতি মাত্র ১ লাখ ৮১ হাজার চাকরি সৃষ্টি করেছেড়মন্দার বছর ছাড়া গত ২০ বছরের মধ্যে এটি সবচেয়ে দুর্বল বার্ষিক প্রবৃদ্ধি।

তবে এই সাফল্য সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমান ছিল না। করপোরেট নথি পত্র বলছে, ব্রিংকার ইন্টারন্যাশনাল-এর মালিকানাধীন ‘চিলি’স, ইয়াম! ব্র্যান্ডস’ (ChiliÕs, Yum! Brands) এর ‘ট্যাকো বেল’ এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল কফি চেইন ‘ডাচ ব্রোস’ (Dutch Bros) আগ্রাসী বান্ডেল অফার, ডিজিটাল উদ্ভাবন ও সীমিত সময়ের বিশেষ মেন্যুর মাধ্যমে ক্রেতা টানতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয়, উচ্চ মুনাফার খাবারও তাদের বিক্রি বাড়াতে সহায়তা করেছে।

অন্যদিকে একসময়ের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘চিপোটল ম্যাক্সিকান গ্রিল’ (Chipotle Mexican Grill) ও ‘কাভা’ (Cava) বিশ্লেষকদের ভাষায় একঘেয়েমির শিকার হয়েছে। উচ্চমূল্যের কাস্টমাইজড গ্রেইন বা সালাদ বোল নিয়ে তরুণ ভোক্তাদের আগ্রহ কমে গেছে।

অ্যারিজোনাভিত্তিক ‘ডাচ ব্রোস’ গত দুই বছরে প্রায় ৮ হাজার কর্মী নিয়োগ দিয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানটির ৩৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ক্রিস্টিন ব্যারোন জানিয়েছেন, তরুণদের কাছে কাস্টমাইজড পানীয় জনপ্রিয় হওয়ায় তাদের প্রবৃদ্ধির ধারা শক্তিশালী। একইভাবে আইসক্রিম চেইন ‘হোয়াইটস ফ্রোজেন কাস্টার্ড’ (WhitÕs Frozen Custard) গত দুই বছর ধরে বছরে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কর্মী বাড়িয়েছে। বর্তমানে তাদের ১০টি অঙ্গরাজ্যে ৯৩টি শাখা রয়েছে।

চীনা পানীয় ব্র্যান্ড ‘নিংজি লেমন টি’ (Ningji Lemon Tea) এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আমান্ডা ওয়াং বলেন, মূল্য সচেতন ভোক্তারা সাশ্রয়ী বিলাসিতার খোঁজে চা পানীয়ের দিকে ঝুঁকছেন। তিনি বলেন, ‘চা সামান্য হলেও সুখ দেয়।’

২০২৫ সালে স্ন্যাক্স ও নন-অ্যালকোহলিক পানীয়ভিত্তিক রেস্তোরাঁয় কর্মী সংখ্যা ৩.৬ শতাংশ বেড়েছে, আর বসে খাওয়ার রেস্তোরাঁয় বেড়েছে ১ শতাংশ। তবে ফাস্ট-ফুড খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ০.৪ শতাংশ, আর ক্যাফেটেরিয়া ও বুফেতে কর্মসংস্থান কমেছে ৩.৯ শতাংশ।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি ‘লিপস্টিক ইফেক্ট’-এর প্রতিফলন। অর্থাৎ ভোক্তারা বড় ভ্রমণ বা ব্যয়বহুল কেনাকাটা স্থগিত রাখলেও ছোট পরিসরে বাইরে খাওয়া, কফি বা ডেজার্টে খরচ করছেন। যদিও খাদ্যদ্রব্যের দাম ২.৩ শতাংশ বেড়েছে, রেস্তোরাঁর মেনুর দাম বেড়েছে ৪.১ শতাংশ। তবুও সীমিত ব্যয়ের এই আনন্দই যুক্তরাষ্ট্রে রেস্তোরাঁ শিল্পকে কর্মসংস্থানের এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল খাত হিসেবে তুলে ধরেছে।

# নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে নিউইয়র্কে 'জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন'-এর উদ্যোগে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে নিউইয়র্ক সময় ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪:৩০ টায় ভাষা শহীদদের স্মরণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও সম্মেলন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেলের কার্যালয়ের প্রধান অহহব খধভবনবৎ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম কেবল বাংলাদেশের ইতিহাস নয়, বরং বিশ্বব্যাপী ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বহুভাষিকতার প্রসারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি টেকসই সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে বহুভাষাবাদকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য টঘঊঝঈঙ-কে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য বক্তারা ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক দিবসের প্রতিপাদ্য "গধহু ষধহমঁধমবং, ড়হব ভঁঃৎব: ণড়ঁঃয াড়রপবং ড়হ সঁষঃরষরহমঁধষ বফঁপধঃরড়হ" এর তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন ভাষাগত বৈচিত্র্য কেবল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি। আজকের তরুণ প্রজন্মই আগামী দিনের নীতি-নির্ধারক, উদ্ভাবক ও নেতৃত্বদানকারী শক্তি; তাই বহুভাষিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বিকশিত হয়, একই সঙ্গে অন্যান্য ভাষা শেখার সুযোগ তাদের বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। আমরা যদি সত্যিই "এক ভবিষ্যৎ" গড়তে চাই, তবে "বহু ভাষা"-র শক্তিকে স্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান ও সংরক্ষণ করতে হবে, এবং সেই অভিযাত্রায় তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন টঘঊঝঈঙ ঙভভরপব রহ ঘব িণড়ৎশ-এর লিয়াজোঁ অফিসার ঠধষবৎরব চবঃরঃ, গঁষঃরষরহমঁধষরংস অফিসার ওংধনবষষব ইরষঃবৎ, এবং টঘঊঝঈঙ ঙভভরপব রহ ঘব িণড়ৎশ-এর কর্মকর্তা গরশধবষ কধর ঘড়সঁৎধ.

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকবৃন্দ, জাতিসংঘ সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভা শেষে উপস্থিত অতিথিদের সম্মানে ইফতার পরিবেশন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে টঘঊঝঈঙ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দিবসটির বৈশ্বিক স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

## অবৈধ অভিবাসনবিরোধী

৫০ পৃষ্ঠার পর

সহায়তা ও বাড়ি যাওয়ার জন্য পরিবহন সুবিধা দেয় ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম।

এ নিয়ে ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২২ জনে। সর্বশেষ গত ২০ জানুয়ারি ৩৬ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

আজ ফেরত আসা ২৯ জনের মধ্যে নোয়াখালীর ১৪ জন, ঢাকার ৭ জন, কুমিল্লার ২ জন, মুন্সিগঞ্জের ৩ জন এবং ফেনী, মৌলভীবাজার, সিলেট ও মাদারীপুরের একজন করে রয়েছেন।

ফেরত আসা ব্যক্তিদের অধিকাংশই প্রথমে বৈধভাবে ব্রাজিলে যান। পরে সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধপথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে তাদের জনপ্রতি প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ লাখ টাকা, কারও ক্ষেত্রে ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর তারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মার্কিন প্রশাসন তাদের প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ফেরত আসাদের একজন নোয়াখালী জেলার সাইফুল ইসলাম জানান, তিনি ২০২৪ সালে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ব্রাজিল যান। সেখান থেকে তিনি দালালের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ পাড়ি দিয়ে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন।

ফেরত আসা আরেক বাংলাদেশি রিয়াদ চৌধুরী জানান, তিনি ২২ লাখ টাকা খরচ করে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ২০২৪ সালের শেষের দিকে ব্রাজিল যান। সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ ১ বছর জেলে থেকে আজ তিনি দেশে ফিরেছেন।

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার আব্দুল সবুর জানান, তিনি ৬৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর পর্যটন ভিসায় ব্রাজিলে যান। সেখান থেকে একাধিক দেশ হয়ে ২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান। আশ্রয় আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৪১০ জন বাংলাদেশি ব্রাজিলে গেছেন, যার মধ্যে নোয়াখালীর ৯৯০ জন। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের একাধিক দফায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

এর আগে গত বছরের ৮ ডিসেম্বর ৩১ জন, ২৮ নভেম্বর চার্টার্ড ফ্লাইটে ৩৯ জন এবং ৮ জুন চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। এ ছাড়া চলতি বছরের ৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইটে অন্তত ৩৪ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

মার্কিন আইন অনুযায়ী, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (আইসিই) প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার বেড়েছে।

এ বিষয়ে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান বলেন, বাংলাদেশ থেকে বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিলে গিয়ে সেখান থেকে নানা দেশ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাচারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এই যে বিএমইটি শত শত কর্মীকে ব্রাজিলে পাঠানোর অনুমোদন দিচ্ছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সেখানে কর্মসংস্থানের জন্য যাচ্ছেন, নাকি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন-সে বিষয়ে কার্যকর নজরদারি ছিল কি না, সেটি খতিয়ে দেখা জরুরি। এখানে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় আনা প্রয়োজন। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে আরও সতর্ক হতে হবে।

## ট্রাম্প প্রশাসনের বার্তা:

৫০ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিচার বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস) দাখিল করা নথিতে এসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে সর্বোচ্চ আদালতে ট্রাম্পের শুল্ক অবৈধ ঘোষণার পর থেকে ডজনখানেক প্রতিষ্ঠান অর্থ ফেরতের আবেদন করেছে। এর আগে রায়ের সম্ভাবনা মাথায় রেখে শত শত প্রতিষ্ঠান মামলা করেছিল। ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ান জানায়, ফেডেক্সসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো শুরু করেছে। এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টে এই শুল্ক অবৈধ ঘোষণার পর তা আদায়ও বন্ধ করেছে কাস্টমস অ্যান্ড প্রটেকশন ডিপার্টমেন্ট। যদিও আদালতের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করছেন ট্রাম্প। তিনি প্রশ্নও করেছেন, এই রায়ের পুনঃশুনানি করা সম্ভব কি না। তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি মার্কিন বিচার বিভাগ। তারা এ নিয়ে আদালতে যাবে কি না, তা নিয়েও কোনো পরিকল্পনার কথা জানায়নি।

এদিকে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার পদ্ধতি খুঁজছেন তিনি। গত শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, 'এটা (সুপ্রিম কোর্টের রায়) কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়। দশকের পর দশক ফায়দা লুটে আমাদের শত শত কোটি ডলার হাতিয়ে নিয়েছে এই দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলো। অথচ সেগুলো তারা পাওয়ার যোগ্য ছিল না। তারা "অত্যন্ত হতাশাজনক" এই রায়ের ফলে নজিরবিহীনভাবে লাভবান হবে।'

নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ আদালতের কোনো রায়ের ওপর পুনঃশুনানির ঘটনা বিরল হলেও পুরো বিষয়টি সংবিধানসম্মত। তবে একটি জটিলতা হলো, আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের এ বিষয়ে সম্মতি থাকতে হবে। যেহেতু এই আদালতে ৬-৩ ভোটে ট্রাম্পের শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করা হয়, তাই পুনঃশুনানির আবেদন গৃহীত হওয়া নিয়ে সন্দিহান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

তবে পুনঃশুনানি আদায় করতে না পারলেও, পরবর্তী পদক্ষেপের আগে একটু গুছিয়ে নেওয়ার সময় পাবে ট্রাম্প প্রশাসন। কারণ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করলে তার একটা সিদ্ধান্ত আসতে গড়ে ২৫ দিন প্রয়োজন হয়। এই পুরো আইনিপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই বোঝা যাবে, ব্যবসায়ীরা আদৌ ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর একতরফা শুল্ক আরোপ করেন। তবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ মার্কিন আদালতের রায়ে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এর পরই শুল্কের কারণে প্রদেয় বাড়তি অর্থ ক্ষতিপূরণ আকারে ফেরত দেওয়ার একটি কথা উঠে আসে। রায়ের পর প্রাথমিকভাবে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছিল, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সুদসহ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু ট্রাম্প পরে দাবি করেন, শুল্কসংক্রান্ত বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

## নিউ ইয়র্কের কুইন্সের

৫০ পৃষ্ঠার পর

২০২০ সালের মার্চ মাসে, সিটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কমিশনের কর্মকর্তারা অনুমান করেছিলেন যে একটি প্ল্যাটফর্ম এবং হাজার হাজার নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের ইউনিট নির্মাণের প্রকল্প, অফিস এবং পাবলিক স্পেস সহ, প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে।

অবশ্য নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের কার্যালয় সেই অনুমান এবং নতুন ২১ বিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল অনুরোধের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেনি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে নতুন প্রস্তাবে ৩০,০০০ ইউনিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং পার্ক, স্কুল এবং স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উভয় পক্ষই আগামী সপ্তাহগুলিতে আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে।

ওয়েভার বলেছেন যে শহরটি প্রায় ছয় বছর আগে ডি ব্লাসিও প্রশাসন কর্তৃক জারি করা পরিকল্পনার উপর নির্ভর করবে না।

আমরা প্রকল্পটি নতুন করে পর্যালোচনা করতে চাইছি এবং নিশ্চিত করতে চাইছি যে এটি নিউ ইয়র্কবাসীদের সত্যিকার অর্থে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সরবরাহ করে, তিনি বলেন।

২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে, মামদানির মুখপাত্র জো ক্যালভেলো সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে মেয়র এবং ট্রাম্প ১২,০০০ নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্যালভেলো আবাসনটি কোথায় অবস্থিত হবে তা নির্দিষ্ট করেননি।

"শেষবার যখন প্রেসিডেন্ট এবং মেয়র এর দেখা হয়েছির, তখন প্রসিডেন্ট ট্রাম্প তাকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে কীভাবে একসাথে জিনিসপত্র তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে কিছু বড় ধারণা নিয়ে ফিরে আসতে বলেছিলেন," ক্যালভেলো নভেম্বরে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে মামদানির পূর্ববর্তী বৈঠক সম্পর্কে বলেছিলেন। "প্রেসিডেন্ট এই ধারণাটি নিয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন।"

এক পর্যায়ে, মেয়র "ট্রাম্প টু সিটি: লেটস বিল্ড" শিরোনাম সহ ডেইলি নিউজের প্রথম পৃষ্ঠাটি তুলে ধরেন। মেয়র বিশেষভাবে সানিসাইডের কথা উল্লেখ করেছেন কিনা তা সিটি হলের সহযোগীরা নিশ্চিত করেননি।

সানিসাইডের সাইটে যেকোনো নির্মাণের জন্য ফেডারেল অনুমোদনের প্রয়োজন হবে কারণ সানিসাইড ইয়ার্ড এবং আশেপাশের রেল অবকাঠামো আমট্র্যাকের মালিকানাধীন।

নভেম্বরে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মামদানির অঘোষিত ওয়াশিংটন সফর রাষ্ট্রপতির সাথে তার দ্বিতীয় সফর। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামতের মধ্যে বিশাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, নিউ ইয়র্কবাসীরা তাদের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলিতে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, যেমন সামর্থ্য।'

## বিদেশি ভ্রমণকারীদের

৫০ পৃষ্ঠার পর

বহন করতে হয়। আপনি যদি সরকারি সুবিধার

অপব্যবহার করেন বা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল হন, তাহলে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য আপনি অযোগ্য বিবেচিত হতে পারেন।

# নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দিবাগত রাতে নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এক নিউইয়র্কে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুল সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি। অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মান করে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সোসাইটি ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে ফুল প্রদান করা হয়।

সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মূল পর্বের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আব্দুর রহিম হাওলাদার, মোহাম্মদ আতরাউল আলম ও কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ানসহ সোসাইটির কর্মকর্তারা।

এরপর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পনকারী সংগঠনগুলোর নামের তালিকা পাঠ করেন এবং সংগঠনগুলো একে একে লাইনে দাঁড়িয়ে একুশের প্রথম প্রহর স্থানীয় সময় রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে একে একে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এসময় বাংলাদেশ সোসাইটি, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদ, আওয়ামী পরিবার, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, চট্টগ্রাম সমিতি, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি, গ্রেটার খুলনা সোসাইটি ইউএসএ, জেনারেশন ৭১, কুষ্টিয়া জেলা এসেসিয়েশন ইউএসএ, কিশোরগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ, প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ব্রাক্ষণবাড়িয়া সোসাইটি ইউএসএ, চাঁদপুর ফাউন্ডেশ নিউইয়র্ক, বিন্দাবন্দ এলামনাই এসোসিয়েশন, হবিগঞ্জ জেলা সমিতি, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার, নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন, বৃহত্তম লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ প্রভৃতি সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এসময় অমর একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি' পরিবেশিত হয়।

শুরুতে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথমে সোসাইটির পক্ষ থেকে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় সোসাইটির কর্মকর্তা ও ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বিশেষ দোয়া করা হয়।

অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শুরুর আগে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম তার বক্তব্যে বলেন, এই সোসাইটি আমাদের সবার। এখানে কোন রাজনীতি নেই। তিনি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি আপনার, অমার সবার সংগঠন। এজন্য সবার সহযোগিতা চাই।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির অন্যান্য কর্মকতার মধ্যে একুশ উদযাপন কমিটির আহবায়ক আবুল কালাম ভুঁইয়া, সদস্য সচিব মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) ও প্রধান সমন্বয়কারী মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি), সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কাশেম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সোসাইটি বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সোসাইটির কার্যালয়ে আয়োজন ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক নতুন প্রজন্ম অংশ নেয়।

খবর ইউএনএর, ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

# এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন হয়েছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার এস্টোরিয়ার আল আমিন ইসলামিক সেন্টারে (জামে মসজিদে) অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মাহফিলে সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদারের বাবা মরহুম ফজলুর রহমান তরফদার, শাহজালাল মসজিদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাষ্টি সদস্য মরহুম তরাজ মিয়া ও আল আমীন মসজিদের মুসল্লী মরহুম সোয়েব আহমেদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও এতে দেড় শতাধিক মুসল্লি অংশ নেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান ও মাওলানা নেসার আহমেদ।

মাহফিলে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের সহ কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আল আমিন জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির আব্দুর রকীব, শাফায়েত খান, মিসবাউর রহমান এনাম, মোহাম্মদ হেলাল ও আব্দুর রহীম, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ লিটন আহমেদ, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটির সদস্য চমন উদ্দিন, রাহাত খান, শহীদ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ শাহীনুজ্জামান, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, মশফিক চৌধুরী, মুশফিকুর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, আল আমীন, মোখলেসুর রহমান, হাজী মোহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, হাজী মোহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, মঞ্জুরী আহমেদ মুন, জায়েদ আহমেদ, রাশিদা আকতার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, হাজী আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি কয়েস আহমদ, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য আবু সোলেমান, রুবেল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলটি সফল করায় বিশেস সহযোগিতার জন্য এপোলো ইন্স্যুরেন্স-এর প্রেসিডেন্ট শমশের আলীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়। এছাড়াও প্রচন্ড তুষারপাত উপক্ষো করে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইফতার মাহফিলে উপস্থি হওয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন। খবর ইউএনএ'র।

## মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর ঢাকায় যাচ্ছেন

৫০ পৃষ্ঠার পর

নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসনের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই পল কাপুরের ঢাকা সফরের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। জানা গেছে, ৩ থেকে ৫ মার্চ পল কাপুর ঢাকা সফর করবেন। ট্রাম্প প্রশাসনের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসেবে তার এ সফরকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও সুসংহত করার একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত পল কাপুরকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। এরপর গত অক্টোবর মাসে তার এ নিয়োগ চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। দক্ষ এ কূটনীতিকের ঢাকা সফর মূলত বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অংশীদারিত্বের বিষয়ে আলোকপাত করবে।

## যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দারা নতুন বিধিনিষেধের

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রবেশের সময় বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দিতে হবে। চতুর্থত, কিছু শরণার্থী যারা এক বছরের মধ্যে স্থায়ী বসবাসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হন তাদের আটকের সম্মুখীন হতে পারেন।

পঞ্চমত, শর্তসাপেক্ষে গ্রিন কার্ডধারীরা যোগ্যতা যাচাই করার জন্য অভিবাসন কর্মকর্তারা আকস্মিকভাবে বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রে যেতে পারেন। ষষ্ঠত, প্রস্তাবিত বিদ্যমান মজুরি নিয়ম পরিবর্তনের ফলে এ্-১ই ভিসা এবং কর্মসংস্থান-ভিত্তিক গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপের খরচ বাড়তে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে।

# নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউজার্সি ষ্টেটের আটলান্টিক সিটিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির ১৪১১, পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল হরিনাম সংকীর্তন,মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

ধর্মসভায় পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রম্মচারি শুভানন্দ দাস উপস্থিত থেকে কৃষ্ণভক্তদের কৃতার্থ করেন। ধর্মসভায় শুভানন্দ দাস ব্রম্মচারি বলেন, ভগবানকে লাভ করতে হলে চাই আপন চিত্তশুদ্ধি। ভগবান ভজনেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কখনও ভগবৎ দর্শন হয় না।তিনি আরো বলেন, ধর্মচর্চা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এবং অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। তাছাড়া ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে সহায়তা করে।

ধর্মসভায় সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম', আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে। কৃষ্ণভক্ত সুমন মজুমদার, তৃপ্তি সরকার, গঙ্গা সাহা, সুপ্রীতি দে, প্রদীপ দে, মেরি দে, দীপা দে জয়া, ধীমান পাল, রুমি মল্লিক,সুমি সরকার,মিনু নন্দী, সেন্টু সরকার, সজল দাশ প্রমুখ ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মসভায় অংশগ্রহনকারী ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কোরাসে হরিনাম সংকীর্তনের সুললিত সুর, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম' এ অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সবার মনপ্রাণ। ধর্মসভা শেষে ধর্মসভায় অংশগ্রহনকারীদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

## দায়িত্ব ছাড়ার পরও 'ভিভিআইপি' মর্যাদায় ড. মুহাম্মদ

৫০ পৃষ্ঠার পর

ফলে তিনি আগামী এক বছর বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) কঠোর নিরাপত্তার আওতায় থাকবেন।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০২১-এর ধারা ২(ক) অনুযায়ী ড. ইউনূসকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

দায়িত্ব শেষে প্রধান উপদেষ্টাকে ভিভিআইপি মর্যাদা দেওয়ার ঘটনা বাংলাদেশে এটাই প্রথম নয়। এর আগে ২০০৬ সালের ২৯ অক্টোবর এক গেজেটের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টাকে একই ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তবে বর্তমান প্রজ্ঞাপনটি আগের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। ২০০৬ সালের প্রজ্ঞাপনে 'ঝঢ়বপরধষ ঝবপঁৎরঃু ঋড়ৎপব ঙৎফরহধহপব, ১৯৮৬'-এর আওতায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে দায়িত্ব ছাড়ার পর বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করার বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালের নতুন প্রজ্ঞাপনে এই সময়সীমা বাড়িয়ে এক বছর করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সচিব মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না স্বাক্ষরিত এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। ফলে ড. ইউনূস দায়িত্ব পালনকালে যেমন এসএসএফের কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে ছিলেন, আগামী এক বছরও তিনি সেই একই মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করবেন।

## জালিয়াতি ও প্রতারণার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে

৫০ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্য করে এই প্রতারণা চালানো হয়। অভিযুক্ত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নিয়ামত উল্লাহ ওই মহিলার কম্পিউটারে একটি ভাইরাস ছড়িয়ে দেন, যার মাধ্যমে তিনি দূর থেকেই তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার পান। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ভুক্তভোগী ওই নারী মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। নিয়ামত উল্লাহ ওই মহিলার একটি ২০ ডলারের পেমেন্টকে জালিয়াতির মাধ্যমে ২০,০০০ ডলারে পরিবর্তন করেন। এরপর তিনি ওই নারীকে বোঝান যে তিনি আইনি সমস্যায় পড়েছেন। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় ১৮,০০০ ডলার নগদ টাকা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়িয়ে তার বাড়ি থেকে সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত রাখতে।

পরবর্তী দিন উল্লাহ আবারও ওই মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে আরও ২০,০০০ ডলার তোলার চেষ্টা করেন। ব্যাংকের কর্মীরা বিষয়টি সন্দেহজনক মনে করে শেরিফ অফিসে খবর দেন। শেরিফ অফিসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শেরিফ মাইক কফম্যানকে একটি স্থানীয় ব্যাংকে জালিয়াতি বা জালিয়াতির তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কফম্যান সাথে সাথেই স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের তদন্তকারীকে এই প্রতারণার বিষয়ে অবহিত করেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কফম্যান এবং চিফ ডেপুটি থেরন ক্যানর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং প্রতারকদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করে টাকা সংগ্রহের একটি ফাঁদ পাতেন। নির্ধারিত স্থানে সার্জেন্ট টেইলর গর্ডন অবস্থান নেন, আর কফম্যান ও ক্যানর কাছাকাছি থেকে গাড়িটি আটকানোর জন্য প্রস্তুত থাকেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাতে নেয়ামত উল্লাহ আবারও মহিলার সাথে যোগাযোগ করে টাকা সংগ্রহের সময় পরিবর্তন করে ২১ ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল ৯টায় নির্ধারণ করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, "ডেপুটিরা পুনরায় তাদের অবস্থানে ফিরে যান এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রতারক নির্ধারিত স্থানে পৌঁছালে তাকে কোনো ঝামেলা ছাড়াই হেফাজতে নেওয়া হয়।" নেয়ামত উল্লাহকে গ্রেপ্তারের পর তার গাড়ি তল্লাশি করে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডলারের বেশি নগদ টাকা, স্বর্ণের মুদ্রা এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। ডেপুটি ডাকোটা লিঙ্গার তাকে আদালতে হাজির করার আগ পর্যন্ত নিয়ামত উল্লাহকে টাইগার্ট ভ্যালি রিজিওনাল জেলে স্থানান্তরিত করেন। ব্যাংক একাউন্টের তথ্য চুরি করে অর্থ হাতিয়ে নেয়া, গোপনীয় তথ্য জেনে ফেডারেল এজেন্টের ভয় দেখানোর মাধ্যমে অর্থ আদায় করছিলো একটি  চক্র, যার সদস্য নিয়ামত উল্লাহ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, "আপশুর কাউন্টি শেরিফ অফিস এই মামলার বিষয়ে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের তদন্তকারী, এফবিআই (ঋইও) এবং ইমিগ্রেশন তদন্তকারীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

# জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত

পরিচয় ডেস্ক: মুসলিম কমিউনিটির পাশাপাশি মূলধারার রাজনীতিক, জনপ্রতিনিধি আর নেতৃস্থানীয় নন মুসলিমের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলার মধ্য দিয়ে সফর হলো নিউইয়র্কের স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল। ‘অ্যানুয়াল কমিউনিটি ইফতার’ শীর্ষক এবারের ২৩তম অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রভাশালী কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং সহ সিটি মেয়র, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ও কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট অফিসের প্রতিনিধি, বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক সহ কমিউনিটির উল্লেখ্যোগ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিটির ফ্রেসমেডোর সিরাজী কাবাব হাউজে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাড়ে তিন শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন বলে আয়োজকরা জানান। ফলে অনুষ্ঠানটি সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত  পরিণত হয়।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে অতিথিদের স্বাগত জানান  সংগঠনের প্রতিষ্ঠতা ও সভাপতি এবং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী সহ অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটি ও কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের প্রথমে পবিত্র রমজানের উপর আলোচনা করা হয়। এরপর বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব ও ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। ইফতার গ্রহনের আগে ও পরে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ, জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট-এর প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক ও কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট অফিসের প্রতিনিধি রোকেয়া, ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহাদৎ হোসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি এএফএম মিসবাহউজ্জামান, সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ‘অ্যানুয়াল কমিউনিটি ইফতার’ কমিটির কনভেনার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তার বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক হককথা, বার্তা সংস্থা ইউএনএ ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক ঠিকানা’র বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, ম্যাগাজিন জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ ও ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী সহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চরমোনাইয়ের পীর শাহ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিক, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আহসান হাবীব, ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ ও রেজাউল করীম চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশী এসোসিয়েশন (জেবিএ)-এর সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, রাজু ল ফার্মের সিইও মি, রোকন, ইথিনাল হোম কেয়ারের কর্ণধার ওমর বিন, আল হারমাইন গ্রুপের ফজলুর রহমান, রিলায়েবল হোম কেয়ারের পরিচালক আব্দুল মান্নান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী হেলাল, রিলায়বেল হোমকেয়ার এর নওশাদ হায়দার  প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য এবং কৃতজ্ঞতা জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ‘অ্যানুয়াল কমিউনিটি ইফতার’ কমিটির সদস্য সচিব ইসমাইল হোসেন স্বপন, কোন কনভেনর ফ্রেন্ডস সোসাইটির সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, কো-অর্ডিনেটর জে মোল্লা সানি, আখতার বাবুল, শরীফ হোসাইন, জয়েন্ট মেম্বার সেক্রেটারী হিমু মিয়া, সাইদুল ইসলাম, ইকবাল আহমেদ ও মহিন উদ্দিন পাটোয়ারী, ফ্রেন্ডস সোসাইটির কার্যকরী সদস্য রিজু মোহাম্মদ। খবর ইউএনএ’র। সকল  ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

# নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন পেশাজীবী, সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম ও কমিউনিটির সদস্যরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাঠানো বাণী পাঠ করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং ২০২৪ সালের জুলাইআগস্টের আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক তার বক্তব্যে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত রচিত হয়, যা পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। তিনি ভাষা শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ সব শহীদ, ১৯৭১ সালের বীর শহীদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং ২০২৪ সালের জুলাইআগস্টের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

কনসাল জেনারেল আরও বলেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির রাজনৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাতৃভাষায় কথা বলা, লেখা ও চর্চার অধিকার প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০০০ সাল থেকে তা বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রবাসীসহ দেশের সব নাগরিকের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা পর্বে নিউইয়র্কপ্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দও বক্তব্য দেন। পরে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে এক সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ।

# নিউ ইয়র্কের রোচেস্টারে মুসলিম কমিউনিটির ইফতারে অমুসলিমদের সংহতি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের রোচেস্টারে শহরে মুসলিম সম্প্রদায় পবিত্র রমজান উপলক্ষে এক আন্তরিক ইফতার ডিনারের আয়োজন করেছে। স্থানীয় মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষ একত্রিত হন। ইফতার মাহফিলে ধর্মীয় আলোচনা, দোয়া ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ইফতারের আয়োজন ছিল। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বরং ভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তুলতেও সহায়ক। স্থানীয় অমুসলিমরাও অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন, যা বহুসাংস্কৃতিক সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। সূত্র : ডব্লিউএইচএএ

# রমজানের প্রথম দিনেই সোনালী এক্সচেঞ্জে অর্থ পাঠাতে প্রবাসীদের ভীড়

পরিচয় ডেস্ক:শুরু হয়েছে সিয়াম সাধনার মাস রমজান। দীর্ঘ এক মাস রোজা পালনের পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পালন করবেন ঈদুল ফিতর। আর তাই রমজান ও ঈদের প্রস্তুতির জন্য দেশে স্বজনদের কাছে অর্থ প্রেরণ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। এজন্য রমজানের প্রথম দিনেই গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জের জ্যামাইকা শাখায় অর্থ পাঠাতে প্রবাসীদের ভীড় দেখা যায়। ১৫ রোজার পর থেকে দেশে প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণের চাপ বাড়বে বলে জানান সোনালী এক্সচেঞ্জের স্থানীয় ম্যানেজার মোহাম্মদ মনিউর রহমান। ছবি: ইউএনএ

### রোজার নিয়ত

নাওয়াইতুয়ান আছুমা গাদাম্মিন সাহ্‌রি রামাদানাল মোবারক, ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহ্‌ ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাফ ছামিউল আলীম।

**Intention of Fasting**

(Niyat): Nawaitu Un Asuma Gadam Min Saharie Ramadanul Mubarak, Fardallaka Eaa-Allah Fata Kabbal Minny Innaka Antas Samiul Alim.

### ইফতারের দোয়া

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা রিজক্বিকা আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

**Breaking Fast (Dua)**

Allahumma Laka Sumto Wa Bika Aamanto, Wa Alaika Tawakkaltu, Wa Ala Rizqika Aftarto Be Rahmatika Ya Arhamar Rahimin.

## TIME TABLE FOR RAMADAN 1447 A.H. 2026 A.D.

| RAMADAN | DAY | MONTH | STOP EATING | FAJR | SUNRISE | ZUHR | ASR | IFTAR | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE FIRST 10 DAYS ARE FOR MERCY | | | | | | | | | |
| 01 | WED | FEB 18 | 5:24 | 5:29 | 6:45 | 1:10 | 3:52 | 5:34 | 6:50 |
| 02 | THU | FEB19 | 5:23 | 5:28 | 6:43 | 1:10 | 3:53 | 5:35 | 6:51 |
| 03 | FRI | FEB 20 | 5:21 | 5:26 | 6:42 | 1:09 | 3:54 | 5:37 | 6:53 |
| 04 | SAT | FEB 21 | 5:20 | 5:25 | 6:40 | 1:09 | 3:56 | 5:38 | 6:54 |
| 05 | SUN | FEB 22 | 5:19 | 5:24 | 6:39 | 1:09 | 3:57 | 5:39 | 6:55 |
| 06 | MON | FEB 23 | 5:17 | 5:22 | 6:37 | 1:09 | 3:58 | 5:40 | 6:56 |
| 07 | TUE | FEB 24 | 5:16 | 5:21 | 6:36 | 1:09 | 3:59 | 5:41 | 6:57 |
| 08 | WED | FEB 25 | 5:14 | 5:19 | 6:35 | 1:09 | 4:00 | 5:43 | 6:58 |
| 09 | THU | FEB 26 | 5:13 | 5:18 | 6:33 | 1:09 | 4:01 | 5:44 | 6:59 |
| 10 | FRI | FEB 27 | 5:12 | 5:17 | 6:32 | 1:08 | 4:02 | 5:45 | 7:00 |
| THE SECOND 10 DAYS OF FORGIVENESS | | | | | | | | | |
| 11 | SAT | FEB 28 | 5:10 | 5:15 | 6:30 | 1:08 | 4:03 | 5:46 | 7:01 |
| 12 | SUN | MAR 01 | 5:09 | 5:14 | 6:29 | 1:08 | 4:04 | 5:47 | 7:02 |
| 13 | MON | MAR 02 | 5:07 | 5:12 | 6:27 | 1:08 | 4:05 | 5:48 | 7:04 |
| 14 | TUE | MAR 03 | 5:06 | 5:11 | 6:25 | 1:08 | 4:06 | 5:49 | 7:05 |
| 15 | WED | MAR 04 | 5:04 | 5:09 | 6:24 | 1:07 | 4:07 | 5:50 | 7:06 |
| 16 | THU | MAR 05 | 5:02 | 5:07 | 6:22 | 1:07 | 4:08 | 5:52 | 7:07 |
| 17 | FRI | MAR 06 | 5:01 | 5:06 | 6:21 | 1:07 | 4:08 | 5:53 | 7:08 |
| 18 | SAT | MAR 07 | 4:59 | 5:04 | 6:19 | 1:07 | 4:09 | 5:54 | 7:09 |
| 19 | SUN | MAR 08 | 5:59 | 6:04 | 7:19 | 1:07 | 4:09 | 6:54 | 8:09 |
| 20 | MON | MAR 09 | 5:58 | 6:03 | 7:18 | 1:06 | 4:10 | 6:55 | 8:10 |
| THE LAST 10 DAYS ARE TO BE REFF FROM HELL FIRE | | | | | | | | | |
| 21 | TUE | MAR 10 | 5:56 | 6:01 | 7:16 | 1:06 | 4:11 | 6:56 | 8:11 |
| 22 | WED | MAR 11 | 5:54 | 5:59 | 7:14 | 1:06 | 4:12 | 6:57 | 8:12 |
| 23 | THU | MAR 12 | 5:53 | 5:58 | 7:13 | 1:06 | 4:13 | 6:58 | 8:14 |
| 24 | FRI | MAR 13 | 5:51 | 5:56 | 7:11 | 1:05 | 4:14 | 6:59 | 8:15 |
| 25 | SAT | MAR 14 | 5:49 | 5:54 | 7:10 | 1:05 | 4:15 | 7:00 | 8:16 |
| 26 | SUN | MAR 15 | 5:48 | 5:53 | 7:08 | 1:05 | 4:16 | 7:01 | 8:17 |
| 27 | MON | MAR 16 | 5:46 | 5:51 | 7:06 | 1:05 | 4:16 | 7:03 | 8:18 |
| 28 | TUE | MAR 17 | 5:44 | 5:49 | 7:05 | 1:04 | 4:17 | 7:04 | 8:19 |
| 29 | WED | MAR 18 | 5:43 | 5:48 | 7:03 | 1:04 | 4:18 | 7:05 | 8:20 |
| 30 | THU | MAR 19 | 5:41 | 5:46 | 7:01 | 1:04 | 4:19 | 7:06 | 8:21 |

SM PRINTING : 929-328-9192

রাজধানীর ইফতার মানেই ঘরের স্বাদ এবং সুস্বাদু ইফতারীর সমাহার।

আমরা সকল ধরনের ইফতার ও সেহ্‌রী সরবরাহ করি।

PH: 347-808-0032

HALAL

Bangladeshi Food

# Rajdhani Restaurant & Sweet

7416 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

*We do Catering*

আমরা সকল ধরনের ক্যাটারিং করি

ALL ISLAMIC EVENTS ARE SUBJECT TO THE MOON SIGHTING

ইন্‌শাল্লাহ্‌ চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ঈদ হবে

# নিউ ইয়র্কের কুইন্সের সানিসাইডে বিশাল আবাসন প্রকল্পের জন্য ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান মেয়র মামদানির

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি গত ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার আকস্মিক হোয়াইট হাউসে অনির্ধারিত বৈঠকের সময় ওয়েস্টার্ন কুইন্সের সানিসাইডে ইয়ার্ডে ১২,০০০ ইউনিট আবাসন প্রকল্প নির্মাণে পরিকল্পনার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক সিটি হাউজিং কর্মকর্তা সিয়া ওয়েভার এবং আরও তিনজন ব্যক্তির মতে, যাদের মামদানি প্রশাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল কিন্তু প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

যদিও তারা আদর্শগতভাবে বিপরীত, রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট এবং গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক মেয়র গত বছর মামদানির নির্বাচনের পর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উপভোগ করছেন। কুইন্সের বাসিন্দা ট্রাম্প তার জীবনের বেশিরভাগ সময় নিউ ইয়র্ক সিটিতে কাটিয়েছেন।

২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে মেয়রের কার্যালয় জানিয়েছে যে, মেয়র মামদানি সানিসাইড রেল ইয়ার্ডের উপরে আবাস প্রকল্পের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য ২১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি

ফেডারেল অনুদান চাইছেন, যাকে বিশ্বের বৃহত্তম ডেক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, ১২,০০০ সাশ্রয়ী মূল্যের এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের জন্য। মেয়রের প্রশাসন জানিয়েছে যে এই ইউনিটগুলির মধ্যে ৬,০০০টি মিচেল-লামা-স্টাইল মডেল অনুসরণ করবে।

মেয়রের অফিস টু প্রটেক্ট টেন্যান্টস-এর পরিচালক ওয়েভার বলেছেন যে প্রকল্পটি হাজার হাজার ইউনিট সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সরবরাহ করতে পারে, একই সাথে রেলইয়ার্ড দ্বারা পৃথক করা ওয়েস্টার্ন কুইন্সের কিছু অংশের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করতে পারে।

ওয়েভার আরো বলেন যে নিউ ইয়র্ক সিটি একা এই বিশাল প্রকল্পটি বাস্তবায়নকরতে পারে না। এটি অসাধারণ ব্যয়বহুল, এবং এটি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য আমাদের ফেডারেল সহায়তা প্রয়োজন।

নিউ ইয়র্ক সিটির প্রাক্তন মেয়র বিল ডি ব্লাসিওর অধীনে প্রথমে সানিসাইড সাইটে আবাসনের ধারণাটি উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু মামদানির পূর্বসূরী এরিক অ্যাডামসের অধীনে তা স্থগিত হয়ে যায়। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্প প্রশাসনের বার্তা: বাড়তি শুল্কের অর্থ ফেরত দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একতরফাভাবে জারি করা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করেছে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। ফলে শুল্কের মাধ্যমে আদায় করা বাড়তি অর্থ ফেরত দেওয়া হতে পারে। তবে সবার অর্থ ফেরত দিতে বিলম্ব হতে পারে বলে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরলেন আরও ২৯ বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক: অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে আরও ২৯ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ভাড়া করা একটি বিশেষ ফ্লাইটে তাঁরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও এভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) সহায়তায় ফেরত আসা কর্মীদের জরুরি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

**VISA REMINDER**

## বিদেশি ভ্রমণকারীদের যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার খরচ বিষয়ে সতকর্তা

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দুতাবাস এক সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, যেসব বিদেশি ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার খরচ মেটাতে মেডিকেইড বা সরকারি সহায়তা ব্যবহার করেন, তারা তাদের ভিসার শর্তের অপব্যবহার করছেন। এই খরচ শেষ পর্যন্ত আমেরিকান করদাতাদের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর ঢাকায় যাচ্ছেন

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন যুকরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর আগামীকাল মঙ্গলবার তিনদিনের সফরে ঢাকায় যাচ্ছেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার গঠনের পর এটিই হবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রথম ঢাকা সফর। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দারা নতুন বিধিনিষেধের মুখোমুখি হচ্ছেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দারা (গ্রীনকার্ড ধারী) নতুন বিধিনিষেধের মুখোমুখি হচ্ছেন কারণ অভিবাসন আইন প্রয়োগকারীরা অননুমোদিত অভিবাসীদের পাশাপাশি গ্রিন কার্ডধারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করছে। অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন যে কমপক্ষে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে অথবা শীঘ্রই কার্যকর হতে চলেছে।

প্রথমত, ১ মার্চ থেকে, গ্রিন কার্ডধারীরা আর ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসন (ঝইঅ) ঋণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না যদি তাদের তহবিলের জন্য আবেদনকারী কোনও ব্যবসায় সামান্য মালিকানাও থাকে। যোগ্য থাকার জন্য কোম্পানিগুলিকে এখন সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মালিকানাধীন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, গ্রিন কার্ড পুনর্নবীকরণ এবং নাগরিকত্বের আবেদনের সময় ব্যাকগ্রাউন্ড চেক আরও কঠোর হয়ে উঠছে, অতীতের সকল রেকর্ড এবং যোগ্যতার ইতিহাসের গভীর তদন্তের সাথে। তৃতীয়ত, বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক প্রবেশ-প্রস্থান ট্র্যাকিং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়েছিল, স্থায়ী বাসিন্দাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ এবং পুনরায় *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## জালিয়াতি ও প্রতারণার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বাফেলোর বাংলাদেশী নিয়ামত উল্লাহ ভার্জিনয়ায় গ্রেফতার

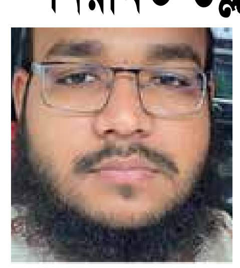

পরিচয় ডেস্ক: জালিয়াতি ও প্রতারণার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগর গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বাফেলোর বাংলাদেশী নিয়ামত উল্লাহকে গ্রেফতার করেছে ভার্জিনয়ার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ১১টি (ফেলনি) অভিযোগ আনা হয়েছে। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার, আপশর কাউন্টির আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, ৮৩ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## দায়িত্ব ছাড়ার পরও 'ভিভিআইপি' মর্যাদায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর থেকে পরবর্তী এক বছরের জন্য 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' (ভিভিআইপি) ঘোষণা করেছে সরকার। এর *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*